লঘু সিদ্ধান্ত কৌমুদী

অধ্যাপক ডঃ তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য

সংস্কৃত বুক ডিপো

।। লঘু-সিদ্ধান্ত-কৌমুদী ।।

(বঙ্গানুবাদ ও আলোচনা সহিত)

অধ্যাপক - ডঃ তপনশঙ্করভট্টাচার্য্য

এম এ. পিএইচ্. ডি. কাব্য-ব্যাকরণ (পাণিনি) তীর্থ, নব্য-ব্যাকরণাচার্য্য

ব্যাকরণ-বিভাগীয়াধ্যক্ষ

শ্রী সীতারাম বৈদিক-আদর্শ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, কলকাতা

ও অংশকালীন অধ্যাপক, সংস্কৃত-বিভাগ,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

SBD

সংস্কৃত বুক ডিপো

২৮/১, বিধান সরণী

কলকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ঃ
অভয় বর্ম্মন
সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা - ৭০০০০৬

কভার ডিজাইন ঃ
চঞ্চল গুঁই

মুদ্রণে ঃ
নিউ জয়কালী প্রেস,
৮এ, দীনবন্ধু লেন,
কলকাতা-৬

॥ लघु-सिद्धान्त-कौमुदी ॥

अध्यापक-डः तपनशङ्कर-भट्टाचार्यः

व्याकरण-विभागीयाध्यक्षः

कलिकातास्थ-श्री-सीताराम-वैदिक-आदर्श-संस्कृत-महाविद्यालयस्य

अंशकालीनाध्यापकश्च

यादवपुर-विश्वविद्यालयस्थ-संस्कृत-विभागस्य

संस्कृत बुक् डिपो

२२/१, विधान सरणी

कलकाता-७०० ००६

বিশিষ্ট সারস্বত সাধক মদীয় আচার্য ও

উদার-চরিত

পরম শ্রদ্ধেয়

ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত —

Professor Ramaranjan Mukherji
Formerly Chancellor, Tirupati Sanskrit University
Formerly Vice-Chancellor, Universities of Burdwan & Rabindra-Bharati
Past President, Association of Indian Universities
President, Sri Sri Sitaramdas Omkarnath Sanskrita Siksha Samsad,
President Birbhum Institute of Engineering & Technology,
Chairman Sri Sitaram Vaidic Adarsha Sanskrit Mahavidyalaya

125/1, SANTOSHPUR AVENUE,
KOLKATA-700 075
PHONE (033)-2416-[illegible]
FAX . 91-033-2416-[illegible]

আশীর্বাণী

'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' (তৈ.আ.১৬) অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করবে। সকল জ্ঞানের আকর হোল বেদ। সেই বেদ অধ্যয়ন করার জন্য সেই প্রাচীনকাল থেকেই বৈয়াকরণগণ ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। রক্ষার্থং বেদানাং চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। মাহেশ, ঐন্দ্র, চান্দ্র, কাশকৃৎস্ন প্রভৃতি প্রাচীন বৈয়াকরণদের নাম ব্যাকরণের ইতিহাসে পাওয়া যায়। পাণিনি নিজেই গার্গ্য, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন, স্ফোটায়ন, চাক্রবর্মণ, গালব, আপিশলি প্রভৃতি বৈয়াকরণেব নাম অষ্টাধ্যায়ীতে উল্লেখ করেছেন। পাণিনি আনুমানিক ৪০০খ্রী.পূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন। পাণিনির প্রস্থানে পাণিনি কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি হলেন প্রমাণপুরুষ। এঁদের মধ্যে আবার যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্-অর্থাৎ উত্তর মুনির প্রামাণ্য অধিক পরবর্তীকালে ভর্তৃহরির মতো মহাবৈয়াকরণ, নাগেশ, কৌণ্ডভট্ট ও ভট্টোজি দীক্ষিতের মতো প্রতিভাশালী ব্যক্তি গ্রন্থ প্রণয়ন করে এই প্রস্থানকে দার্শনিক ও সমৃদ্ধ করেছেন। ব্যাকরণ যে নিছক প্রকৃতি ও প্রত্যয় নিয়ে আলোচনা করে তা নয়; ব্যাকরণ শাব্দবোধ, ধাত্বর্থ, নিপাতার্থ প্রভৃতি দার্শনিক বিষয় নিয়ে ও নিপুণভাবে আলোচনা করে। পাণিনির মূলগ্রন্থ অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ। বর্তমান সময়ে দুভাবে পাণিনির চর্চা হয়ে থাকে, এক হল অষ্টাধ্যায়ীক্রমে সূত্র ও তার অর্থবোধ এবং মহাভাষ্য ও কাশিকা অনুসারে অধ্যয়ন। কিন্তু তা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। সেজন্য বোধ হয় ভট্টোজি দীক্ষিত লক্ষ্য এবং প্রক্রিয়া অনুসারে সংজ্ঞা, পরিভাষা, সুবন্ত, বিভক্তি, কারক, সমাস প্রভৃতি প্রকরণ সাজিয়ে সিদ্ধান্ত কৌমুদী প্রণয়ন করেছেন। এইগ্রন্থে অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্র (প্রায় চার হাজার) স্থান পেয়েছে। পরবর্তীকালে নাগেশভট্ট তার ব্যাখ্যা করেছেন—তা লঘুশব্দেন্দুশেখর নামে প্রসিদ্ধ। দীক্ষিত নিজেও প্রৌঢ় মনোরমা টীকা করেছেন। এই আধুনিক পদ্ধতি পাঠকদের ব্যাকরণ পাঠে সুগম হয়। তবে উভয় স্থলেই অষ্টাধ্যায়ী, কাত্যায়ন প্রণীত বার্ত্তিক এবং মহাভাষ্যের প্রামাণ্য অবশ্যই বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী কালে এই সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থ পাঠের সোপান হিসাবে আচার্য বরদরাজ লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তা পাণিনি-ব্যাকরণের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের খুব উপাদেয় গ্রন্থ। তিনি তাই মঙ্গলাচরণ শ্লোকে বলেছেন-
'পাণিনীয়প্রবেশায় লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদীম্।'

বর্তমানকালে সংস্কৃতের পঠন পাঠন এতই হ্রাস পেয়েছে যে এই গ্রন্থখানি অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেজন্য আমার ছাত্র শ্রীমান্ তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় সম্পাদনা করেছেন। এতে রয়েছে লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে স্থানপ্রাপ্ত সূত্রের পদচ্ছেদ ও বিভক্তি নির্দেশ। বিভক্তি নির্দেশের দ্বারা অর্থবোধ সহজ হয়। তারপর বরদরাজের বৃত্তি ও তার আক্ষরিক অনুবাদ। তারপর আলোচনা অংশে সূত্রের প্রকৃত অর্থ কি তা নির্ধারণ, কোন্ সূত্র হতে কোন্ পদ অনুবৃত্ত হয়েছে তার উল্লেখ, অধিকার সূত্র এবং অধিকৃত পদের উল্লেখ এবং প্রত্যেকটি পদের সূত্রোল্লেখ পূর্বক সাধন-তা ডঃ তপনশঙ্কর সহজ ভাষায় আলোচনা করেছেন।

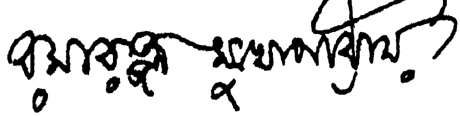
ডঃ তপনশঙ্কর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয়ধারা অনুসরণ করে পাঠ গ্রহণ করেছেন। তাই একদিকে শাস্ত্রের গভীরে তিনি যেমন প্রবেশ করতে পেরেছেন, তেমনি তুলনামূলক বিশ্লেষণের শক্তিও অর্জন করেছেন। এই যে প্রবেশ ও শক্তি, এ দুটির একত্র অবস্থান দুর্লভ। তপনশঙ্করের মধ্যে এ দুয়ের সমন্বয় ঘটেছে বলে 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী'র এ রকম একটি সংস্করণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী'কে যেরকম লঘু বলে মনে হয়, এ সেরকম সরল ও লঘু নয়। এর মর্মার্থে প্রবেশ ক'রে তাকে বিশ্লেষণ করা আরও দুষ্কর কর্মই। আনন্দের কথা তপনশঙ্কর এই দুষ্কর কর্মসাধনে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর এই সংস্করণ সংস্কৃতে ব্যাকরণ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সংযোজন হয়ে থাকবে, এ রকম আশা করলে অন্যায় হবে না।

আমি তপনশঙ্কর ভট্টাচার্যকে সাধুবাদ জানাই এবং তাঁর গ্রন্থটিকে সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে সানন্দে বরণ করি। ইতি —

'মাতৃমন্দির'

১২৫/১, সন্তোষপুর এভিন্যু

কলকাতা-৭০০ ০৭৫



Dr. Sitanath Goswami

63/1A, Selimpur Lane.
Calcutta-31

M A (Gold Medallist), D. Phil.
Veda-Vedānta-Vyākaraṇatīrtha.
Śāstracūḍāmaṇi Scholar
Formerly Professor & Head of the
Department of Sanskrit, Jadavpur University

Ref. :.................. *Dated* ....

ভূমিকা

প্রত্যেক ভাষারই এক স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি থাকে। ব্যাকরণ তাকে বাঁধতে পারে না। ব্যাকরণের নির্দেশে নির্মিত ভাষা কখনও মুখের ভাষা হয় না। সমগ্র পৃথিবীর লোকের জন্য এক অভিন্ন কথ্যভাষা হোক্, এই অভিপ্রায়ে শতাধিক বর্ষ ধরে প্রয়াস করে গেলেও সেই কৃত্রিম ভাষা Esperanto তার নাম অনুসারে কুহকিনী 'আশা' হয়েই রয়েছে। তবে ব্যাকরণের প্রয়োজন কোথায়? ব্যাকরণ তো ভাষাকে শৃঙ্খলিত করে, তাকে নিজের গতিতে চলতে দেয় না, তাই ব্যাকরণ শাস্ত্রটিই নিষ্প্রয়োজন—এমন কথা অনেকে ভাবলেও ব্যাকরণের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। অজ্ঞতা, অলসতা, জিহ্বার জড়তা প্রভৃতির জন্য বা অতিসরলীকরণের মোহে যদি অতিদ্রুত যথেচ্ছ পরিবর্তন হতে থাকে তবে সেই ভাষা আর পরস্পরের বোধগম্য থাকে না। এজন্য সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রয়াসের রাশ টানতে হয়। আর সেই কাজটাই করে ব্যাকরণ। শিষ্টজনেরা যেভাবে উচ্চারণ করেন, যেভাবে শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ ক'রে থাকেন তাকেই মানদণ্ড ধ'রে বৈয়াকবণ সেই ভাষার ত্রুটিহীন ব্যবহারকে রক্ষা করতে কতকগুলি নিয়ম বা সূত্র প্রণয়ন করেন এবং প্রয়োজনে তার ব্যতিক্রমও ব'লে দিয়ে থাকেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের ক্ষেত্রে পাণিনিসম্প্রদায় এই কাজটি এতই সুষ্ঠু সুসম্পন্ন করেছেন যে, এই ভাষার ব্যাকরণ হয়েছে সুসম্পূর্ণ, সুসংবদ্ধ, সুদৃঢ়যুক্তিসমৃদ্ধ এবং বিজ্ঞানসম্মত। এইজন্যই বর্তমান যুগের এটাই আবিষ্কার যে, বিশ্বের ভাষাগুলির মধ্যে সংস্কৃতই হল Computer এর জন্য সর্বোত্তম উপযোগী ভাষা।

পাণিনি-ব্যাকরণ বলার দ্বারা আমরা বুঝে থাকি ত্রিমুনি ব্যাকরণ অর্থাৎ তিন মুনির কৃতিতে সমুজ্জ্বল একটি ব্যাকরণ যার প্রথম আচার্য সূত্রকার মহর্ষি পাণিনি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চমশতাব্দীতে আবির্ভূত হন, দ্বিতীয় আচার্য বার্ত্তিককার কাত্যায়ন তার পরবর্তী শতকে অর্থাৎ খৃঃপূঃ চতুর্থ শতকে ও খৃঃপূঃ দ্বিতীয় শতকে তৃতীয় আচার্য মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্য রচনার দ্বারা পাণিনি ও ঐ আট অধ্যায়ে সম্পূর্ণ

অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রসমূহের পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করেন। পাণিনি যেমন সূত্ররচনা কালে পূর্বাচার্যগণের সকল অনুশাসন ও উপদেশের অনুশীলনপূর্বক তাঁর সুচিন্তিত অনূর্ধ্ব চার সহস্র সূত্র রচনা করেন তেমনই কাত্যায়ন ও তৎকালীন সময় ও ভাষার গতিপ্রকৃতি বুঝে শিষ্টজনের ব্যবহারসমূহের পুনরনুসন্ধান ক'রে কতকগুলি বার্ত্তিক রচনা করলেন যেগুলি ভাষার সম্পূর্ণতা ও স্বচ্ছ সঞ্চারের জন্য অপরিহার্য ছিল। এজন্য পরবর্তী আচার্যগণ সকলেই মেনে নিয়েছেন যে, পাণিনির সূত্র ও কাত্যায়নের মধ্যে বিরোধ হ'লে সেখানে পরবর্তী আচার্য কাত্যায়নের মতই গ্রহণীয় হবে।

এর পরে আবির্ভূত হলেন এক অসামান্য সুদক্ষ দূরদৃষ্টি সমন্বিত ভাষারহস্যবেত্তা বাগ্‌বৈদগ্ধসম্পন্ন রসবেত্তা বহুশাস্ত্রদর্শী দাশনিক আচার্য মহর্ষি পতঞ্জলি। খৃষ্টজন্মের দুই শত বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ এমন এক মহাপুরুষকে পেয়ে ধন্য হয়েছে। তিনি বাক্যের অশুদ্ধি দূর করার জন্য ব্যাকরণ শাস্ত্রে বৈয়াকরণমহাভাষ্য যেমন রচনা করেছেন তেমনই চিত্তের অশুদ্ধি অপনয়নে লিখেছেন যোগসূত্র এবং কায়মল বা শারীরিক দুঃখযন্ত্রণা থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য প্রণয়ন করেছেন চরকসংহিতা। পতঞ্জলি ভারতের সকল অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে ভাববিনিময় ক'রে আরও বহু পূর্বপূর্ব আচার্যগণের ব্যাকরণানুশাসন অনুধাবন ক'রে যাবতীয় বিরুদ্ধ মতধারার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হয়ে পূর্ববর্তী দুই আচার্যের সূত্র তথা বার্ত্তিকের সংস্কার ক'রে এই পাণিনিসম্প্রদায়ের সর্বকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য রূপে পরিগণিত হয়ে আসছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিমত যেমন মান্য তেমনই এক একটি প্রয়োগের দ্বারাই সেই শব্দ বা বাক্যরীতির পরোক্ষ স্বীকৃতি পণ্ডিতগণের কাছে শিরোধার্য হয়ে রয়েছে। এ কথা অবশ্যই প্রকট হয়েছে যে, পাণিনিব্যাকরণের মুনিত্রয়ের মধ্যে পতঞ্জলিই সর্বশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হন।

মুনিত্রয়ের চিন্তালালিত ও লেখনীপ্রসূত এই পাণিনিব্যাকরণের নানাবিধ ব্যাখ্যা, আলোচনা ও দার্শনিক মননও হয়েছে সুদীর্ঘ কাল ধ'রে এবং এখনও তা স্তব্ধ হয়ে যায়নি। পতঞ্জলির প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য পণ্ডিতসমাজকে এমন প্রভাবে পরিব্যাপ্ত করেছে যে তার পরে কয়েক শতাব্দী ধ'রে পতঞ্জলির ভাষ্যের এক একটি সন্দর্ভের গভীর অনুরণন ঘটেছে জনমানসে প্রায় সর্বত্র। পরবর্তী সকল আচার্যই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে, বিশেষতঃ দর্শনশাস্ত্রগুলিতে ভাষ্যরচনার একটি প্রসিদ্ধ রীতি আছে। সেই অন্যান্য ভাষ্যগুলির যথেষ্ট প্রচার প্রসার ও প্রসিদ্ধি থাকলেও পতঞ্জলিপ্রণীত ভাষ্যটিই 'মহৎ' বিশেষণের দ্বারা ভূষিত হয়ে মহাভাষ্যরূপে আখ্যায়িত হয়েছে। মহাভাষ্যের আলোকচ্ছটায় প্রায় আটশত বৎসর আর বৈয়াকরণজ্যোতিষ্ক

উদিত হন নি। সপ্তম শতাব্দীতে ভর্তৃহরির আগমনে এক নতুন প্রভার উদয় হল। ভর্তৃহরি অবশ্য তাঁর বাক্যপদীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় কাণ্ডের শেষে জানিয়েছেন যে, মধ্যবর্তী কালে মহাভাষ্য নিয়ে পণ্ডিতদের খুব আগ্রহ দেখা যায় নি। এই শাস্ত্র ভ্রষ্ট হয়েছিল এবং দাক্ষিণাত্যে গ্রন্থমাত্রেই অবশিষ্ট ছিল, চর্চা বিশেষ হত না।

যঃ পতঞ্জলিশিষ্যেভ্যো ভ্রষ্টো ব্যাকরণাগমঃ।

কালে স দাক্ষিণাত্যেষু গ্রন্থমাত্রে ব্যবস্থিতঃ ।। (২।৪৮০)

লুপ্তপ্রায় সেই ভাষ্যকে চন্দ্রাচার্য পুনরুদ্ধার করেন এবং সেই সম্প্রদায়ক্রমে ভর্তৃহরির গুরু বসুরাত এই শাস্ত্ররহস্য অবগত হয়ে ভর্তৃহরিকে প্রদান করেন। একথা অনস্বীকার্য সত্য যে, মহাভাষ্যের রহস্য ও তাৎপর্য, বিশেযতঃ ব্যাকরণদর্শন, ভর্তৃহরির প্রয়াসে যেভাবে পুনঃ প্রসারিত হয়েছে তা অনন্যসাধারণ।

ভর্তৃহরি মহাভাষ্যের গৌরবকে এবার সমুদ্রতুল্য গম্ভীর করে দিয়েছেন। ভাষ্যের পঠনপাঠন যেমন চলতে থাক্‌ল তেমনই টীকাদিও রচিত হতে থাক্‌ল। কৈয়ট একাদশ শতাব্দীতে মহাভাষ্যের 'প্রদীপ' টীকা লিখতে গিয়ে বলেছেন—হরিশ্রেষ্ঠ (বানরশ্রেষ্ঠ) হনুমান্ যেমন সমুদ্রে সেতু বেঁধে দিয়েছিলেন তেমনই ভাষ্যরূপ দুস্তর সাগর পার হতে হরিরচিত (ভর্তৃহরিপ্রণীত) বাক্যপদীয়কেই সেতু মনে করছেন—

তথাপি হরিবদ্ধেন সারেণ গ্রন্থসেতুনা ।

ক্রমমাণঃ শনৈঃ পারং তস্য প্রাপ্তাস্মি পঙ্গুবৎ ।। (মঙ্গলশ্লোক ৭)

ভাষ্যসরণি অবলম্বন না ক'রে সোজাসুজিভাবে পাণিনির সূত্র ও কাত্যায়নের বার্ত্তিকের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন সপ্তম শতাব্দীতে ভর্তৃহরির সমসাময়িক কিন্তু নবীন বৈয়াকরণ জয়াদিত্য। তাঁর গ্রন্থ কাশিকাবৃত্তি নামে পরিচিত। কাশীতে রচিত হওয়ায় এর নাম হয়েছে কাশিকা। জয়াদিত্য এই অষ্টাধ্যায়ীর পঞ্চমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেন, অবশিষ্ট তিন অধ্যায় ও একটি পাদ তাঁর পুত্র বামনের রচিত। এই বৃত্তিগ্রন্থ ও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে এবং এর ওপরে হরদত্ত "পদমঞ্জরী" ব্যাখ্যা ও জিনেন্দ্রবুদ্ধি "ন্যাস" লেখেন। কাশিকাবৃত্তিতে পাণিনির সকল সূত্রই ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং কাত্যায়নের বার্ত্তিকও একইভাবে উদাহরণাদির দ্বারা পরিষ্কৃত হয়েছে। কাশিকাতে পাণিনির ৩৯৮৩টি সূত্র উল্লিখিত হয়েছে। ভট্টোজির সিদ্ধান্তকৌমুদীতে কয়েকটি সূত্র বার্ত্তিকরূপে পঠিত হওয়ায় সূত্রসংখ্যাতে কিছু ভেদ হয়। বৃত্তি প্রস্থানে জয়াদিত্য-বামন ব্যতীত আরও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যেমন ভর্ত্রীশ্বর, মৈত্রেয়রক্ষিত, পুরুযোত্তম, শরণদেব প্রভৃতি । তবে কাশিকাগ্রন্থই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ধারাও বিদ্যমান ।

এবার আসা প্রয়োজন কৌমুদীপ্রস্থানে। পাণিনি যেভাবে তাঁর অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রগুলির বিন্যাস করেছেন তা বহু বিষয়কে অতিসংক্ষেপে প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। পাণিনির সূত্রশৈলী যিনি যতই অবগত হন এবং অনুধাবন করেন তিনি ততই বিস্ময়ে হতবাক্ হন। একটি পরবর্তী সূত্রকে পূর্বে ও পূর্ববর্তী সূত্রকে পরে আনা অসম্ভব এবং সেক্ষেত্রে বহু অশুদ্ধ প্রয়োগ সিদ্ধ হয়ে যাবে এবং বহু শুদ্ধ প্রয়োগ অসিদ্ধ হয়ে পড়বে। এজন্য পাণিনিব্যাকরণের সূত্রের ক্রম বিপর্যাসের কথা ভাবাও যায় না। তবে একথা সত্য যে, পাণিনির ব্যাকরণ প্রথম থেকে পড়তে আরম্ভ করলে সেই চার হাজার সূত্র পর্যন্ত পড়ার আগে কোন্ পদটি শুদ্ধ বা অশুদ্ধ তা নির্ণয় করা যায় না। এভাবে পড়লে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা কিভাবে হবে—এই প্রশ্ন থেকেই যায়। পাণিনি যে-সময়ে অষ্টাধ্যায়ী লিখেছিলেন সে সময়ে তো বটেই তার থেকে অনূর্ধ্ব দুই সহস্র বর্ষ পরেও সংস্কৃত যদি বা কথ্যভাষা নাও থেকে থাকে তবুও সংস্কৃতে কথা বলা শিষ্ট সমাজের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিলই। সংস্কৃতভাষার প্রতি গৌরববোধে তথা সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞতার নিন্দা থেকে পরিত্রাণ পেতেও সকল শিক্ষিত পরিবারে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলার প্রচলন ছিল। সুতরাং শব্দরূপ শিক্ষা বা ধাতুপ্রয়োগ শিক্ষার জন্য ব্যাকরণের আবশ্যকতা ছিল না। সব দেশেই সব ভাষাভাষী অঞ্চলে কথ্যভাষার ব্যবহারের জন্য কোন ব্যাকরণ অপ্রয়োজনীয় ব'লেই অনুভূত হয়। যখন সংস্কৃতে কথা বলা প্রচেষ্টাপূর্বক শিক্ষার বিষয় হয়ে উঠল এবং তার এক একটি শব্দের সঙ্গে বিভক্তি-বচন মনে মনে যুক্ত ক'রে নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন দেখা দিল তখন পাণিনির সূত্রক্রম ধ'রে পড়িয়ে ভাষা শেখানো কঠিন হ'য়ে পড়ল। তখন থেকেই অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকেই নবজাত শিশুর দশা পেরিয়ে যখন ছাত্রদের বিদ্যাভ্যাস প্রারম্ভ হল তখন তাদের শিক্ষার উপযোগী ক'রে কয়েকটি বিষয়ানুসারী প্রকরণে—ঐ সূত্রগুলির বিভাগ আবশ্যক ব'লে অনুভূত হল। তখনই অর্থাৎ মধ্যযুগে দ্বাদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম কৌমুদীপ্রস্থানের রীতিতে প্রকরণবিভাগপূর্বক পাণিনির সূত্রক্রমের বিপর্যাস ক'রে নতুন ব্যাকরণ লিপিবদ্ধ হল। এদিক্ থেকে প্রথম প্রয়াস হল ধর্মকীর্তির রূপাবতার। ইনি অবশ্যই দার্শনিক ধর্মকীর্তি নন। এই গ্রন্থের নামকরণটিও সার্থক যেহেতু এখানেই কৌমুদীপ্রস্থানের নতুন রূপে অবতার বা আবির্ভাব হয়েছে। যাই হোক, একে পূর্বভাগে আটটি অবতার বা অধ্যায় এবং উত্তরভাগে তিনটি পরিচ্ছেদ, মোট সূত্রসংখ্যা মাত্র ২৫১৯টি। ধর্মকীর্তি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর মর্যাদাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না ক'রে তাঁর গ্রন্থটি যে কেবলমাত্র বালবোধিনী পুস্তিকা তা স্পষ্টই বলেছেন। দ্বিতীয়ভাগের প্রথমেই তিনি বলেছেন—

প্রণম্য শিরসা দেবীং বালানাং হিতকারিণীম্ ।

যথাসারং প্রবক্ষ্যামি ধাতুপ্রত্যয়পঞ্জিকাম্ ।।

রূপাবতারের পরে এই প্রস্থানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল চতুর্দশ শতাব্দীতে বিমল সরস্বতীর লেখা রূপমালা। এখানে বৈদিক প্রয়োগের আলোচনায় একটি অধ্যায়ও রয়েছে। রূপাবতারের তুলনায় এই গ্রন্থের সজ্জা আরও উন্নত।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৌণ্ডিন্যগোত্রীয় ঋগ্বেদীব্রাহ্মণ রামচন্দ্র প্রক্রিয়াকৌমুদী লেখেন এবং এখানেই কৌমুদী নামের প্রবর্তন। এখানে যে পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ বিভাগ আছে তারই অনুকরণ করেছেন ভট্টোজি তাঁর সিদ্ধান্তকৌমুদীতে। অবশ্য এতে তাঁর কোন লজ্জা নেই বরঞ্চ গৌরববোধ আছে। এই রামচন্দ্র হলেন ভট্টোজি দীক্ষিতের বৃদ্ধপ্রপিতামহ (রামচন্দ্র—নৃসিংহ—বিট্ঠল—লক্ষ্মীধর—ভট্টোজি)। আগের দুই গ্রন্থ অপেক্ষা এটি বহুলাংশে উৎকর্ষসম্পন্ন গ্রন্থ। রামচন্দ্র অন্য ব্যাকরণের সাহায্য নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি কিন্তু ভট্টোজি ত্রিমুনিব্যাকরণের পরিধিতেই বিদ্যমান থেকেছেন। এই প্রক্রিয়াকৌমুদী ভট্টোজির সিদ্ধান্তকৌমুদীর পূর্ব পর্যন্ত ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ফলে বহু টীকাই এব রচিত হয়েছে। তার মদ্যে অন্যতম হল রামচন্দ্রেব পৌত্র বিট্ঠলাচার্যের প্রক্রিয়াপ্রসাদ।

এবার আমরা কৌমুদীপ্রস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভট্টোজি দীক্ষিতের বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী বা সংক্ষেপে সিদ্ধান্তকৌমুদীর আলোচনাতে যেতে পারি। এতে পাণিনির মোট ৩৯৭৮টি সূত্রই ব্যাখ্যাত হয়েছে। বৈদিক প্রক্রিয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রকরণ রচনাও এই গ্রন্থে রয়েছে। প্রকরণবিভাগে তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রেও মোটামুটিভাবে নিজেরই পূর্বপুরুষ রামচন্দ্রের প্রক্রিয়াকৌমুদীর অনুবর্তন করেছেন। ত্রিমুনিব্যাকরণের পরিসীমায় থেকে তিনি যথাসম্ভব নূতন শব্দকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। এবিষয়ে তিনি শরণদেবের দুর্ঘটবৃত্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন বলা যায়। তিনি পাণিনির অবিরোধী বৈয়াকরণদের মতও স্বগ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন যেমন শাকটায়নের উণাদিসূত্র, শান্তনবাবাচার্যের ফিট্সূত্র।

এই সিদ্ধান্তকৌমুদীকেই সংক্ষিপ্ত আকারে সন্নিবেশিত ক'রে বরদরাজ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী প্রণয়ন করলেন। ভট্টোজি পাণিনির ৩৯৭৮টি সূত্রই নিলেও সংক্ষেপণের জন্য বরদরাজ মাত্র ১২৭৯টি সূত্র গ্রহণ করলেন—বস্তুতঃ বলা উচিত ১২৭০ কারণ ৯টি সূত্র দু'বার লিখিত হয়েছে। বরদরাজ ভট্টোজির সূত্রক্রমই শুধু লঙ্ঘন করেন নি, তিনি প্রকরণগুলির সজ্জাতেও অনেক পরিবর্তন করেছেন। সংজ্ঞা, সন্ধি, শব্দরূপ শেষ করেই তিনি তিঙন্ত প্রকরণকে নিয়ে এলেন

সম্ভবতঃ এইজন্য যে বাক্যরচনা করতে হলে কর্তৃপদ কর্মপদ ব্যবহার করার পরে তিঙন্ত ক্রিয়ার আবশ্যকতা। বর্তমান কালেও সংস্কৃত শিক্ষকগণ সন্ধি, শব্দরূপের পরে ধাতুরূপ মুখস্থ করিয়ে থাকেন। বরদরাজ তিঙন্তপ্রকরণকে এই স্থানে নিয়ে আসায় নবীন শিক্ষার্থিবৃন্দ বাক্যরচনায় সমর্থ হবে এবং তাদের মনের ভাব প্রকাশের সামর্থ্য দেখে তারা আরও অগ্রসর হয়ে অন্যান্য প্রকরণে মন দেবে।

বরদরাজ যে এই সংক্ষিপ্ত লঘুকৌমুদী রচনা করলেন তাতে তাঁর কৃতিত্ব কতটুকু,এ কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি কতকগুলি সূত্র বাদ দিয়ে তাঁর মতে নবীনদের পক্ষে উপযোগী সূত্র নিয়েছেন এবং প্রকরণগুলিকে নতুনভাবে সাজিয়েছেন। তিনি যে সূত্রব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে তাঁর স্বকীয়তা নেই কারণ প্রত্যেকটি সূত্রের ব্যাখ্যা ভট্টোজি দীক্ষিতের সিদ্ধান্তকৌমুদী থেকেই গৃহীত। সামান্য দু'একটি শব্দ বর্জন বা পরিবর্তন ছাড়া তাঁর ব্যাখ্যায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কোথায়ও ফুটে ওঠেনি। কারক-বিভক্তি এবং সমাস প্রকরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ার বিদ্যার্থীর পক্ষে সংস্কৃত ভাষার কোনও সরল গ্রন্থ পাঠও ক্লেশকর হবে। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। তা হল বরদরাজ কোথায়ও বলেন নি যে সংস্কৃতভাষা শিক্ষার জন্যও ব্যাকরণে পটুতা অর্জনের জন্য তিনি এই সারসংকলন করেছেন। যাঁরা অন্য শাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করতে যাচ্ছেন কিন্তু সংস্কৃতভাষা যাতে বাধক না হয় তার জন্য এই লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী রচনা করেছেন। গ্রন্থেব শেষে তাঁর বক্তব্য।

শাস্ত্রান্তরে প্রবিষ্টানাং বালানাং চোপকারিকা।

কৃতা বরদরাজেন লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী।।

কয়েকটি ত্রুটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভট্টোজি দীক্ষিত সন্ধি আলোচনায় পাঁচটি প্রকরণ বলেছেন—অচ্‌সন্ধি, হল্‌সন্ধি, বিসর্গসন্ধি, স্বাদিসন্ধি এবং প্রকৃতিভাব। দীক্ষিত প্রকৃতিভাবকে অচ্‌সন্ধির অন্তর্গত একটি অবান্তর প্রকরণ রূপে গণ্য করেছেন। অনেকে প্রকৃতিভাবকে সন্ধিপ্রকরণের অন্তর্গত ব'লে ভাবতে চান না যেহেতু প্রকৃতিভাবে রয়েছে সন্ধির বিপরীত কাজ। সন্ধিতে দু'টি অত্যন্ত সন্নিহিত বর্ণের পরস্পরের প্রভাবে কখনও পূর্বেরটিতে কখনও বা পরেরটিতে বিকার হয়, কখনও বা দু'য়ে মিলিত হয়ে অন্য বিকার হয় বা দুয়ে মিলে পূর্বেরটি থেকে যায় বা পরেরটি থেকে যায়। প্রকৃতিভাবে এমন কোনও পরিবর্তন যখন হয় না তখন এটিকে সন্ধিপ্রকরণের মধ্যে গ্রহণ করা যায় না। এই মত আপাতগ্রাহ্য হলেও আরও চিন্তনীয় আছে। সন্ধিতে বিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও যখন বিশেষ পরিস্থিতিতে এই বিকার হয় না তাও তো সন্ধিপ্রকরণ শিক্ষার সময়েই শেখা উচিত। অন্যথা জ্ঞানটি

অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। সর্বান্তে স্ত্রীপ্রত্যয়কে স্থান দেওয়ার হেতু কি তা বোঝা দুঃসাধ্য। বালক-বালিকা মাতা-ভগিনীর সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তো স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়বে। যাই হোক্, কিছু নূন্যতা থাকলেও এই সংক্ষেপিত ব্যাকরণ যথেষ্ট লোকপ্রিয় হয়েছিল এবং এখনও চার শতাব্দী অতিক্রম ক'রেও তা নবীন শিক্ষার্থীগণের কাছে একটি বিশেষ সমাদরণীয় গ্রন্থ। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, সংস্কৃত বিদ্যাপীঠগুলিতে এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট আছে।

এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ নেই অথচ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ সমন্বিত সংস্করণ থাকলে তা বঙ্গীয় ছাত্রমহলে সাদরে গৃহীত হবে। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থের অনুবাদমাত্র যথেষ্ট নয় কিন্তু তার তাৎপর্য ব্যাখ্যারও আবশ্যকতা রয়েছে। প্রত্যেকটি উদাহরণের ব্যাখ্যার প্রয়োজন না থাকলেও উদাহরণ ও প্রত্যুদাহরণের বিশ্লেষণ থাকা বাঞ্ছনীয়। ডঃ তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য কাব্যব্যাকরণতীর্থ ব্যাকরণাচার্য এই গ্রন্থের শুধু বঙ্গানুবাদই করেন নি, তিনি সূত্রগত পদগুলির বিভক্তি বলে দিয়েছেন এবং 'আলোচনা'তে আবশ্যক বক্তব্যের সন্নিবেশ করেছেন। তিনি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ অবধবিহারী ত্রিপাঠী মহাশয়ের অন্তেবাসী ছিলেন এবং তাঁর কাছে শাস্ত্ররহস্য জানার সুযোগ পেয়েছেন। শ্রীমান্ তপন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নানকোত্তর শ্রেণীতে আমার ছাত্র ছিলেন এবং এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণিত করেন। ডঃ তপনকে আমি এশিয়াটিক সোসাইটিতে ব্যাকরণের আচার্য শ্রেণীতে পড়িয়েছি এবং তাঁর অনুসন্ধিৎসা তখনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই গ্রন্থের অধিকাংশ পৃষ্ঠা মুদ্রিত অবস্থায় আমি দেখেছি এবং তাতে সন্তোষ লাভ করেছি। তিনি বর্তমানে শ্রীসীতারাম বৈদিক আদর্শ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে নব্যব্যাকরণ বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য নিযুক্ত আছেন। তাঁর অধ্যাপনা তাঁকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্য বিভাগেও আকর্ষণ করেছে এবং সেখানেও তিনি বর্তমানে অংশকালীন অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত আছেন। তাঁর ও তাঁর গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি এবং বিশ্বাস করি যে, তাঁর সম্পাদিত, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী ছাত্রদের যথেষ্ট উপকার সাধন করবে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার আমার অভিপ্রেত।

শ্রীসীতারাম গোস্বামী

নিবেদন

বরদরাজ তাঁহার 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী'র মঙ্গাচরণ শ্লোকে 'পাণিনীয়প্রবেশায়' বলিয়াছেন পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিবার প্রাথমিক সোপান হইল এই গ্রন্থখানি। বিশেষভাবে দীক্ষিত প্রণীত 'বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্তকৌমুদী' গ্রন্থখানি অধ্যয়নে ইহা বিশেষ উপযোগী। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে অতি সরলভাবে সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থ অতিশয় গম্ভীর গ্রন্থ। কারণ এই গ্রন্থে বৈয়াকরণদের সিদ্ধান্ত সমূহ আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে সেই সফল গম্ভীর বিষয় আলোচনার কোন অবকাশ নাই। সূত্র, বৃত্তি ও উদাহরণ এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য বিষয়। সেইজন্য আমি প্রত্যেক সূত্রের পদচ্ছেদ ও বিভক্তি নির্ণয় দেখাইয়াছি। অনুবৃত্ত সূত্র, পদ এবং অধিকারসূত্রের কথাও বলিয়াছি। এবং প্রত্যেকটি পদের সূত্রোল্লেখ পূর্বক সাধন দেখাইয়াছি। কোথাও বিস্তারে যাই নাই। কারণ সিদ্ধান্ত-কৌমুদীতে বিস্তারিতভাবে জানা যাইবে। ব্যাকরণ পঠন পাঠনের গুরুশিষ্য পরম্পরা ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইতেছে। গুরুর পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়াই পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে হয়। সেইসকল সুযোগ যাহাদের নাই তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিয়াই কেবল মূলের পাঠ লাগানোর জন্য আমি চেষ্টা করিয়াছি।

এই গ্রন্থখানি সম্পাদনায় যাঁহার আশীর্বাদ রহিয়াছে তিনি হইলেন-পণ্ডিত প্রবর বৈয়াকরণকেশরী মদীয় আচার্য অবধবিহারী ত্রিপাঠী। তিনি ছিলেন ব্যাকরণ শাস্ত্রের সাগরস্বরূপ। ব্যাকরণের যাহাকিছু জ্ঞান তাহা সেই আচার্যদেবের কাছ থেকে পাইয়াছি। তাঁহার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই।

পরম শ্রদ্ধেয় মদীয় আচার্য অধ্যাপক ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তিনি তাঁহার অমূল্য সময় প্রদান করিয়া এই গ্রন্থের আশীবাণী লিখিয়া দিয়াছেন।

বেদ বেদান্ত ব্যাকরণ প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্রের ধুরন্ধর পণ্ডিত এবং মদীয় অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ গোস্বামীকে ও আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তিনি আমার এই গ্রন্থখানির একখানি বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কাছে ও আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই।

প্রখ্যাত বৈদিক অধ্যাপক শ্রী অমর কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাকে এই গ্রন্থখানি সম্পাদনায় বিশেষ প্রেরণা দিয়াছেন। এবং ব্যাকরণের নানা বিষয়ের আলোচনায় তিনি এখন ও সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকেও আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. করিয়াছি। যাদবপুরের যাঁহাদের কাছ থেকে পাঠগ্রহণ করিবার সুযোগ হইয়াছিল সেই ডঃ ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য, ডঃ নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ বিজয়া গোস্বামী, ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অন্যতম। তাহাদের কাছ থেকেও আশীর্বাদ এবং প্রেরণা অদ্যাবধি পাইতেছি। ডঃ শ্যামলীদি ও ব্যাকরণের গ্রন্থ সম্পাদনায় প্রেরণা দিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

মেদিনীপুর কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময় ড: প্রাণদাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়কে অধ্যাপকরূপে পাইয়াছিলাম; তাঁহার আশীর্বাদ ও আমার পাথেয়।

এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন সংস্কৃত বুক ডিপোর প্রকাশক শ্রী অভয় কুমার বর্মন মহাশয়। তাঁহার সদিচ্ছা না থাকিলে এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। সেইজন্য তাঁহাকেও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

অথ লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদীস্থবিষয়াণামনুক্রমঃ

অথ পরিশিষ্টবিষয়সূচী—

—০—

শ্রী গণেশায় নমঃ

।। লঘুসিদ্ধান্ত-কৌমুদী ।।

নত্বা সরস্বতীং দেবীং শুদ্ধাং গুণ্যাং করোম্যহম্।
পাণিনীয়প্রবেশায় লঘুসিদ্ধান্ত - কৌমুদীম্।।

অন্বয়ঃ- অহম্ শুদ্ধাং গুণ্যাং সরস্বতীং দেবীং নত্বা পাণিনীয়-প্রবেশায় লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদীং করোমি।

অনুবাদঃ- আমি (বরদরাজাচার্য্য) শুদ্ধা এবং বিশিষ্ট গুণযুক্তা সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া পাণিনীয় ব্যাকরণে প্রবেশের জন্য 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী' (যাহা লঘু বা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও সিদ্ধান্তের কৌমুদী বা জ্যোৎস্নারূপিণী) করিতেছি (অর্থাত্ রচনা করিতেছি)।

।। অথ সংজ্ঞাপ্রকরণম্ ।।

অইউণ্ ১। ঋ৯ক্ ২। এওঙ্ ৩। ঐঔচ্ ৪। হ্যবরট্ ৫। লণ্ ৬। ঞমঙণনম্ ৭। ঝভঞ্ ৮। ঘঢধষ্ ৯। জবগডদশ্ ১০। খফছঠথচটতব্ ১১। কপয়্ ১২। শষসর্ ১৩। হল্ ১৪।

বরদরাজঃ- ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণ্যণাদিসংজ্ঞার্থানি এষামন্ত্যা ইতঃ। হকারাদিষ্বকার উচ্চারণার্থঃ। লণ্মধ্যে ত্বিত্সংজ্ঞকঃ।

অনুবাদঃ- এই মাহেশ্বরসূত্রগুলি অণ্ প্রভৃতি সংজ্ঞার জন্য। ইহাদের (চতুর্দশ সূত্রগুলির) অন্তিম বর্ণগুলি ইত্ (সংজ্ঞক হয়)। হকার প্রভৃতিতে অকার উচ্চারণের জন্য। 'লণ্' সূত্রে মধ্যবর্তী (অঁকার) কিন্তু ইত্সংজ্ঞক।

আলোচনা ঃ- এই চৌদ্দটি সূত্রকে মাহেশ্বর সূত্র বলা হয়। এই গুলি মহেশ্বরের নিকট হইতে আচার্য পাণিনি সাক্ষাত্ভাবে পাইয়াছিলেন। বলা হইয়াছে—

নৃত্তাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারম্।
উদ্ধর্ত্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্।।

সনক, সনন্দ (ব্রহ্মার মানস পুত্র) প্রভৃতি সিদ্ধগণের উদ্ধারের জন্য নটরাজরাজ (মহাদেব) নৃত্তের শেষে চৌদ্দবার ডমরু বাজাইয়াছিলেন। সেই চৌদ্দটি ধ্বনি হইতেই ভগবান্ পাণিনি 'অইউণ্' প্রভৃতি চৌদ্দটি মাহশ্বর সূত্র গ্রন্থন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে পাণিনীয় শিক্ষাগ্রন্থে উল্লিখিত বচন ও প্রমাণ— **'যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাত্।'** অর্থাত্ পাণিনি মহেশ্বরের কাছ হইতে অক্ষর সমাম্নায় লাভ করিয়াছিলেন। এই চৌদ্দটি সূত্র হইতে অণ্ প্রভৃতি ৪২টি সংজ্ঞা পাওয়া যাইবে। এই সূত্রগুলির অন্তিম বর্ণগুলি অর্থাত্ ণ্, ক্, ঙ্, চ্ প্রভৃতি ১৪টি বর্ণ ইত্ সংজ্ঞক। হকার প্রভৃতিতে অকার উচ্চারণের জন্য। লণ্ (ষষ্ঠ) সূত্রে অকার কিন্তু ইত্সংজ্ঞক।

১। হলন্ত্যম্— ১।৩।৩

হল্ - ১।১, অন্ত্যম্ - ১।১.

অনুবৃত্তিঃ- উপদেশে, ইত্।

[উপদেশে অন্ত্যম্ হল্ ইত্ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ- উপদেশেঽন্ত্যং হলিত্স্যাত্। উপদেশ আদ্যোচ্চারণম্। সূত্রেষ্বদৃষ্টং পদং সূত্রান্তরাদনুবর্তনীয়ং সর্বত্র।

অনুবাদঃ- উপদেশে অন্ত্য হল্ এর ইত্ সংজ্ঞা হয়। আদ্য (অর্থাত্ প্রথম) উচ্চারণকে উপদেশ বলা হয়। সূত্রগুলিতে অদৃষ্ট পদ অন্য সূত্র হইতে সর্বত্র অনুবর্তন করা হয়।

আলোচনা ঃ- পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি কর্তৃক প্রথম উচ্চারণকে উপদেশ বলা হয়। প্রাচীন বৈয়াকরণের কেহ কেহ উপদেশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

'ধাতুসূত্রগণোণাদিবাক্যলিঙ্গানুশাসনম্।
আগমপ্রত্যয়াদেশা উপদেশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।'

বিভিন্ন বিভাগ সহ সূত্রের লক্ষণ নিম্নরূপ—

'সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এব চ।
অতিদেশোঽধিকারশ্চ ষড়্বিধং সূত্রলক্ষণম্।।

অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতো মুখম্।

অস্তোভমনবদ্যং চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।।'

অর্থাত্ সূত্র ছয় প্রকার হইতে পারে—সংজ্ঞা, পরিভাষা, বিধি, নিয়ম, অতিদেশ এবং অধিকার। যাহার মধ্যে অক্ষর সংখ্যা অল্প (অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি অক্ষর ও যেখানে থাকে না), যাহা সর্ব প্রকার সন্দেহ মুক্ত, সারযুক্ত, এবং তাৎপর্যের দৃষ্টিতে ব্যাপক অর্থবহ, যাহা কোন প্রকার দোষ বা ছিদ্র হীন, এবং যাহা অনবদ্য তাহাকেই সূত্রজ্ঞগণ সূত্র বলিয়া থাকেন। অণ্ প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া শিবসূত্র সমূহকে ও সংজ্ঞা-সূত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। অপর সূত্র হইতে কোন পদ নিয়ে আসাকে অনুবর্তন বলা হয়। বর্তমান সূত্রে দুইটি পদ রহিয়াছে—হল্ এবং অন্ত্যম্। 'উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ' - ১।৩।২। এই পূর্ববর্ত্তী সূত্র হইতে 'উপদেশে' এবং 'ইৎ' এই দুইটি পদ অনুবৃত্ত হইতেছে। অতএব উপদেশ অবস্থাতে অন্ত্য হল্ এর ইৎ সংজ্ঞা হয়। ইহা সংজ্ঞা সূত্র।

২। অদর্শনং লোপঃ ১।১।৬০

অদর্শনম্ - ১।১, লোপঃ ১।১

বরদরাজঃ- প্রসক্তস্যাদর্শনং লোপসংজ্ঞং স্যাৎ।।

অনুবাদ ঃ- বিদ্যমানের অদর্শনকে লোপ বলা হয়।

আলোচনা ঃ- যাহা ছিল কিন্তু বর্তমানে নাই তাহাকে (অদর্শনকে) লোপ বলা হইবে। অর্থাৎ দর্শন শাস্ত্রে যাহাকে ধ্বংসাভাব বলা হয় তাহাকে এইখানে লোপ বলা হইতেছে। ইহা সংজ্ঞা সূত্র।

৩। তস্য লোপঃ ১।৩।৯

তস্য, ৬।১, লোপঃ— ১।১

বরদরাজঃ- তস্যেতো লোপঃ স্যাত্। ণাদয়োঽণাদ্যর্থাঃ।

অনুবাদঃ- সেই ইৎ (সংজ্ঞক) এর লোপ হয়। 'ণ্' প্রভৃতি 'অণ্' প্রভৃতি (সংজ্ঞার) র জন্য।

আলোচনাঃ- 'তস্য' এই পদের দ্বারা সূত্রে ইত্ এর পরামর্শ হইতেছে। এইখানে প্রশ্ন

হইতেছে - 'অইউণ্' ইত্যাদি সূত্রে 'ণ্'কার প্রভৃতির ইৎ সংজ্ঞা এবং তাহার লোপ সংজ্ঞা ও অদর্শন হওয়ায় ঐ বর্ণগুলির উচ্চারণ ব্যর্থ হইয়া যায়। ফলে 'ণ্' প্রভৃতি ভগবান্ পাণিনি কেন উচ্চারণ করিলেন। তাহার উত্তরে বরদরাজ বলিতেছেন — 'ণ্' প্রভৃতি 'অণ্' প্রভৃতি ৪২ টি সংজ্ঞার জন্য রহিয়াছে। ইহা বিধিসূত্র।

৪। আদিরন্ত্যেন সহেতা— ১।১।৭১

আদিঃ- ১।১, অন্ত্যেন - ৩।১, সহ - অ., ইতা - ৩।১;

অনুবৃত্তিঃ— স্বম্ রূপম্।

[অন্ত্যেন ইতা সহ আদিঃ (মধ্যগানাং) স্বস্য চ রূপস্য (সংজ্ঞা ভবতি)]।

বরদরাজঃ— অন্ত্যেনেতা সহিত আদির্মধ্যগানাং স্বস্য চ সংজ্ঞা স্যাৎ। যথাঽণিতি অইউবর্ণানাং সংজ্ঞা। এবমচ্হল্অলিত্যাদয়ঃ।।

অনুবাদঃ— অন্ত্য ইৎসংজ্ঞক বর্ণের সহিত (উচ্চার্য্যমাণ) আদি মধ্যস্থিত বর্ণ সমূহের এবং নিজের (আদির) সংজ্ঞা হয়। এইরূপে অচ্, হল্, অল্ ইত্যাদি (বুঝিতে হইবে)।

আলোচনা— পূর্ববর্ত্তী সূত্রের ব্যাখ্যাতে বরদরাজ বলিয়াছেন - 'ণ্' প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণ সূত্রকার করিয়াছেন 'অণ্' প্রভৃতি সংজ্ঞার জন্য। ইহা কিভাবে বুঝা যাইবে। তাহা প্রতিপাদনের জন্য গ্রন্থকার 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। অন্ত্য ইৎসংজ্ঞক বর্ণের সহিত উচ্চার্যমাণ আদি একটি প্রত্যাহার হয়, তাহা মধ্যস্থিত বর্ণের এবং নিজের অর্থাৎ আদির ও সংজ্ঞা হয়। এখন, প্রশ্ন হয় অন্ত্য ইৎসংজ্ঞক বর্ণ তো পাওয়া যাইবে না। কারণ তাহার লোপ সংজ্ঞা হইয়া অদর্শন হইয়া যাইবে। তাহার উত্তরে বলিতে হইবে - তৎসদৃশ বর্ণ তো পাওয়া যাইবে। ফলে 'অইউণ্' সুত্রে ণ্কার ইৎ হইয়া লোপ সংজ্ঞা হয়। এবং অদর্শন হইয়া ও তৎসদৃশ 'ণ্কারের সহিত উচ্চার্য্যমাণ আদি অণ্ সংজ্ঞা অর্থাৎ প্রত্যাহার হয়। এবং তাহা অ, ই, উ বর্ণের বোধক হয়। সুত্রে 'অন্ত্যেন' পদটিতে 'সহযুক্তেঽপ্রধানে' সূত্রের দ্বারা অপ্রধান হওয়ায় তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। ফলে তাহার গ্রহণ হইবে না। তাহা ছাড়া মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন - 'লোপশ্চ বলবত্তরঃ'। অর্থাৎ ইৎ এর লোপ হইবেই। এই রূপে 'অণ্' প্রভৃতি ৪২ টি প্রত্যাহার সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ-

১) অণ্	৮) অশ্	১৫) ঐচ্	২২) জশ্	২৯) ভষ্	৩৬) রল্
২) অণ্	৯) ইক্	১৬) খয়্	২৩) ঝয়্	৩০) ময়্	৩৭) বল্
৩) অক্	১০) ইচ্	১৭) খর্	২৪) ঝর্	৩১) যঞ্	৩৮) বশ্
৪) অচ্	১১) ইণ্	১৮) ঙম্	২৫) ঝল্	৩২) যণ্	৩৯) শর্
৫) অট্	১২) উক্	১৯) চয়্	২৬) ঝশ্	৩৩) যম্	৪০) শল্
৬) অম্	১৩) এঙ্	২০) চর্	২৭) ঝষ্	৩৪) যয়্	৪১) হল্
৭) অল্	১৪) এচ্	২১) ছব্	২৮) বশ্	৩৫) যর্	৪২) হশ্

শিবসূত্রে 'ণ্' কারের দুইবার ইৎ সংজ্ঞারূপে পাঠ করা হইয়াছে। ফলে 'অণ্' দুইবার প্রত্যাহার হিসাবে পাই। অণ্ = অ, ই, উ। এবং অণ্ = অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ও, ঐ, ঔ, হ, য, ব, র, ল।

অক্ = অ, ই, উ, ঋ, ঌ।

অচ্ = অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ও, ঐ, ঔ।

অট্ = অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ও , ঐ, ঔ, হ, য, ব, র।

এইভাবে অন্য প্রত্যাহার গুলি ও বুঝিতে হইবে। শিবসূত্র হইতে ৪২ টি প্রত্যাহার পাণিনি ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাছাড়া 'সুপ্' প্রত্যাহার, 'তিঙ্' প্রত্যাহার প্রভৃতি ও 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' সূত্রের দ্বারা গঠিত হয়। 'আদিরন্ত্যেন—' সূত্রের দ্বারা যে সংজ্ঞা হয় তাহাকে প্রত্যাহার বলা হয়। 'প্রত্যাহ্রিয়ন্তে সংক্ষিপ্যন্তে বর্ণা অনেন ইতি প্রত্যাহারঃ' বর্ণসমূহের সংক্ষেপ। কিন্তু উহা 'আদিরন্ত্যেন' সূত্রের দ্বারা সংক্ষেপ বুঝিতে হইবে। ইহা সংজ্ঞা সূত্র।

৫। ঊকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ- ১।২।২৭

ঊকালঃ- ১।১, অচ্ - ১।১, হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতঃ- ১।১.

বরদরাজঃ— উশ্চ উশ্চ উ৩শ্চ বঃ; বাং কাল ইব কালো যস্য সোঽচ্

ক্রমাদ্ হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতসংজ্ঞঃ স্যাৎ। স প্রত্যেকমুদাত্তাদিভেদেন ত্রিধা।।

অনুবাদঃ— ঊশ্চ ঊশ্চ ঊ৩শ্চ = বঃ। 'ঊ' (উ, ঊ, ঊ৩) এর উচ্চারণ কালের মতো উচ্চারণকাল যে অচের তাহাদের যথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত সংজ্ঞা হয়। তাহা (লব্ধ হ্রস্বাদি সংজ্ঞক অচ্) আবার প্রত্যেকটি উদাত্ত প্রভৃতি (উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত) ভেদে তিন প্রকার।

আলোচনাঃ- (একমাত্রা বিশিষ্ট) উ, (দ্বিমাত্রা বিশিষ্ট) ঊ এবং (ত্রিমাত্রা বিশিষ্ট) ঊ - এই তিনটি 'উ' এর দ্বন্দ্বসমাস করিয়া এবং বিভক্তি লোপ ও সন্ধি করিয়া 'ঊ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এবং 'ঊ' শব্দের প্রথমার বহুবচনে জস্ বিভক্তি যুক্ত হইয়া 'বঃ' পদসিদ্ধ হয়। 'বঃ' এর অর্থ হইল উ ঊ এবং ঊ৩,উ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে 'আম্' বিভক্তি যুক্ত হইয়া 'বাম্' পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ হইল 'ঊ' (উ, ঊ, ঊ৩) এর। আবার ঊশব্দের সহিত কাল শব্দের উপমিত বহুব্রীহি সমাস (বাং কাল ইব কালো যস্য) করিয়া 'ঊকালঃ' পদ সিদ্ধ হয়। 'ঊ' (উ, ঊ, ঊ৩) এর উচ্চারণ কালের মতো উচ্চারণ কাল যে অচের, সেই অচ্ যথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত সংজ্ঞক[১] হইবে। সেই হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত সংজ্ঞক অচ্ আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত সংজ্ঞা ভেদে তিন প্রকার।

৬। উচ্চৈরুদাত্তঃ— ১।২।২৯

উচ্চৈঃ - অ, উদাত্তঃ- ১।১

অনুবৃত্তিঃ- অচ্।

[উচ্চৈঃ অচ্ উদাত্তঃ (ভবতি)]

আলোচনা ঃ- তালু প্রভৃতি স্থানের ঊর্দ্ধভাগে উচ্চারিত অচ্ কে উদাত্ত বলা হয়। বেদের মন্ত্র উচ্চারণ সময়ে উদাত্তস্বরের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে উদাত্তের প্রয়োজনীয়তা নাই। কেবল হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত স্বরের প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহা সংজ্ঞাসূত্র।

---

(১) 'একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং ত্বর্ধমাত্রকম্।।'

৭। **নীচৈরনুদাত্তঃ— ১।২।৩০**

নীচৈঃ— অ০, অনুদাত্তঃ—১।১

অনুবৃত্তিঃ- অচ্।

[নীচৈঃ অচ্ অনুদাত্তঃ (ভবতি)]।

আলোচনা ঃ- তালু প্রভৃতি স্থানের অধোভাগে উচ্চারিত অচের অনুদাত্ত সংজ্ঞা হয়। ইহা ও বেদে ব্যবহৃত হয়। ইহা সংজ্ঞা সূত্র।

৮। **সমাহারঃ স্বরিতঃ- ১।২।৩১.**

সমাহারঃ- ১।১, স্বরিতঃ- ১।১

অনুবৃত্তিঃ- অচ্।

[(উদাত্তানুদাত্তত্বয়োঃ একত্র) সমাহারঃ (যত্র সঃ) অচ্ স্বরিতঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ— স নববিধোঽপি প্রত্যেকমনুনাসিকত্বানুনাসিকত্বাভ্যাং দ্বিধা।।

অনুবাদঃ— সেই লব্ধ উদাত্তাদিসংজ্ঞক নয়প্রকার অচ্ আবার প্রত্যেকটি অনুনাসিকত্ব ও অননুনাসিকত্ব ভেদে দুই প্রকার।

আলোচনা ঃ- অচ্ এর হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত সংজ্ঞা হয়। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতের আবার উদাত্তাদি ভেদে তিন প্রকার হওয়ায়, হ্রস্ব উদাত্ত, হ্রস্ব অনুদাত্ত, হ্রস্ব স্বরিত, দীর্ঘ উদাত্ত, দীর্ঘ অনুদাত্ত, দীর্ঘ-স্বরিত, প্লুত-উদাত্ত, প্লুত অনুদাত্ত এবং প্লুত-স্বরিত - এই ভাবে লব্ধ নয় প্রকার অচ্ আবার প্রত্যেকটি অনুনাসিকত্ব ও অননুনাসিকত্ব ভেদে দুইপ্রকার।

৯। **মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ-১।১।৮**

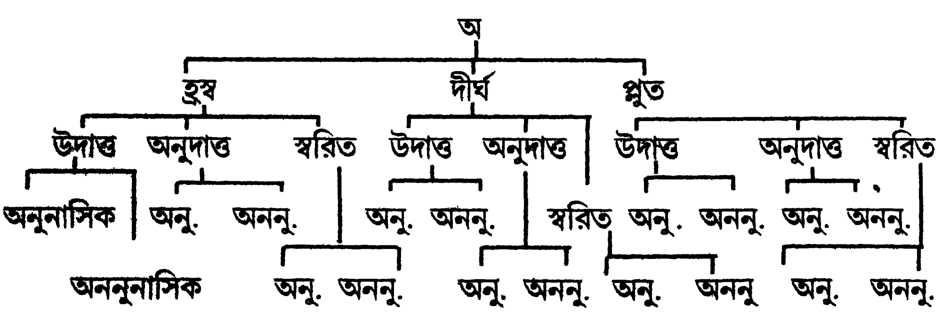
মুখ-নাসিকা-বচনঃ-১।১, অনুনাসিকঃ-১।১

বরদরাজঃ— মুখসহিতনাসিকয়োচ্চার্যমাণো বর্ণোঽনুনাসিকসংজ্ঞঃ স্যাৎ। তদিত্থম্ - অ ই উ ঋ এষাং বর্ণানাং প্রত্যেকমষ্টাদশভেদাঃ। ঌবর্ণস্য দ্বাদশ তস্য দীর্ঘাভাবাৎ। এচামপি দ্বাদশ তেষাং হ্রস্বাভাবাৎ।।

অনুবাদঃ— মুখের সহিত নাসিকার দ্বারা উচ্চার্য্যমাণ বর্ণ অনুনাসিক সংজ্ঞক হয়। সেইজন্য এই প্রকারে অ, ই, উ,ঋ, —এই বর্ণগুলির প্রত্যেকটির অষ্টাদশ প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। ৯ বর্ণের দ্বাদশ প্রকার ভেদ, কারণ উহার দীর্ঘ নাই। এ, ও, ঐ, ঔ — এই বর্ণগুলির ও প্রত্যেকটির দ্বাদশ প্রকার ভেদ হয়, কারণ উহাদের হ্রস্ব নাই।

আলোচনাঃ— অনুনাসিক এর লক্ষণ করিতে গিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন— 'মুখনাসিকাবচনঃ'। এই পদটিতে আবার সংশয় হইয়া থাকে। মুখং চ নাসিকা চ = মুখনাসিকম্। উচ্যতে ইতি বচনম্। ফলে 'মুখনাসিকবচন' — এই রূপ হয়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। এইখানে মুখসহিতা নাসিকা = মুখনাসিকা, শাকপার্থিবসমাস। মুখনাসিকয়া বচনঃ = মুখনাসিকাবচনঃ। বর্ণের উচ্চারণ তিন প্রকারে হয়। কতকগুলি বর্ণের উচ্চারণ কেবল মুখের দ্বারা হয়। যেমন - চ ট ত ক প প্রভৃতি। কতগুলি বর্ণের উচ্চারণ কেবল নাসিকার দ্বারা, যেমন অনুস্বার। আবার কতকগুলি বর্ণের উচ্চারণ মুখ ও নাসিকা এই উভয়ের দ্বারা, যথা — ঞ ম ঙ ণ ন । বর্তমান সূত্রটি সংজ্ঞাসূত্র।

অ ই উ ঋ ইহাদের প্রত্যেকটির ১৮ প্রকার ভেদ যথা —



১০। তুলাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্ - ১।১।৯।

তুল্যাস্যপ্রযত্নম্ - ১।১, সবর্ণম্ - ১।১;

[তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্ (ভবতি)] ।

বরদরাজঃ- তাল্বাদিস্থানমাভ্যন্তরপ্রযত্নশ্চেত্যেতদ্ দ্বয়ং যস্য যেন তুল্যং তন্মিথঃ সবর্ণসংজ্ঞং স্যাৎ। (ঋ৯বর্ণয়োর্মিথঃ সাবর্ণ্যং বাচ্যম্ - বা.) অকুহবিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ। ইচুযশানাং তালু। ঋটুরষাণাং মূর্ধা। ৯তুলসানাং দন্তাঃ। উপূপধ্মানীয়া-নামোষ্ঠৌ। ঞমঙণনানাং নাসিকা চ। এদৈতোঃ কণ্ঠতালু। ওদৌতোঃ কণ্ঠোষ্ঠম্। বকারস্য দন্তোষ্ঠম্। জিহ্বামূলীয়স্য জিহ্বামূলম্। নাসিকাঽনুস্বারস্য। যত্নো দ্বিধা আভ্যন্তরো বাহ্যশ্চ। আদ্যঃ পঞ্চধা - স্পৃষ্টেষৎস্পৃষ্টেষদ্বিবৃতবিবৃতসংবৃতভেদাৎ। তত্র স্পৃষ্টং প্রযতনং স্পর্শানাম্। ঈষৎস্পৃষ্টমন্তঃস্থানাম্। ঈষদ্বিবৃতমূষ্মণাম্। বিবৃতং স্বরাণাম্। হ্রস্বস্যাবর্ণস্য প্রয়োগে সংবৃতম্। প্রক্রিয়াদশায়াং তু বিবৃতমেব। বাহ্যপ্রযত্নস্ত্বেকাদশধা - বিবারঃ সংবারঃ শ্বাসো নাদো ঘোষোঽঘোষোঽল্পপ্রাণো মহাপ্রাণ উদাত্তোঽনুদাত্তঃ স্বরিতশ্চেতি। খরো বিবারাঃ শ্বাসা অঘোষাশ্চ। হশঃ সংবারা নাদা ঘোষাশ্চ। বর্গাণাং প্রথম-তৃতীয়পঞ্চমা যণশ্চাল্পপ্রাণাঃ। বর্গাণাং দ্বিতীয়চতুর্থৌ শলশ্চ মহাপ্রাণাঃ। কাদয়ো মাবসানাঃ স্পর্শাঃ। যণোঽন্তঃস্থাঃ। শল উষ্মাণঃ। অচঃ স্বরাঃ। ক খ ইতি কখাভ্যাং প্রাগর্ধবিসর্গসদৃশো জিহ্বামূলীয়ঃ। প ফ ইতি পফাভ্যাং প্রাগর্ধবিসর্গসদৃশ উপধ্মানীয়ঃ। অং অঃ ইত্যচঃ পরাবনুস্বার-বিসর্গৌ।।

অনুবাদ ঃ- তালু প্রভৃতি (উচ্চারণ) স্থান ও আভ্যন্তর প্রযত্ন — এই দুইটি যাহাদের সমান হয় সেই দুইটি বর্ণ পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞক হইয়া থাকে। 'ঋবর্ণ ও ৯বর্ণ —এই দুইটির পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা হয়' বলা উচিত। অ(১৮), কবর্গ, হ্ ও বিসর্জনীয় (বিসর্গ)—ইহাদের (উচ্চারণ স্থান) কণ্ঠ। ই(১৮), চবর্গ, য ও শ—ইহাদের তালু। ঋ(১৮), টবর্গ, র ও ষ—ইহাদের মূর্ধা। ৯(১২), তবর্গ, ল ও স —ইহাদের দন্ত। উ(১৮), পবর্গ ও উপধ্মানীয় (≍প, ≍ফ- রূপ বিসর্গের আদেশ ভেদ) ইহাদিগের ওষ্ঠদ্বয়। ঞ, ম, ঙ, ণ, ন — ইহাদের

নাসিকা ও (যথাপ্রাপ্ত কণ্ঠতাল্বাদি)। এ(১২), ঐ(১২), ইহাদের কণ্ঠতালু (কণ্ঠ ও তালু একত্র)। ও(১২), ঔ(১২) ইহাদের কণ্ঠোষ্ঠ (কণ্ঠ ও ওষ্ঠ একত্র)। (অন্তঃস্থ) বকারের দন্তোষ্ঠ (দন্ত ও ওষ্ঠ একত্র)। জিহ্বামূলীয় (ᳵক,ᳵখ রূপ বিসর্গের আদেশভেদ) এর জিহ্বামূল। অনুস্বারের (উচ্চারণ স্থান) নাসিকা(১)। যত্ন দুই প্রকার — আভ্যন্তর ও বাহ্য। প্রথম (অর্থাৎ আভ্যন্তর প্রযত্ন) পাঁচ প্রকার স্পৃষ্ট—(যাহা স্পর্শ করিয়াছে), ঈষৎ-স্পৃষ্ট, ঈষদ্-বিবৃত (একটু মুখ ব্যাদানে জাত), বিবৃত ও সংবৃত (মুখসংকোচে জাত) ভেদে। ইহাদের মধ্যে স্পর্শবর্ণ (বর্গীয় বর্ণ) সমূহের স্পৃষ্ট প্রযত্ন। অন্তঃস্থ বর্ণসমূহের (অর্থাৎ য ব র ল - এর) ঈষৎ-স্পৃষ্ট (প্রযত্ন)। উষ্মবর্ণ (শষসহ) সমূহের ঈষদ্-বিবৃত (প্রযত্ন)। স্বরবর্ণ সমূহের বিবৃত (প্রযত্ন)। হ্রস্ব অবর্ণের প্রয়োগ-(ব্যবহার) কালে সংবৃত (উচারণ)। প্রক্রিয়াকালে কিন্তু বিবৃত উচ্চারণই

---

(১) বর্ণের উদ্ভব-স্থান - এর ছক্-

বর্ণসমূহ	অ	ই	ঋ	ঌ	উ	ঞ	এ	ও	ব	ᳵক
	ক	চ	ট	ত	প	ম	ঐ	ঔ		ᳵখ
	খ	ছ	ঠ	থ	ফ	ঙ				
	গ	জ	ড	দ	ব	ণ				
	ঘ	ঝ	ঢ	ধ	ভ	ন				
	ঙ	ঞ	ণ	ন	ম	ং				
	হ	য	র	ল	ᳶপ					
	ঃ	শ	ষ	স			ᳶফ			
উচ্চারণস্থান	কণ্ঠ	তালু	মূর্ধা	দন্ত	ওষ্ঠ	নাসিকা	ক.তা.	ক.ও.	দ.ও.	জি.মূ.

(হইয়া থাকে)। বাহ্যপ্রযত্ন(১) কিন্তু একাদশ প্রকার — বিবার, সংবার, শ্বাস, নাদ, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ভেদে। ইহাদের মধ্যে, খর্ (খ, ফ, ছ, ঠ, থ, চ, ট, ত, ক, প, শ, ষ, স) ইহাদের বিবার, শ্বাস ও অঘোষ প্রযত্ন। হশ্ (হ য ব র ল, ঞ, ম, ঙ, ণ, ন, ঝ, ভ, ঘ, ঢ, ধ, জ, ব, গ, ড, দ)—ইহাদের সংবার, নাদ ও ঘোষ প্রযত্ন। বর্গীয় প্রথম (চ, ট, ত, ক, প), তৃতীয় (জ, ব, গ, ড, দ), পঞ্চম (ঞ ম ঙ ণ ন) বর্ণ এবং যণ্ (য ব র ল) বর্ণ সমূহের অল্পপ্রাণ প্রযত্ন। বর্গীয় দ্বিতীয় (খ, ফ, ছ ঠ থ), চতুর্থ (ঝ ভ ঘ ঢ ধ) বর্ণ এবং শল্ (শ ষ স হ) বর্ণসমূহের মহাপ্রাণ প্রযত্ন। ক হইতে ম পর্য্যন্ত বর্ণ সমুদয় স্পর্শবর্ণ। যণ্ (যবরল) অন্তঃস্থ

---

(১) বাহ্য প্রযত্ন যদি ও সবর্ণসংজ্ঞাতে অনুপযুক্ত তাহা হইলেও বর্ণ সমূহের আন্তরতম্য পরীক্ষাতে তাহাদের উপযোগ রহিয়াছে। আভ্যন্তর ও বাহ্য প্রযত্নের ছক্—

আভ্যন্তর প্রযত্ন	স্পৃষ্ট				ঈষৎ-স্পৃষ্ট	ঈষদ্-বিবৃত		বিবৃত	সংবৃত
সংজ্ঞা	স্পর্শবর্ণ				অন্তঃস্থ	ঊষ্মবর্ণ		স্বরবর্ণ	
বর্ণসমূহ	ক চ ট ত প	খ ছ ঠ থ ফ	গ ঙ জ ঞ ড ণ দ ন ব ম	ঘ ঝ ঢ ধ ভ	য ব র ল	শ ষ স	হ	অ ই উ ঋ ঌ এ ও ঐ ঔ	হ্রস্ব-অকারের প্রয়োগে
বাহ্যপ্রযত্ন	অ.প্রা. বিবার শ্বাস অঘোষ	ম.প্র.	অ.প্রাণ সংবার নাদ ঘোষ	ম.প্রা. সংবার নাদ ঘোষ	অ.প্রা. সংবার নাদ ঘোষ	ম.প্রা. বিবার শ্বাস ঘোষ	ম.প্রা. সং. নাদ ঘোষ	উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত	

বর্ণ। শল্ (শ, ষ, স, হ) উষ্মবর্ণ। অচ্ (অ হইতে ঔ পর্য্যন্ত নয়টি) ইহারা স্বরবর্ণ। ক ⋌ খ—এই যে ক এবং খ এর পূর্বে অর্ধ বিসর্গ সদৃশ (ইহাকে) জিহ্বামূলীয় বলা হয়। ⋌প ⋌ফ এই যে প এবং ফ এর পূর্বে অর্ধবিসর্গ সদৃশ (ইহাকে) উপধ্মানীয় বলা হয়। অং অঃ এই অচ্ এর পরবর্তী (ং, ঃ এই দুইটি কে) যথাক্রমে অনুস্বার এবং বিসর্গ বলা হয়।

আলোচনা—আস্য শব্দের অর্থ মুখ। আবার 'আস্যে ভবম্' এই রূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া 'শরীরাবয়বাদ যৎ' —এই সূত্রের দ্বারা ভবার্থে যৎ প্রত্যয় করিয়া 'আস্য' শব্দ গঠিত হয়। এই আস্য শব্দের অর্থ হইল তালু প্রভৃতি স্থান। প্রয়ত্ন শব্দের অর্থ হইল 'প্রকৃষ্টো যত্নঃ' = প্রযত্নঃ। ইহার অর্থ প্রযতন। এইখানে প্রযত্ন শব্দের দ্বারা আভ্যন্তরপ্রযত্নকে বুঝিতে হইবে। ইহা বর্ণোৎপত্তির প্রাগ্‌ভব প্রযত্ন। পাণিনীয় শিক্ষাগ্রন্থে ও রহিয়াছে—

'আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্।।
সোদীর্ণো মূর্ধ্ন্যভিহতো বক্ত্রমাপদ্য মারুতঃ।
বর্ণাঞ্জনয়তে তেষাং বিভাগঃ পঞ্চধা স্মৃতঃ।।
স্বরতঃ কালতঃ স্থানাৎ প্রযত্নানুপ্রদানতঃ।
ইতি বর্ণবিদঃ প্রাহুর্নিপুণং তন্নিবোধত।।'

আস্যঞ্চ প্রযত্নশ্চ = আস্যপ্রযত্নৌ। তুল্যৌ আস্য-প্রযত্নৌ যস্য বর্ণজালস্য তৎ তুল্যাস্যপ্রযত্নম্—এইরূপ ব্যুৎপত্তি হইবে। এবং তাহারা পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞক হইবে। 'তুল্য' শব্দের অর্থ হইল—তুলয়া সম্মিতম্ = তুল্যম্। ঋকার ও ঌকারের তাল্বাদি স্থান ভিন্ন বলিয়া উহাদের প্রকৃত সূত্রের দ্বারা পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা হইতে পারিত না। ফলে বার্ত্তিককার[১] সূত্র রচনা করিয়াছেন-'ঋ ঌ-বর্ণয়োর্মিথঃ সাবর্ণ্যং বাচ্যম্।' ঋ এবং ঌ ইহারা পরস্পর সবর্ণ। উপধ্মানীয় শব্দের অর্থ হইল উপ্চ পশ্চ ধ্মায়েতে (উচ্চার্যেতে) অনেন। উপধ্মানম্ ওষ্ঠঃ। তত্র ভবঃ = উপধ্মানীয়ঃ। যাহার দ্বারা উকার ওপকার উচ্চারণ হয়, তাহার দ্বারা যাহার উচ্চারণ হয় তাহা উপধ্মানীয়। ইহা বিসর্গের আদেশ ভেদ।

(১) উক্তানুক্তদুরুক্তানাং চিন্তা যত্র প্রবর্ততে।
গ্রন্থং তং বার্ত্তিকং প্রাহুর্বার্ত্তিকজ্ঞা মনীষিণঃ।।

অনুস্বার শব্দটি হইল "স্বৃ শব্দে"—এই 'স্বৃ' ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া ব্যঞ্জনান্ স্বারয়তি এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া পচাদি মানিয়া অচ্ প্রত্যয় করিয়া 'স্বারঃ' পদ হইল। অনুগতঃ স্বারম্ = অনুস্বারঃ, প্রাদি সমাস। আভ্যন্তর প্রযত্ন হইল বর্ণোৎপত্তির পূর্বে জাত। এবং বর্ণোৎপত্তির পশ্চাৎ জাত হইল বাহ্য। স্বয়ং রাজন্তে = স্বরাঃ। হলস্তু পরগামিনঃ। যাহা স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয় তাহাদিগকে স্পৃষ্ট বর্ণ বলে। যাহারা একটু স্পর্শ করিয়া উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে ঈষৎস্পৃষ্ট বলে। অল্প কণ্ঠ বিকাশ করিয়া যে সকল বর্ণ উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে ঈষদ্-বিবৃত বর্ণ বলা হয়, উহারা উষ্মবর্ণ। যে বর্ণগুলির উচ্চারণে উষ্ণ প্রাণবায়ু নির্গত হয় তাহারা উষ্মবর্ণ। বিবৃত শব্দের অর্থ সম্যক্ কণ্ঠবিকাশ। জাতে বর্ণে গলবিলস্য বিকাশাদ্বিবারঃ। সংকোচাৎ সংবারঃ। সূত্রে স্থিত আস্য শব্দটির দুইভাবে ব্যুৎপত্তি করা যাইতে পারে—অস্যন্তি বর্ণা অনেন অর্থাৎ যাহার দ্বারা বর্ণের প্রক্ষেপ (উচ্চারণ) করা হয়, দ্বিতীয় হইল—আস্যন্দতে অন্নং প্রাপ্য দ্রবী-ভবতি অর্থাৎ অন্ন প্রাপ্ত হইলেই যাহা দ্রবীভূত হয়। এই দুই প্রকার ব্যুৎপত্তি করিয়া আস্য শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। এবং তাহার অর্থ মুখ। তুল্য শব্দের অর্থ হইল সম্যক্ রূপে মাপা। যে দুইটি বর্ণের আস্য এবং প্রযত্ন সমান তাহারা পরস্পর সবর্ণ হয়। যেমন ক এর সবর্ণ খ। এবং খ এর সবর্ণ ক। অচ্ এর মধ্যে আবার দীর্ঘ ও প্লুত বর্ণগুলি মহাপ্রাণ হইবে। এবং হ্রস্ববর্ণগুলি অল্পপ্রাণ হইবে।

১১। অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ—১।১।৬৯

অণুদিৎ—১।১, সবর্ণস্য—৬।১, চ-অ. অপ্রত্যয়ঃ—১।১;

[অপ্রত্যয়ঃ অণ্ উদিৎ চ সবর্ণস্য (স্বস্য রূপস্য) চ সংজ্ঞা (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—প্রতীয়তে বিধীয়ত ইতি প্রত্যয়ঃ। অবিধীয়মানোঽণুদিচ্চ সবর্ণস্য সংজ্ঞা স্যাৎ। অত্রৈবাণ্ পরেণ ণকারেণ। কুচুটুতুপু এতে উদিতঃ। তদেবম্ 'অ' ইত্যষ্টাদশানাং সংজ্ঞা। তথেকারোকারৌ। ঋকারস্ত্রিংশতঃ। এবং ঌকারোঽপি। এচো দ্বাদশানাম্। অনুনাসিকাননুনাসিকভেদেন যবলা দ্বিধা; তেনাননুনাসিকাস্তে দ্বয়োর্দ্বয়োস্সংজ্ঞাঃ।।

অনুবাদ—প্রতীয়তে অর্থাৎ যাহা বিহিত হয় তাহা প্রত্যয়। অবিধীয়মান অণ্ এবং উদিৎ সবর্ণের গ্রাহক হয়। এই সূত্রেই 'অণ্' পরণকারের দ্বারা গৃহীত হয়। কু চু টু তু পু—এই গুলি উদিৎ। সেই জন্য এই প্রকারে 'অ' এইটি আঠারোটির (অবর্ণের) বোধক। এইরূপ ইকার উকার। 'ঋ' কার ত্রিশটির (বোধক)। এইরূপ '৯' কার ও। এচ্ (এ ও ঐ ঔ) বারোটির (বোধক)। অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে য, ব ও ল দুই প্রকার। সেইজন্য অননুনাসিক সেইগুলি দুইটি দুইটির বোধক।

আলোচনা—অবিধীয়মান = অবিধেয় অর্থাৎ যাহা বিধেয় নয়, তাহার অর্থ উদ্দেশ্য এমন যে অণ্ তাহা সবর্ণের গ্রাহক হয়। এবং উদিৎ কু চু টু তু পু—এইগুলি সবর্ণের গ্রাহক হয়। বর্তমান সূত্রে স্থিত অণ্ পরবর্তী (১) অর্থাৎ লণ্ সূত্রস্থণকারের দ্বারা বুঝিতে হইবে। 'ইকো যণচি' এই সূত্রে ইক্ এবং অচ্ এই দুইটি অবিধীয়মান। ফলে 'অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ'—এই সূত্র প্রবৃত্ত হইয়া সবর্ণের গ্রাহক করাইয়া দেয়। ফলে অ, ই, উ প্রভৃতি বর্ণ নিজের বোধক হয় এবং দীর্ঘ, প্লুত প্রভৃতি সবর্ণের ও গ্রহণ করাইয়া দেয়। অচ্ এর বেলাতে ও সেইরূপ সবর্ণের গ্রাহক হয়। ফলে 'ইকো যণচি' সূত্রের অর্থ হইবে অচ্ এর এবং অচ্ এর সবর্ণের অব্যবহিত পূর্বে ইকের এবং ইকের সবর্ণের স্থানে যণ্ আদেশ হয়। এই সূত্রের দ্বারা অ সংজ্ঞা, ই সংজ্ঞা, উ সংজ্ঞা প্রভৃতি সংজ্ঞা হয়। এবং তাহাদের দ্বারা ১৮ প্রকার সংজ্ঞী বুঝিতে হইবে। ঋ ও ৯ পরস্পর সবর্ণ বলিয়া 'ঋ' সংজ্ঞা ত্রিশটির এবং '৯' সংজ্ঞা ত্রিশটির গ্রাহক হয়। অর্থাৎ ত্রিশটি সংজ্ঞী। যবল তিনটি অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে দুই প্রকার বলিয়া অননুনাসিকের দ্বারা অনুনাসিকের ও বোধ হইয়া থাকে। এই জন্যই 'অণুদিৎ' সূত্রে অণ্ পদের দ্বারা লণ্ এর ণকার পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয়। যেমন বিদ্বান্ + লিখতি = বিদ্বাল্লিঁখতি। সবঁ বৎসরঃ ইত্যাদি।।

১২। পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা —১।৪।১০৯

পরঃ—১।১, সন্নিকর্ষঃ—১।১, সংহিতা—১।১;

বরদরাজঃ—বর্ণানামতিশয়িতঃ সন্নিধিঃ সংহিতাসংজ্ঞঃ স্যাৎ।

---

(১) পরেণৈবেণ্ গ্রহাঃ সর্বে পূর্বেণৈবাণ্ গ্রহা মতাঃ।
ঋতেঽণুদিৎসবর্ণস্যেত্যেতদেকং পরেণ তু।।'

অনুবাদ—একাধিক বর্ণের অত্যন্ত সন্নিধান সংহিতা সংজ্ঞক হয়।

আলোচনা—সূত্রে পরশব্দের অর্থ অতিশয়িত বা অত্যন্ত। সন্নিকর্ষ শব্দের অর্থ কাছাকাছি থাকা। একটি বর্ণের উচ্চারণ করিবার পর অপর একটি বর্ণের উচ্চারণ করিতে অর্ধমাত্রার অধিককালের ব্যবধান থাকে না, সেই অর্দ্ধমাত্রা কালের ব্যবধানও না থাকা—এই স্থলে অতিশয়িত সন্নিধি বা অত্যন্ত কাছাকাছি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাহাকেই সংহিতা বা সন্ধি বলা হয়।

১৩। হলোঽনন্তরাঃ সংযোগঃ—১।১।৭

হলঃ—১।৩, অনন্তরাঃ—১।৩, সংযোগঃ—১।১,

বরদরাজঃ—অজ্‌ভিরব্যবহিতা হলঃ সংযোগসংজ্ঞাঃ স্যুঃ।

অনুবাদ—অচ্ এর ব্যবধান রহিত হল্ বর্ণগুলির সংযোগ সংজ্ঞা হয়।

আলোচনা—'অনন্তরাঃ' পদটি 'হলঃ' এই বহুবচনান্ত হল্ এর বিশেষণ। অন্তর শব্দের অর্থ হইল ব্যবধান। নাস্তি অন্তরং যেষু তে অনন্তরাঃ। অর্থাৎ ব্যবধানরহিত। অতএব অচ্ কর্তৃক ব্যবধানশূন্য একাধিক হলের সংযোগ সংজ্ঞা হয়। হলৌ চ হলশ্চ এই রূপ দ্বন্দ্বসমাস ও একশেষ করিয়া অচ্ কর্তৃক ব্যবধান শূন্য দুই হল্ কিংবা বহু হল্ বর্ণের সংযোগসংজ্ঞা হইয়া থাকে।

১৪। সুপ্তিঙন্তং পদম্—১।৪।১৪

সুপ্তিঙন্তম্—১।১, পদম্—১।১

বরদরাজঃ—সুবন্তং তিঙন্তং চ পদসংজ্ঞং স্যাৎ।

অনুবাদ—সুবন্ত ও তিঙন্তের পদসংজ্ঞা হয়।

আলোচনা—সুপ্ = সু, ঔ, জস্, অম্, ঔট্, শস্, টা, ভ্যাম্, ভিস্, ঙে, ভ্যাম্, ভ্যস্, ঙসি ভ্যাম্ ভ্যস্, ঙস্, ওস্, আম্, ঙি, ওস্, সুপ্। তিঙ্ = তিপ্, তস্, ঝি, সিপ্, থস্, থ, মিপ্, বস্, মস্, ত, আতাম্, ঝ, থাস্, আথাম্, ধ্বম্, ইট্, বহি, মহিঙ্। এই সুপ্ ও তিঙ্ যাহার অন্তে আছে তাহাকে পদ বলা হইবে। সুবন্তপদের উদাহরণ যথা—রামাভ্যাম্। তিঙন্তপদের উদাহরণ যথা—পঠতি।

। ইতি সংজ্ঞা-প্রকরণম্।

—o—

।। অথাচ্‌সন্ধিঃ ।।

১৫। ইকো যণচি—৬।১।৭৭

ইকঃ—৬।১, যণ্ - ১।১, অচি - ৭।১;

অনুবৃত্তিঃ—সংহিতায়াম্।
[ইকঃ (স্থানে) যণ্ (ভবতি) অচি সংহিতায়াম্ (বিষয়ে)]।

বরদরাজঃ—ইকঃ স্থানে যণ্ স্যাদচি সংহিতায়াং বিষয়ে। সুধী উপাস্য ইতি স্থিতে।

অনুবাদ—ইক্ (ই উ ঋ ঌ) এর স্থানে যণ্ (য্ ব্ র্ ল্) হয় অচ্ (অ ই উ ঋ ঌ এ ও ঐ ঔ) [পরে] থাকিলে এবং সংহিতার বিষয় হইলে। সুধী + উপাস্যঃ—এইরূপ থাকিবার পর—

আলোচনা—সুধী + উপাস্যঃ এই উদাহরণে সংহিতার বিষয় রহিয়াছে। উদাহরণে ইক্ এবং অচ্ অনেকগুলি রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে কোন্‌টি ইক্ এবং কোন্‌টি অচ্ মানা হইবে; সূত্রে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা নাই। ইক্ পূর্বে থাকিবে, না অচ্ পূর্বে থাকিবে? তাহা নির্দিষ্ট করিবার জন্য বরদরাজ পাণিনির পরবর্ত্তী সূত্রটির অবতারণা করিয়াছেন।

১৬। তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য—১।১।৬৬

তস্মিন্—৭।১, ইতি—অ, নির্দিষ্টে—৭।১, পূর্বস্য—৬।১

বরদরাজঃ—সপ্তমীনির্দেশেন বিধীয়মানং কার্য্যং বর্ণান্তরেণাব্যবহিতস্য পূর্বস্য বোধ্যম্।।

অনুবাদ—সপ্তম্যন্ত পদের দ্বারা কোন কার্য্যের বিধান করা হইলে উহা সপ্তম্যন্ত পদ বোধিত বর্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী বর্ণেরই হইয়া থাকে।

আলোচনা—'ইকো যণচি' সূত্রে 'অচি' পদে ঔপশ্লেষিক - অধিকরণে সপ্তমী হইয়াছে। উপশ্লেষের অর্থ সামীপ্য সম্বন্ধ। উপ = সমীপ, শ্লেষঃ = সম্বন্ধ। পূর্ববর্ত্তী বর্ণ পরবর্ত্তী বর্ণের সমীপ। তাহা হইলে অর্থ হইবে—অচ্ এর অব্যবহিত (১) পূর্বে

---

(১) সূত্রে নির্দিষ্টে পদের দ্বারা অব্যবহিত অর্থ হইবে। নিরিতি নৈরন্তর্যে'। দিশিরুচ্চারণে।

ইকের যণ্ হয় সংহিতার বিষয় হইলে। এইরূপ অন্যান্য সূত্রেও 'তস্মিন্নিতি' এই পরিভাষা সূত্রটি প্রবৃত্ত হইয়া সূত্রের অর্থ নির্দিষ্ট করিবে। এইখানে আবার প্রশ্ন হইতেছে—সুধী + উপাস্যঃ—এই স্থলে 'সুধী' তে তো ইক্ নাই। কারণ 'ঈ' তো ইক্ নহে। তখন 'অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ' সূত্র প্রবৃত্ত হইয়া 'ইক্' অবিধীয়মান থাকায় এবং সবর্ণের গ্রাহক হওয়ায় 'ঈ'কারের স্থানে যণ্ আদেশ হইতে কোন বাধা থাকে না।

১৭। স্থানেঽন্তরতমঃ—১।১।৫০,

স্থানে—৭।১, অন্তরতমঃ—১।১;

বরদরাজঃ—প্রসঙ্গে সতি সদৃশতম আদেশঃ স্যাৎ। সু ধ্ য্ উপাস্য ইতি জাতে।।

অনুবাদ—(কোন কার্য্যের) প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে সর্বাপেক্ষা সদৃশ বা সমান বর্ণের আদেশ হয় (বুঝিতে হইবে)। সু ধ্ য্ + উপাস্যঃ এইরূপ হওয়াতে।।

আলোচনা—অনেক আদেশের প্রাপ্তি থাকিলে যেইটি অত্যন্ত সদৃশ সেইটিরই আদেশ হয়। স্থান শব্দের অর্থ প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রাপ্তি। অবকাশ, অবধি, পরিধান, অন্তর্ধান, ভেদ, সদৃশ—ইত্যাদি অনেক অর্থে অন্তর শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই স্থলে অন্তব শব্দের অর্থ সদৃশ বুঝিতে হইবে। অতিশয়িতঃ অন্তরঃ = অন্তরতমঃ। অর্থাৎ অত্যন্ত সদৃশ। 'অন্তরতম' শব্দের দ্বারা প্রাপ্ত অনেকগুলি আদেশেব মধ্যে যেইটি অতিশয়িত সদৃশ আদেশ তাহাই হইবে। ঈষৎ সদৃশ আদেশ হইবে না। যেমন সুধী + উপাস্যঃ এই স্থলে ঈকারের স্থানে যণ্ অর্থাৎ য্ ব্ র্ ল্ আদেশের প্রাপ্তিতে স্থানী ঈ কারের তালুস্থান হওয়ায় এবং যকারের ও তালু স্থান হওয়ায় এবং তার ফলে ঈ কারের অন্তরতম হওয়ায় যকারই আদেশ হইল। ফলে 'সু ধ্ য্ + উপাস্যঃ'—এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

১৮। অনচি চ —৮।৪। ৪৮

অনচি— ৭।১, চ-অ

অনুবৃত্তিঃ—অচো দ্বে, যরো বা, সংহিতায়াম্।

[অচঃ (পরস্য) যরো দ্বে বা (ভবতঃ) অনচি (পরতঃ)]।

বরদরাজঃ—অচঃ পরস্য যরো দ্বে বা স্তো ন ত্বচি। ইতি ধকারস্য দ্বিত্বেন সু ধ্ ধ্ য্ উপাস্য ইতি জাতে।।

অনুবাদ—অচ্ এর পরে যর্ এর বিকল্পে দ্বিত্ব হয় পরে অচ্ না থাকিলে। এইখানে (এইভাবে) ধকারের দ্বিত্বের দ্বারা 'সু ধ্ ধ্ য্ উপাস্যঃ' এই অবস্থা জাত হওয়ায়।

আলোচনা—সূত্রে 'অনচি' পদ, ন অচ্=অনচ্, তস্মিন্- - এই নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস করিয়া নিষ্পন্ন হয়। এইখানে নঞ্ কে প্রসজ্য(১) প্রতিষেধ মানিতে হইবে। ফলে অর্থ হইবে অচ্ পরে না থাকিলে অচ্ এর পরস্থিত যর্ এর বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। সু ধ্ য্ + উপাস্যঃ'—এই স্থলে 'সু' তে স্থিত উ কার হইল অচ্ এবং তাহার পর যর্ হইল 'ধ্' এবং তাহার পর যকার থাকায় অর্থাৎ অচ্ পরে না থাকায় ঐ ধকারের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। ফলে সু ধ্ ধ্ য্ + উপাস্যঃ এই অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

১৯। ঝলাং জশ্ ঝশি-৮।৪।৫৩

ঝলাম্-৬।৩, জশ্ - ১।১, ঝশি - ৭।১;

অনুবৃত্তিঃ—সংহিতায়াম্।

[ঝলাং (স্থানে) জশ্ (আদেশঃ ভবতি) ঝশি (পরতঃ)]।

বরদরাজঃ—স্পষ্টম্। ইতি পূর্বধকারস্য দকারঃ।।

অনুবাদ—(অর্থ) স্পষ্ট। (ঝশ্ এর অব্যবহিত পূর্বে ঝল্ এর স্থানে জশ্ আদেশ হয়)। এইভাবে পূর্ব-ধকারের দকার হইল।

আলোচনা—ঝল্ = ঝ, ভ, ঘ, ঢ, ধ, জ, ব, গ, ড, দ, খ, ফ, ছ, ঠ, , চ, ট, ত, ক , প, শ, ষ, স, হ। জশ্ = জ্, ব, গ, ড, দ। ঝশ্ = ঝ, ভ, ঘ, ঢ, ধ, জ, ব, গ, ড, দ। 'সুধ্ ধ্য্ + উপাস্যঃ'—এই অবস্থায় প্রথম ধকারের জশ্ প্রাপ্ত হওয়ায় 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই সূত্রের সহায়তায় ধকারের দন্ত স্থান এবং দকারের ও দন্তস্থান হওয়ায় অন্তরতম দকারই হইল। ফলে সু দ্ ধ্ য্ + উপাস্যঃ'—এই অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

---

(১) 'দ্বৌ নঞৌ তু সমাখ্যাতৌ পর্য্যুদাসপ্রসজ্যকৌ।
পর্য্যুদাসঃ সদৃগ্‌গ্রাহী প্রসজ্যস্তু নিষেধকৃৎ।।'

২০। সংযোগান্তস্য লোপঃ—৮।২।২৩

সংযোগান্তস্য—৬।১, লোপঃ-১।১

বরদরাজঃ—সংযোগান্তং যৎপদং তদন্তস্য লোপঃ স্যাৎ।।

অনুবাদ—সংযোগান্ত যে পদ তদন্তের লোপ হয়।

আলোচনা— 'পদস্য' সূত্রের অধিকার আছে। 'হলোঽনন্তরাঃ সংযোগঃ' সূত্রের দ্বারা সংযোগ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। 'সুপ্তিঙন্তং পদম্' দ্বারা পদ সংজ্ঞা ও প্রাপ্ত হইয়াছে। সংযোগান্ত যে পদ তদন্তের লোপ হয়। এইরূপ বলাতে সু দ্ ধ্ য্ —এই সংযোগান্ত পদের লোপ প্রাপ্ত হওয়ায় তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানবহুব্রীহি মানিয়া সমগ্র সংযোগান্তের লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

২১। অলোঽন্ত্যস্য—১।১।৫২

অলঃ—৬।১, অন্ত্যস্য —৬।১;

অনুবৃত্তিঃ—ষষ্ঠী।

[ষষ্ঠী (নির্দিষ্টঃ) অন্ত্যস্য অলঃ (আদেশঃ ভবতি)]।

বরদরাজঃ—ষষ্ঠীনির্দিষ্টোঽন্ত্যস্যাল আদেশঃ স্যাৎ। ইতি যলোপে প্রাপ্তে—(যণঃ প্রতিষেধো বাচ্যঃ।) সুদ্ধ্যুপাস্যঃ। মদ্ধ্বরিঃ। ধাত্রংশঃ। লাকৃতিঃ।

অনুবাদ—(স্থান) ষষ্ঠী-নির্দেশের দ্বারা যে আদেশ বিধান করা হয়, উহা অন্ত্য অল্ এরই স্থানে হইয়া থাকে। এইভাবে যকারের লোপ প্রাপ্ত হওয়ায়'যণঃ প্রতিষেধো বাচ্যঃ' (সংযোগান্ত পদের শেষে যণ্ প্রত্যাহারের কোন বর্ণের লোপ হইবে না)। সুদ্ধ্যুপাস্যঃ। মদ্ধ্বরিঃ। ধাত্রংশঃ। লাকৃতিঃ।

আলোচনা—'ষষ্ঠী স্থানে যোগা' সূত্র হইতে 'ষষ্ঠী' 'স্থানে' এই পদদ্বয় অনুবৃত্ত হইতেছে। যদিও বরদরাজ স্থান ষষ্ঠীর উল্লেখ না করিয়া 'ষষ্ঠীনির্দিষ্টঃ' এই রূপ বলিয়াছেন—তথাপি—স্থানষষ্ঠী নির্দেশের দ্বারা বিধীয়মান কার্য্য অন্ত্য অল্ এর স্থানেই হইবে ইহাই সূত্রার্থ। ফলে 'সংযোগান্তস্য লোপঃ'—এই সূত্রে 'অলোঽন্ত্যস্য এই সূত্রটি প্রবৃত্ত হইয়া সংযোগান্তযকারের লোপ হইবে। কিন্তু 'যণঃ প্রতিষেধো বাচ্যঃ' এই বার্ত্তিকের দ্বারা যকারের লোপ হইল না। ফলে

'সুদ্ধ্যুপাস্যঃ' পদ হইল। 'অনচি চ' সূত্রের দ্বারা ধকারের দ্বিত্ব বিকল্পে হয় বলিয়া পক্ষে সুধ্যুপাস্যঃ এই পদও হইবে। সেইরূপ মধু + অরিঃ—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' ও 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই সূত্রদ্বয়ের সাহায্যে 'ইকো যণচি' এই সূত্রের দ্বারা উকারের বকার আদেশ করিয়া 'ম ধ্ ব্ + অরিঃ'—এই অবস্থায় 'অনচি চ'—সূত্রের দ্বারা ধকারের বিকল্পে দ্বিত্ব করিয়া ম ধ্ ধ্ ব্ + অরিঃ'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই সূত্রদ্বয়ের সাহায্য লইয়া 'ঝলাং জশ্ ঝশি'—এই সূত্রের দ্বারা প্রথম ধকারের দকার করিয়া 'মদ্ধ্বরিঃ' এই পদ সিদ্ধ হয়। এবং 'অনচি চ' সূত্রের দ্বারা দ্বিত্বের অভাব পক্ষে 'মধ্বরিঃ' এই পদ ও সিদ্ধ হয়। 'ধাতৃ + অংশঃ' —এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই সূত্র-দ্বয়ের সহায়তায় 'ইকো যণচি' এই সূত্রের দ্বারা 'ঋ'কারের 'র'কার আদেশ করিয়া ধাত্র্ + অংশঃ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'অনচি চ' এই সূত্রের দ্বারা 'ত'কারের বিকল্পে দ্বিত্ব করিয়া 'ধাত্ত্রংশঃ' পক্ষে দ্বিত্বাভাবে 'ধাত্রংশঃ' এই দুইটি পদ সিদ্ধ হয় '৯ + আকৃতিঃ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' ও 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই সূত্রদ্বয়সহকারে 'ইকো যণচি—এই সূত্রের দ্বারা '৯' এর স্থানে 'ল্' আদেশ করিয়া লাকৃতিঃ' পদ সিদ্ধ হয়।

২২। এচোঽয়বায়াবঃ—৬।১।৭৮

এচঃ—৬।১, অয়বায়াবঃ—১।৩;

অনুবৃত্তিঃ—অচি, সংহিতায়াম্।

[এচঃ (স্থানে) অয়বায়াবঃ (আদেশাঃ ভবন্তি) অচি (পরতঃ) সংহিতায়াম্ (বিষয়ে)]।

বরদরাজঃ—এচঃ ক্রমাদয়্ অব্ আয়্ আব্ এতে স্যুরচি।।

অনুবাদ—এচ্ এর (স্থানে) যথাক্রমে অয়্ অব্, আয়্ ও আব্—এইগুলি (আদেশ) হয় অচ্ পরে থাকিলে।

আলোচনা—এচ্ = এ, ও, ঐ, ঔ। অচ্ = স্বরবর্ণ। এইখানে 'ইকো যণচি' সূত্র হইতে 'অচি পদটির অনুবৃত্তি হইতেছে। 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' সূত্রটি প্রবৃত্ত হইয়া 'এচোঽয়বায়াবঃ' সূত্রের অর্থ হইল—অচ্ এর এবং অচ্ এর সবর্ণের অব্যবহিত পূর্বে এচ্ থাকিলে এবং অচ্ এর সবর্ণ থাকিলে তাহাদের স্থানে

যথাক্রমে অয়্, অব্, আয়্ এবং আব্ আদেশ হইবে। বৃত্তিতে যে 'ক্রমাৎ' পদটি রহিয়াছে তাহা কিন্তু পরবর্ত্তী সূত্র 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রের দ্বারা লব্ধ। 'এচোঽয়বায়াবঃ' সূত্রটি একটি বিধিসূত্র।

২৩। যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্—১।৩।১০

যথাসংখ্যম্—অ০, অনুদেশঃ—১।১, সমানাম্—৬।৩।

বরদরাজঃ—সমসম্বন্ধী বিধির্যথাসংখ্যং স্যাৎ। হরয়ে। বিষ্ণবে। নায়কঃ। পাবকঃ।

অনুবাদ—সমসম্বন্ধী বিধি যথাক্রমে হয়। হরয়ে। বিষ্ণবে। নায়কঃ। পাবকঃ।

আলোচনা—সংখ্যাম্ অনতিক্রম্য = যথা-সংখ্যম্। অনুদিশ্যতে = অনুদেশঃ = পশ্চাৎউচ্চার্যতে ইত্যর্থঃ। স্থানী এবং আদেশ সমসংখ্যক হইলে ঐ আদেশ যথাক্রমে হইবে। এইটি পরিভাষা-সূত্র। ইহা 'এচোঽয়বায়াবঃ' সূত্রে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থ হইবে অচ্ এর অব্যবহিত পূর্বে 'এচ্' (এ, ও ঐ, ঔ) এর স্থানে যথা-ক্রমে অয়্, আব্, আয়্ এবং আব্ আদেশ হয়। হরে + এ এই অবস্থায় রকারোত্তরবর্ত্তী 'এ'কারের অয়্ আদেশ হইবে। অর্থাৎ 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এবং 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'এচোঽয়বায়াবঃ' এই সূত্রের দ্বারা একারের অয়্ আদেশ করিয়া 'হরয়ে' পদ সিদ্ধ হয়। 'বিষ্ণো + এ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এবং 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'এচোঽয়বায়াবঃ' এই সূত্রের দ্বারা ওকারের অব্ আদেশ করিয়া বিষ্ণবে পদ সিদ্ধ হয়। নৈ + অকঃ এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এবং 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'এচোঽয়বায়াবঃ'—এই সূত্রের দ্বারা ঐকারের 'আয়্' আদেশ করিয়া 'নায়কঃ' পদ সিদ্ধ হয়। পৌ + অকঃ'এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এবং 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্'—এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'এচোঽয়বায়াবঃ' এই সূত্রের দ্বারা ঔকারের আব্ আদেশ করিয়া 'পাবকঃ' পদ সিদ্ধ হয়।

২৪। বান্তো যি প্রত্যয়ে—৬।১।৭৯

বান্তঃ—১।১, যি—৭।১, প্রত্যয়ে—৭।১

অনুবৃত্তিঃ—এচঃ, সংহিতায়াম্।

[যি প্রত্যয়ে (পরতঃ) সংহিতায়াম্ (বিষয়ে) এচঃ (স্থানে) বান্তঃ (আদেশঃ ভবতি)]।

বরদরাজঃ—যকারাদৌ প্রত্যয়ে পরে ওদৌতোরব্আব্ এতৌ স্তঃ। গব্যম্। নাব্যম্। (অধ্বপরিমাণে চ) গব্যূতিঃ।

অনুবাদ—যকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে ওকারের অব্ এবং ঔকারের আব্ (আদেশ) হয়। গব্যম্। নাব্যম্। এবং অধ্ব (অর্থাৎ পথ) পরিমাণ বুঝাইলে গোশব্দের ওকারের অব্ আদেশ হয়। গব্যূতিঃ।

আলোচনা—'যি' হইল বিশেষণ পদ এবং 'প্রত্যয়ে'—হইল বিশেষ্য পদ। 'যেন বিধিস্তদন্তস্য'—এই পরিভাষা দ্বারা যকারান্ত প্রত্যয়—এইরূপ অর্থ হইত। কিন্তু ইহার বাধক পরিভাষা হইল 'যস্মিন্ বিধিস্তদাদাবল্গ্রহণে' অর্থাৎ অল্বিধি থাকিলে তদাদি বুঝিতে হইবে। ফলে 'যকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে' এইরূপ অর্থ হইবে। 'গো + যম্' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' ও 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই দুইটি সূত্রের সহায়তায় 'বান্তো যি প্রত্যয়ে' সূত্রের দ্বারা ওকারের অব্ আদেশ করিয়া 'গব্যম্' পদ সিদ্ধ হয় ইহার অর্থ হইল গোর্বিকারঃ অর্থাৎ গোরু হইতে জাত দ্রব্য। নৌ + যম্—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' ও 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'বান্তো যি প্রত্যয়ে' এই সূত্রের দ্বারা ঔকারের আব্ আদেশ করিয়া নাব্যম্ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ হইল নাবা তার্য্যম্, নৌকার দ্বারা তারণযোগ্য। 'গো + যূতিঃ' —এই অবস্থায় 'অধ্বপরিমাণে চ' এই বার্ত্তিক দ্বারা ওকারের অব্ আদেশ করিয়া 'গব্যূতিঃ পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ হইল দুই ক্রোশ পরিমাণ পথ।

২৫। অদেঙ্ গুণঃ—১।১।২

অদেঙ্—১।১, গুণঃ—১।১;

বরদরাজঃ—অত্ এঙ্ চ গুণসংজ্ঞঃ স্যাৎ।

অনুবাদ—(হ্রস্ব) অকার ও এঙ্ (এ, ও) এর গুণসংজ্ঞা হয়।

আলোচনা—ইহা সংজ্ঞা বিধায়ক সূত্র। এইসূত্রে অত্ + এঙ্ এইরূপ পদবিভাগ রহিয়াছে। অ, এ, এবং ও—এই তিনটি বর্ণে অবিধীয়মান অণ্ থাকায় 'অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ' সূত্র দ্বারা সবর্ণের গ্রাহক হইবে কিনা? সেই বিষয়ে বরদ-

রাজ বক্ষ্যমাণ 'তপরস্তৎকালস্য' এই পাণিনীয় সূত্রটির উল্লেখ করিয়াছেন।

২৬। তপরস্তৎকালস্য—১।১।৭০

তপরঃ—১।১, তৎকালস্য—৬।১.

অনুবৃত্তিঃ—সবর্ণস্য, স্বংরূপম্, অণ্।

[তপরঃ অণ্ (বর্ণঃ) তৎকালস্য সবর্ণস্য (গুণান্তর-যুক্তস্য স্বস্য চ রূপস্য গ্রাহকো ভবতি)]।

বরদরাজঃ—তঃ পরো যস্মাৎ স চ তাৎপরশ্চোচ্চার্যমাণসমকালস্যৈব সংজ্ঞা স্যাৎ।।

অনুবাদ—'ত' যাহার পরে আছে অথবা 'ত' এর পরবর্তী (অণ্) সমকালের বোধক হয়।

আলোচনা—সূত্রে 'তপরঃ' পদটির আবৃত্তি করিয়া দুইটি 'তপরঃ' পদ পাওয়া যায়। এবং দুইটি 'তপরঃ' পদে দুইটি সমাস মানা হয়। 'তঃ পরো যস্মাৎ' (ত পরে আছে যাহার)—এই অর্থে বহুব্রীহি সমাস। দ্বিতীয়টি 'তাৎ পরঃ (ত এর পর) পঞ্চমী তৎপুরুষ। 'অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ' সূত্র হইতে 'অণ্' এই পদের অনুবৃত্তি হয়। সুতরাং 'ত' যাহার পরে আছে অথবা 'ত' এর পরবর্ত্তী যে অণ্ তাহা তৎকালের বোধক হয়—ইহা সূত্রের অর্থ। অত্ এইখানে একমাত্রিক উদাত্তাদি যাবতীয় সবর্ণভেদের গ্রহণ হইবে, অর্থাৎ হ্রস্ব ছয় প্রকারের অকার। 'এ' বলিতে দীর্ঘ ছয় প্রকারের একার। 'ও' বলিতে দীর্ঘ ছয় প্রকারের ওকার বুঝিতে হইতে। এবং তাহাদের গুণ সংজ্ঞা হয়।

২৭। আদ্ গুণঃ—৬।১।৮৭

আদ্—৫।১, গুণঃ—১।১;

অনুবৃত্তিঃ—একঃ পূর্বপরয়োঃ, অচি, সংহিতায়াম্।

[আদ্ অচি পূর্বপরয়োঃ একঃ গুণঃ (ভবতি) সংহিতায়াম্]।

বরদরাজঃ—অবর্ণাদচি পরে পূর্বপরয়োরেকো গুণ আদেশঃ স্যাৎ। উপেন্দ্রঃ। গঙ্গোদকম্।।

অনুবাদ—অবর্ণের পর অচ্ থাকিলে পূর্বের (অবর্ণ) ও পরস্থিত (অচ্) এই উভয়ের স্থানে একটি গুণ আদেশ হয়। উপেন্দ্রঃ। গঙ্গোদকম্।

আলোচনা—'উপ + ইন্দ্রঃ' এই অবস্থায় তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অদেঙ্ গুণঃ' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'আদ্ গুণঃ' এই সূত্রের দ্বারা অকার ও ইকারের স্থানে গুণ একাদেশ একার করিয়া 'উপেন্দ্রঃ' পদ সিদ্ধ হইল। 'গঙ্গা + উদকম্' —এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অদেঙ্ গুণঃ', এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় ও 'আদ্ গুণঃ' সূত্রের দ্বারা আকার এবং উকারের স্থানে গুণ একাদেশে ওকারে 'গঙ্গোদকম্'—এই পদ সিদ্ধ হয়।

২৮। উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ—১।৩।২

উপদেশে—৭।১, অচ্—১।১, অনুনাসিকঃ—১।১ ইৎ—১।১;

বরদরাজঃ—উপদেশেঽনুনাসিকোঽজিৎসংজ্ঞঃ স্যাৎ। প্রতিজ্ঞানুনাসিক্যাঃ পাণিনীয়াঃ। লণ্সূত্রস্থাবর্ণেন সহোচ্চার্যমাণো-রেফো রলয়োঃ সংজ্ঞা।

অনুবাদ—উপদেশে (বিদ্যমান) অনুনাসিক (বিশিষ্ট) অচ্ এর ইৎ সংজ্ঞা হয়। পাণিনি প্রভৃতি আচার্য কর্তৃক প্রোক্ত বর্ণগুলি (তাঁহাদেরই) প্রতিজ্ঞা সমধিগম্য আনুনাসিক্যবিশিষ্ট। লণ্ সূত্রস্থ অবর্ণের সহিত উচ্চার্যমাণ রেফ্ 'র্' ও 'ল্' এই দুইটি বর্ণের বোধক।

আলোচনা—অজ্ঞাত স্বস্বরূপ জ্ঞাপক যে উচ্চারণ তাহাই উপদেশ শব্দের অর্থ। উপদেশে সানুনাসিক অচ্ এর ইৎসংজ্ঞা হয়। পাণিনীয় শাস্ত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করেন বা জানেন তাঁহাদের প্রতিজ্ঞার দ্বারা সমধি-গম্য আনুনাসিক্য। বর্তমানে ইৎসংজ্ঞক অচ্গুলি সানুনাসিক পঠিত না হইলে ও আচার্যের প্রতিজ্ঞার দ্বারা এইরূপ সানুনাসিক অচ্ এর অনুমান করা হয়। যেমন পাণিনি 'উরণ্ রপরঃ'—সূত্রে রপরঃ পদটির প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে 'র' শব্দের দ্বারা 'র' প্রত্যাহার গৃহীত হইয়াছে। এইখানে 'হযবরট্'—এর'র্' ও 'লণ্' এর 'ল' তে বিদ্যমান অ এই দুইটিকে ধরিয়া 'র' প্রত্যাহার হইয়াছে। যদি ল এর অকার সানুনাসিক না হয় তাহা হইলে উহার ইৎসংজ্ঞা হইতে পারে না, সুতরাং

পাণিনির এই 'র' প্রত্যাহারের প্রয়োগ দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে 'লণ্' এই সূত্রের ল এর অকার নিশ্চয়ই সানুনাসিক। সংজ্ঞা হয় বোধক ও সংজ্ঞী বোধ্য হইয়া থাকে। সুতরাং 'লণ্' সূত্রে স্থিত ইৎসংজ্ঞক অকারের সহিত উচ্চার্যমাণ 'র্' একটি 'র' প্রত্যাহার হইবে, এবং তাহা মধ্যস্থিত 'ল্' ও আদিবর্ণ 'র্' এর বোধক হইবে।

২৯। উরণ্ রপরঃ—১।১।৫১

উঃ(১)—৬।১, অণ্—১।১, রপরঃ—১।১;

অনুবৃত্তিঃ—স্থানে।

[উঃ (ঋবর্ণস্য) স্থানে (যঃ) অণ্ (সঃ) রপরঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—ঋ ইতি ত্রিংশতঃ সংজ্ঞেত্যুক্তম্। তৎস্থানে যোঽণ্ স রপরঃ সন্নেব প্রবর্ততে। কৃষ্ণর্দ্ধিঃ। তবল্কারঃ।।

অনুবাদ—'ঋ'—ইহা ত্রিশটির সংজ্ঞা (হয়) ইহা বলা হইয়াছে। তাহার (ঋ এর) স্থানে (আদিষ্ট) যে অণ্ তাহা 'র' প্রত্যাহারকে পরে লইয়াই প্রবর্ত্তিত হয়। কৃষ্ণর্দ্ধিঃ। তবল্কারঃ।।

আলোচনা—ঋকার ১৮ প্রকার এবং ঌকার ১২ প্রকার বলিয়া এবং ঋকার ও ঌ-কার পরস্পর সবর্ণ হয় বলিযা ঋকার ঐ ত্রিশটির সংজ্ঞা হয়। 'কৃষ্ণ + ঋদ্ধিঃ' -এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'অদেঙ্গুণঃ' ও 'স্থানেঽন্তরতমঃ'-এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'আদ্‌গুণঃ' সূত্রের দ্বারা অকার ও ঋকার এই উভয়ের স্থানে গুণ অকার করিয়া এবং 'উরণ্ রপরঃ' সূত্রের দ্বারা রপর করিয়া 'র' প্রত্যাহারের দ্বারা 'র্' এবং 'ল্' এই উভয়ের প্রাপ্তিতে 'স্থানেঽন্তরতমঃ' সূত্রের দ্বারা রপর করিয়া 'কৃষ্ণর্দ্ধিঃ পদ সিদ্ধ হয়। 'তব + ঌকারঃ' এই অবস্থাতে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অদেঙ্ গুণঃ' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'আদ্‌গুণঃ' এই সূত্রের দ্বারা অকার ও ঌ-কার এর স্থানে গুণ 'অ' একাদেশ করিয়া এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' সূত্রের সহায়তায় 'উরণ্ রপরঃ' সূত্রের দ্বারা লপর করিয়া 'তবল্কারঃ' পদ সিদ্ধ হয়।

৩০। লোপঃ শাকল্যস্য—৮।৩।১৯

---

(১) ঋশব্দের ষষ্ঠীর একবচনে 'উঃ' পদ সিদ্ধ হয়।

লোপঃ—১।১, শাকল্যস্য—৬।১;

অনুবৃত্তিঃ—অপূর্বস্য, অশি, পদস্য, সংহিতায়াম্।

[অবর্ণপূর্বয়োঃ পদান্তয়োঃ লোপঃ (ভবতি) শাকল্যস্য (মতেন) অশি (পরতঃ)]।

বরদরাজঃ—অবর্ণপূর্বয়োঃ পদান্তয়োর্যবয়োর্লোপো বাঽশি পরে।।

অনুবাদ—অবর্ণপূর্বে আছে যাহার এমন পদান্ত যকার ও বকারের বিকল্পে লোপ হয় অশ্ পরে থাকিলে।

আলোচনা—'ভোভগোঅঘো—' ইত্যাদি সূত্র হইতে 'অ-পূর্বস্য' ও 'অশি' পদ এবং 'ব্যোর্লঘুপ্রযত্নতরঃ' এই সূত্র হইতে 'ব্যোঃ' এই পদটি অনুবৃত্ত হইতেছে। 'ব্যোঃ' পদের অর্থ হইল—বকার ও যকারের। সূত্রে 'শাকল্যস্য' পদ থাকায় বিকল্প বুঝিতে হইবে।

৩১। পূর্বত্রাসিদ্ধম্—৮।২।১

পূর্বত্র—অ০., অসিদ্ধম্—১।১;

বরদরাজঃ—সপাদসপ্তাধ্যায়ীং প্রতি ত্রিপাদ্যসিদ্ধা, ত্রিপাদ্যামপি পূর্বং প্রতি পরং শাস্ত্রমসিদ্ধম্। হর ইহ, হরয়িহ। বিষ্ণ ইহ, বিষ্ণবিহ।।

অনুবাদ—সপাদ-সপ্তাধ্যায়ী (স্থিত সূত্র) র প্রতি ত্রিপাদী (স্থিত সূত্রগুলি) অসিদ্ধ। ত্রিপাদীতে ও পূর্বের প্রতি পর সূত্র অসিদ্ধ। হর ইহ, হরয়িহ। বিষ্ণ ইহ, বিষ্ণবিহ।।

অলোচনা—অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি প্রণীত গ্রন্থ। ইহাতে আটটি অধ্যায় রহিয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ আছে। বর্তমান সূত্রটি অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথম সূত্র। ইহার পূর্বের সমস্ত সূত্রগুলি সপাদ সপ্তাধ্যায়ীর অন্তগর্ত এবং ইহার পরবর্ত্তী সূত্রগুলি ত্রিপাদীর সূত্র। পূর্বত্র = পূর্বস্মিন্ (শাস্ত্রে)। সপাদ সপ্তাধ্যায়ী সূত্রের দৃষ্টিতে ত্রিপাদীস্থিত সূত্রগুলি অসিদ্ধ। এই সূত্রটি অধিকার সূত্র হওয়ায় ইহার পরবর্ত্তী সমস্ত সূত্রে এই অধিকার চলিবে। অতত্রব অর্থ হইবে ত্রিপদীতেও পূর্ব সূত্রের প্রতি পরসূত্র অসিদ্ধ। হরে + ইহ-এই ক্ষেত্রে

'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই দুইটি সূত্রের সহায়তায় 'এচোঽয়বায়াবঃ' এই সূত্রের দ্বারা একারের 'অয়্' আদেশ করিয়া হরয়্ + ইহ এই অবস্থায় 'লোপঃ শাকল্যস্য' এই সূত্রের দ্বারা অবর্ণ পূর্বে থাকায় এবং 'অশ্' প্রত্যাহারস্থিত বর্ণ পরে থাকায় পদান্ত যকারের বিকল্পে লোপ হইলে 'হর ইহ' পদ হয়। এবং লোপাভাবে 'হরয়িহ' এই পদ হয়। এইখানে প্রশ্ন হয় যকারলোপের পর হর + ইহ এই অবস্থায় 'আদ্‌গুণঃ' সূত্রের দ্বারা পুনরায় কেন গুণ হইবে না। তাহার উত্তরে বলিতে হইবে 'পূর্বত্রাসিদ্ধম্' সূত্র অনুসারে যে সূত্রের দ্বারা 'য'কার লোপ হইয়াছে সেই সূত্রটি 'লোপঃ শাকলস্য'-(৮।৩।১৯) ত্রিপাদীস্থ সূত্র। আর 'আদ্ গুণঃ'—(৬।১।৮৭) সূত্রটি সপাদ সপ্তাধ্যায়ীস্থ সূত্র হওয়ায় 'আদ্‌গুণঃ' সূত্রের দৃষ্টিতে 'লোপঃ শাকল্যস্য' সূত্রটি অসিদ্ধ হওয়ায় যলোপ ও অসিদ্ধ। ফলে 'আদ্‌গুণঃ' সূত্রটি প্রযুক্ত হইতে পারে না যকার ব্যবধান থাকায়। বিষ্ণো + ইহ-এই স্থলে ও 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্'—এই সূত্রদ্বয় সহকারে 'এচোঽয়বায়াবঃ'— সূত্রের দ্বারা 'ও' কারের স্থানে 'অব্' আদেশ করিয়া 'বিষ্ণব্ + ইহ' এই অবস্থাতে 'লোপঃ শাকল্যস্য'—এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত বকারের বিকল্পে লোপ করিয়া 'বিষ্ণ ইহ' পদ হয়। এবং লোপের অভাবে 'বিষ্ণবিহ'—এই পদ সিদ্ধ হয়। এইখানে পূর্বত্রাসিদ্ধম্ সূত্র অনুসারে 'বিষ্ণ ইহ'—এই স্থলে পুনারায় গুণ হইবে না। কারণ 'আদ্ গুণঃ' সূত্রের দৃষ্টিতে 'লোপঃ শাকল্যস্য' সূত্রটি অসিদ্ধ।

৩২। **বৃদ্ধিরাদৈচ্**—১।১।১

বৃদ্ধিঃ—১।১, আত্—১।১, ঐচ্—১।১;

বরদরাজঃ—আদৈচ্চ বৃদ্ধিসংজ্ঞঃ স্যাৎ।।

অনুবাদ—আ, এবং ঐচ্ (ঐ, ঔ) এর বৃদ্ধি সংজ্ঞা হয়।

আলোচনা—এইখানে ও 'তপরস্তৎকালস্য' সূত্র প্রবৃত্ত হইয়া 'ত' এর পূর্বেরটির এবং পরেরটির সমকালের বোধ হয়। অর্থাৎ 'আ' (ছয় প্রকারের), ঐ (ছয় প্রকারের) এবং ঔ (ছয় প্রকারের) এর বৃদ্ধি সংজ্ঞা হয়।

৩৩। **বৃদ্ধিরেচি**—৬।১।৮৮

বৃদ্ধিঃ—১।১ এচি—৭।১;

অনুবৃত্তিঃ—আদ্, একঃ পর্বপরয়োঃ, সংহিতায়াম্।

[আদ্ এচি (পরতঃ) পূর্বপরয়োঃ একঃ বৃদ্ধিঃ (আদেশঃ ভবতি) সংহিতায়াম্ বিষয়ে)]।

বরদরাজঃ—আদেচি পরে বৃদ্ধিরেকাদেশঃ স্যাৎ। গুণাপবাদঃ। কৃষ্ণৈকত্বম্। গঙ্গৌঘঃ। দেবৈশ্বর্যম্। কৃষ্ণৌৎকণ্ঠ্যম্।

অনুবাদ—অবর্ণের পর এচ্ থাকিলে পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ হয়। ইহা (প্রাপ্ত) গুণের অপবাদ (বাধক)। কৃষ্ণৈকত্বম্। গঙ্গৌঘঃ। দেবৈশ্বর্যম্। কৃষ্ণৌৎকণ্ঠ্যম্।

আলোচনা—'বৃদ্ধিরেচি' সূত্রটি 'আদ্গুণ' সূত্রের অপবাদ। অর্থাৎ অবর্ণের পর এচ্ থাকিলে বৃদ্ধি একাদেশ হইবে। এবং এচ্ ভিন্ন অবশিষ্ট অচ্ থাকিলে গুণ একাদেশ হইবে। কৃষ্ণস্য একত্বম্ এইরূপ ষষ্ঠী সমাস করিয়া এবং বিভক্তির লোপ করিয়া 'কৃষ্ণ + একত্বম্'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'বৃদ্ধিরেচি' সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে অর্থাৎ অকার ও একারের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ প্রাপ্তিতে 'স্থানেঽন্তরতমঃ' সূত্রের দ্বারা কণ্ঠ ও 'কণ্ঠ-তালু' বিশিষ্ট বর্ণের স্থানে কণ্ঠতালুবিশিষ্ট বৃদ্ধি 'ঐ'কার আদেশ হওয়ায় 'কৃষ্ণৈকত্বম্' পদ সিদ্ধ হয়—কৃষ্ণের একরূপতা ইহার অর্থ। গঙ্গা + ওঘঃ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি—' ইত্যাদি সূত্র 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'বৃদ্ধিরেচি' সূত্রের দ্বারা বৃদ্ধি একাদেশ করিয়া 'গঙ্গৌঘঃ'—এই পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ গঙ্গার ঢেউ। 'দেব + ঐশ্বর্যম্'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'বৃদ্ধিরেচি' সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ ঐকার হওয়ায় 'দেবৈশ্বর্যম্' পদ সিদ্ধ হয়। দেবগণের ঐশ্বর্য এইরূপ অর্থ। 'কৃষ্ণ + ঔৎকণ্ঠ্যম্'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য, 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' -সূত্রের সহায়তায় 'বৃদ্ধিরেচি সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি 'ঔ' একাদেশ হওয়ায় কৃষ্ণৌৎকণ্ঠ্যম্ পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা।

৩৪। এত্যেধত্যূঠ্সু—৬।১।৮৯

এত্যেধত্যূঠ্সু—৭।৩

অনুবৃত্তিঃ—বৃদ্ধিরেচি, আত্, একঃ পূর্বপরয়োঃ সংহিতায়াম্।

[আত্‌ এচি এত্যেধত্যূঠ্‌সু পূর্বপরয়োঃ বৃদ্ধিঃ একঃ (আদেশঃ ভবতি) সংহিতা-য়াম্‌]।

বরদরাজঃ—অবর্ণাদেজাদ্যোরেত্যেধত্যোরূঠি চ পরে বৃদ্ধিরেকাদেশঃ স্যাৎ। উপৈতি। উপৈধতে। প্রষ্ঠৌহঃ। এজাদ্যোঃ কিম্‌? উপেতঃ। মা ভবান্‌ প্রেদিধৎ। (অক্ষাদূহিন্যামুপসংখ্যানম্‌)। অক্ষৌহিণী সেনা। (প্রাদূহোঢোঢ্যেষৈষ্যেষু) প্রৌহঃ। প্রৌঢঃ। প্রৌঢিঃ। প্রৈষঃ। প্রৈষ্যঃ। (ঋতে চ তৃতীয়াসমাসে)। সুখেন ঋতঃ সুখার্তঃ। তৃতীয়েতি কিম্‌? পরমর্তঃ। (প্রবৎসতর-কম্বল-বসনার্ণ-দশানামৃণে)। প্রার্ণম্‌। বৎসতরার্ণম্‌' ইত্যাদি।

অনুবাদ—অবর্ণের উত্তর এচ্‌ আদিতে আছে এমন 'ই' (ইণ্‌) ধাতু এধ্‌ ধাতু এবং উহ্‌ (সম্প্রসারণ) থাকিলে পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ হয়। উপৈতি। উপৈধতে। প্রষ্ঠৌহঃ। এজাদি (না বলিলে) কি হইবে? উপেতঃ। মা ভবান্‌ প্রেদিধৎ। (অক্ষ শব্দের অকারের পর উহিনী শব্দ থাকিলে পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ হয়)। অক্ষৌহিণী সেনা। ('প্র' এর অকারের পর উহ্‌, উঢ, উঢি, এষ এবং এষ্য থাকিলে পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ হয়)। প্রৌহঃ। প্রৌঢঃ। প্রৌঢিঃ। প্রৈষঃ। প্রৈষ্যঃ। (অবর্ণের পর ঋতশব্দ থাকিলে ও তৃতীয়া সমাস হইলে পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ হয়)। সুখেন ঋতঃ = সুখার্তঃ। তৃতীয় সমাস না হইলে কি হইবে? পরমর্তঃ। (প্র, বৎসতর, কম্বল, বসন, ঋণ ও দশ শব্দের অকারের পর ঋণ শব্দ থাকিলে পূর্বও পরের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ হয়)। প্রার্ণম্‌। বৎসতরার্ণম্‌, ইত্যাদি।

আলোচনা—উপ + এতি এই অবস্থায় এচ্‌ আদিতে আছে এমন ইধাতু পরে থাকায় এবং অবর্ণ পূর্বে থাকায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'বৃদ্ধিরাদৈচ্‌' 'স্থানেঽন্তরতমঃ', এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'এত্যেধত্যূঠ্‌সু' সূত্রের দ্বারা বৃদ্ধি ঐ-কার আদেশ হওয়ায় 'উপৈতি' পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ সমীপে যাওয়া বা পাওয়া। 'উপ+এধতে' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'বৃদ্ধিরাদৈচ্‌', 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'এত্যেধত্যূঠ্‌সু' সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি 'ঐ'কার আদেশ করিয়া 'উপৈধতে' পদ সিদ্ধ হয়। 'প্রষ্ঠ + উহঃ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'বৃদ্ধিরাদৈচ্‌' 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'এত্যেধত্যূঠ্‌সু'—এই সূত্রের

দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি 'ঔ'-কার আদেশ করিয়া 'প্রষ্ঠৌহঃ' পদ সিদ্ধ হয়। এখন প্রশ্ন হয়—'উপৈতি' ও 'উপৈধতে' এই দুই স্থলে 'বৃদ্ধিরেচি' সূত্রের দ্বারাই তো বৃদ্ধি হইয়া যাইত। তাহা হইলে বর্তমান সূত্রে 'এত্যেধতি'— কেন গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল ঊহ থাকুক। ফলে 'এত্যেধতি' ব্যর্থ হইয়া জ্ঞাপন করিল যে ধাতুর 'এজাদি' মানিয়া যদি বৃদ্ধি একাদেশ হয়, তাহা হইলে এজাদি ইণ্ ও এজাদি এধ্ ধাতুর-ই হইবে। অন্য ধাতুর হইবে না। এজাদি না হইলে কি হইত? উপেতঃ। অর্থাৎ উপ+ইতঃ এইস্থলে ই ধাতু পরে আছে কিন্তু এজাদি না থাকায় বৃদ্ধি হইতে পারিল না, ফলে 'আদ্ গুণঃ' সূত্র দ্বারা গুণ একাদেশ করিয়া 'উপেতঃ' পদ হইল। 'প্র+ইদিধৎ'—এইস্থলে এধ্ ধাতু পরে আছে কিন্তু এজাদি না থাকায় বৃদ্ধি একাদেশ হইল না। ফলে 'আদ্ গুণঃ' সূত্রের দ্বারা গুণ হইয়া প্রেদিধৎ পদ হয়। অক্ষ + ঊহিনী—এই অবস্থায় অক্ষ-শব্দের অ বর্ণের পর ঊহিনী শব্দ থাকায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'বৃদ্ধিরাদৈচ্', 'স্থানেঽন্তরতমঃ—' এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'অক্ষাদূহিন্যামুপসংখ্যানম্'—এই বার্তিকের দ্বারা বৃদ্ধি একাদেশ করিয়া 'অক্ষৌহিনী' এই অবস্থায় 'পূর্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ' এই বক্ষ্যমাণ সূত্রের দ্বারা সমান পদে না থাকিলেও সংজ্ঞা বলিয়া 'ন' কারের ণকার করিয়া অক্ষৌহিণী পদ সিদ্ধ হইল। অক্ষৌহিণী সেনা। মহাভারতে এইটি একটি বিশেষ সংখ্যার সংজ্ঞা। রথ—২১৮৭০, গজ—২১৮৭০, অশ্ব—৬৫৬১০, পদাতিক—১০৯৩৫০—ইহাদের সমূহকে এক অক্ষৌহিণী বলা হয়। প্র+ঊহঃ—এই অবস্থায় 'প্র' এর অকারের পর ঊহ্ থাকায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'বৃদ্ধি-রাদৈচ্' স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'প্রাদূহোঢোঢ্যেযৈষ্যেষু' দ্বারা বৃদ্ধি 'ঔ'কার আদেশ করিয়া 'প্রৌহঃ' পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ প্রকৃষ্ঠ তার্কিক। এইরূপে প্র+ঊঢঃ = প্রৌঢঃ (ইহার অর্থ—বৃদ্ধি প্রাপ্ত বা বড় হইয়াছে) প্র+ঊঢ়ি = প্রৌঢিঃ (ইহার অর্থ প্রৌঢ়তা) প্র+এষঃ = প্রৈষঃ (ইহার অর্থ প্রেষণ)। প্র+এষ্যঃ=প্রৈষ্যঃ (ইহার অর্থ দাস)। তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসে ঋত শব্দ পরে থাকিলে এবং অবর্ণ পূর্বে থাকিলে পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ হয়। যথা—সুখেন ঋতঃ এইরূপ তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস করিয়া এবং বিভক্তির লোপ করিয়া 'সুখ+ঋতঃ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'বৃদ্ধিরাদৈচ্', 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিন সূত্রের সহায়তায় 'ঋতে চ তৃতীয়াসমাসে' বার্তিকের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ আকার করিয়া ও 'উরণ্ রপরঃ' সূত্রের দ্বারা রপ্রত্যাহার পর করিয়া এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' সত্র দ্বারা 'র'পর করিয়া 'সুখার্তঃ' পদ সিদ্ধ হয়। 'তৃতীয়া' বলিয়াছে কেন?

'পরমশ্চাসৌ ঋতশ্চ'—এইরূপ কর্মধারয় সমাসে বিভক্তির লোপ করিয়া 'পরম+ঋতঃ'—এই অবস্থায় পূর্ব ও পরের স্থানে 'আদ্‌গুণঃ' এই সূত্রের দ্বারা গুণ অকার ও 'উরণ্‌ রপরঃ' সূত্র দ্বারা রূপ্রত্যাহার পরক করিয়া 'স্থানেঽন্তরতমঃ সূত্র দ্বারা 'র' পর করিয়া পরমর্তঃ পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ পরম মুক্ত। প্র, বৎসতর, কম্বল, বসন, ঋণ ও দশ শব্দের অকারের পর ঋণ শব্দ থাকিলে পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ হয়। যথা—'প্র+ঋণম্'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', বৃদ্ধিরাদৈচ্‌, 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই তিনসূত্রের সহায়তায় 'প্রবৎসতরকম্বলবসনার্ণদশানামৃণে' এই বার্ত্তিকের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি 'আ'-কার আদেশ করিয়া এবং 'উরণ্‌ রপরঃ'—এই সূত্রের দ্বারা 'র' প্রত্যাহার পবক করিয়া 'স্থানেঽন্তরতমঃ' সূত্র দ্বারা 'র্‌'পরক করিয়া 'প্রার্ণম্' পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ হইল প্রকৃষ্ট ঋণ। এইরূপে বৎসতর+ঋণম্=বৎসতরার্ণম্। ইহার অর্থ ক্ষুদ্র বাছুরের জন্য ঋণ (এইরূপে কম্বল+ঋণম্=কম্বলার্ণম্, বসন+ঋণম্=বসনার্ণম্, ঋণ+ঋণম্= ঋণার্ণম্, দশ+ঋণম্=দশার্ণম্)।

৩৫। উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে ১।৪।৫৯

উপসর্গাঃ—১।৩, ক্রিয়াযোগে-৭।১;

অনুবৃত্তিঃ—প্রাদয়ঃ

[প্রাদয়ঃ ক্রিয়াযোগে উপসর্গাঃ (উপসর্গসংজ্ঞকাঃ) ভবন্তি]।

বরদরাজঃ—প্রাদয়ঃ ক্রিয়াযোগে উপসর্গসংজ্ঞাঃ স্যুঃ। প্র, পরা, অপ, সম্, অনু, অব, নিস্, নির্, দুস্, দুর্, বি, আঙ্, নি, অধি, অপি, অতি, সু, উৎ, অভি, প্রতি, পরি, উপ—এতে প্রাদয়ঃ।।

অনুবাদ—প্র-প্রভৃতি ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইলে 'উপসর্গ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। প্র, পরা, অপ, সম্, অনু, অব, নিস্, নির্, দুস্, দুর্, বি, আঙ্, নি, অধি, অপি, অতি, সু, উৎ, অভি, প্রতি, পরি, উপ—ইহারা প্রাদি।

আলোচনা—ক্রিয়য়া সহ যোগঃ তস্মিন্=ক্রিয়াযোগে। ক্রিয়ার সহিত যোগ হইলে প্র প্রভৃতি বাইশটির 'উপসর্গ' সংজ্ঞা হয়। 'উপ সৃজ্যন্তে অর্থা অনেন' এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া উপ-সৃজ্+ঘঞ্ প্রত্যয়ে উপসর্গ শব্দটি গঠিত হয়। ইহার অর্থ

হইল যাহার দ্বারা বিবিধ অর্থের বিসৃষ্টি অর্থাৎ উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হয় তাহাই উপসর্গ।(১)।

৩৬। ভূবাদয়ো ধাতবঃ—১।৩।১

ভূবাদয়ঃ—১।৩, ধাতবঃ—১।৩

বরদরাজঃ—ক্রিয়াবাচিনো ভ্বাদয়ো ধাতুসংজ্ঞাঃ স্যুঃ।।

অনুবাদ—ক্রিয়াবাচক ভূ-প্রভৃতির 'ধাতু' সংজ্ঞা হয়।

আলোচনা—ভূশ্চ বাশ্চ=ভূবৌ। ভূ ও বা—এই দুইটির দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া এবং 'আদিশ্চ আদিশ্চ'=আদী—এইরূপ দুইটি আদি শব্দের একশেষ করিলে যে 'আদী' শব্দ হয় সেই আদী শব্দের সহিত 'ভূবৌ আদী যেষাম্' অর্থাৎ ভূ ও বা আদি যাহার এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া 'ভূবাদয়ঃ' পদটি নিষ্পন্ন হয়। এইখানে প্রথম আদি শব্দটির অর্থ প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় আদি শব্দটির অর্থ প্রকার। প্রকারের আবার দুইটি অর্থ—ভেদ ও সদৃশ। তাহা হইলে এইখানে অর্থ হইতেছে 'ভূ'-প্রভৃতয়ঃ 'বা' সদৃশা যে তে ধাতুসংজ্ঞকাঃ ভবন্তি। সাদৃশ্য এইখানে ক্রিয়াবাচকত্ব। ফলে অর্থ হইল ভূ প্রভৃতি ক্রিয়াবাচী হইলে তাহাদের ধাতু সংজ্ঞা হইবে। এইখানে ক্রিয়াবাচী না বলিয়া কেবল ভ্বাদিকে ধাতু বলিলে 'যাঃ পশ্যসি'—ইত্যাদি ক্ষেত্রে যৎ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'যা'-এর শস্ বিভক্তিতে যা-অস্ এই অবস্থায় 'আতো ধাতোঃ' সূত্রের দ্বারা ধাতু বলিয়া আকারের লোপ করিয়া যঃ পশ্যসি এই অনিষ্ট পদ হইতে থাকিবে। আবার ভ্বাদি না বলিয়া কেবল ক্রিয়াবাচীকে ধাতু বলিলে 'বর্জন' ক্রিয়াবাচী—'হিরুক্'—শব্দের ধাতু সংজ্ঞা হইয়া অনিষ্ট হইবে।

৩৭। উপসর্গাদৃতি ধাতৌ—৬।১।৯১

উপসর্গাৎ—৫।১, ঋতি—৭।১, ধাতৌ—৭।১;

অনুবৃত্তিঃ—বৃদ্ধিঃ, আৎ, একঃ পূর্বপরয়োঃ, সংহিতায়াম্।

---

(১) 'উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে।
প্রহারাহারসংহারবিহারপরিহারবৎ।।
ধাত্বর্থং বাধতে কশ্চিৎ কশ্চিত্তমনুবর্ততে।
তমেব বিশিনষ্ট্যন্যোঽনর্থকোঽন্যঃ প্রযুজ্যতে।।'

[আদ্ উপসর্গাদ্ ঋতি ধাতৌ (পরতঃ) পূর্বপরয়োঃ (স্থানে) বৃদ্ধিঃ একাদেশঃ (ভবতি) সংহিতায়াম্ (বিষয়ে)]।

বরদরাজঃ—অবর্ণান্তাদুপসর্গাদৃকারাদৌ ধাতৌ পরে বৃদ্ধিরেকাদেশঃ স্যাৎ। প্রার্চ্ছতি।।

অনুবাদ—অবর্ণান্ত উপসর্গের পর ঋকার আদিতে আছে এমন ধাতু থাকিলে (পূর্ব ও পরের স্থানে) বৃদ্ধি একাদেশ হয়। প্রার্চ্ছতি।

আলোচনা—'আদ্ গুণঃ' সূত্র হইতে পঞ্চম্যন্ত 'আদ্' অনুবৃত্তি হইতেছে এবং তাহা 'উপসর্গ'—এর বিশেষণ হওয়ায় 'যেন বিধিস্তদন্তস্য' সূত্র দ্বারা তদন্ত অর্থ লাভ হওয়ায় অবর্ণান্ত উপসর্গ—এইরূপ বুঝিতে হইবে। আবার 'ঋতি' ইহা ধাতুর বিশেষণ হওয়ায় 'যস্মিন্ বিধিস্তদাদাবল্‌গ্রহণে' পরিভাষা দ্বারা ঋকারাদি অর্থ হওয়ায় অবর্ণান্ত উপসর্গের পর ঋকারাদি ধাতু থাকিলে পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ হয়। 'প্র+ঋচ্ছতি'—এই অবস্থায় 'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে' এই সূত্রের দ্বারা 'প্র'-এর উপসর্গ সংজ্ঞা হওয়ায় এবং 'ভূবাদয়ো ধাতবঃ'—এই সূত্রের দ্বারা 'ঋচ্ছতি'-এর ধাতু সংজ্ঞা হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'বৃদ্ধিরাদৈচ্', 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'উপসর্গাদৃতি ধাতৌ'—এই বর্তমান সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি 'আ'কার করিয়া এবং 'উরণ্ রপরঃ' সূত্রের দ্বারা 'র' প্রত্যাহারপরক করিয়া এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—সূত্র দ্বারা 'র'বর্ণ পরক করিয়া 'প্রার্চ্ছতি' পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ হইল প্রকৃষ্টভাবে যাইতেছে।

৩৮। এঙি পররূপম্—৬।১।৯৪

এঙি—৭।১, পর-রূপম্—১।১;

অনুবৃত্তিঃ—উপসর্গাৎ, ধাতৌ, আত্, একঃ পূর্ব-পরয়োঃ, সংহিতায়াম্।

[আদ্ উপসর্গাদ্ এঙি ধাতৌ (পরতঃ) পূর্বপরয়োঃ (স্থানে) পররূপম্ একাদেশঃ (ভবতি) সংহিতায়াম্ (বিষয়ে)]।

বরদরাজঃ—আদুপসর্গাদেঙাদৌ ধাতৌ পররূপমেকাদেশঃ স্যাৎ। প্রেজতে। উপোষতি।।

অনুবাদ—অবর্ণান্ত উপসর্গের পর এঙ্ আদিতে আছে এমন ধাতু থাকিলে (পূর্ব ও পরের স্থানে) পররূপ একাদেশ হয়। প্রেজতে। উপোষতি।।

আলোচনা—'আদ্‌গুণঃ' সূত্র হইতে 'আদ্' পদটি অনুবৃত্ত হইতেছে এবং উহা অনুবৃত্ত 'উপসর্গ' শব্দের বিশেষণ হওয়ায় 'যেন বিধিস্তদন্তস্য'—সূত্র দ্বারা 'আদ্' তদন্তবিধি হওয়ায় 'অবর্ণান্ত 'উপসর্গ' এই অর্থ পাওয়া যায়। উপসর্গাৎ ঋতি ধাতৌ সূত্র হইতে 'উপসর্গাৎ' এবং 'ধাতৌ' পদ দুইটির অনুবৃত্তি হয়। এবং 'এঙি' পদটি 'ধাতৌ' এর বিশেষণ হইলে ও তদন্ত-বিধি না হইয়া তদাদি হইয়া যায়, ফলে এঙাদি ধাতু—এইরূপ অর্থ লাভ হয়। ফলে অবর্ণান্ত উপসর্গের পর এঙাদি ধাতু থাকিলে পূর্ব ও পরের স্থানে পররূপ একাদেশ হয়। 'প্রেজতে' এই উদাহরণে 'প্র+এজতে'— এই অবস্থায় 'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে' এই সূত্রের দ্বারা 'প্র' এর উপসর্গ সংজ্ঞা করিয়া এবং ভূবাদয়ো ধাতবঃ—এই সূত্রের দ্বারা 'এজতে'-এর ধাতু সংজ্ঞা করিয়া এবং 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' সূত্রের সহায়তায় 'এঙি পররূপম্'—সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে পররূপ 'এ'কার একাদেশ করিয়া 'প্রেজতে' পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ অতিশয় প্রকাশিত হইতেছে। 'উপোষতি'—এই উদাহরণে 'উপ+ওষতি'—এই অবস্থায় 'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে' এই সূত্রের দ্বরা 'উপ' এর উপসর্গ সংজ্ঞা করিয়া এবং 'ওষতি' এর 'ভূবাদয়ো ধাতবঃ' সূত্রের দ্বারা ধাতু সংজ্ঞা করিয়া 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—সূত্রের সহায়তায় 'এঙি পররূপম্'—সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে পররূপ একাদেশ করিয়া উপোষতি পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ হইল উপগচ্ছতি।

৩৭। অচোঽন্ত্যাদি টি—১।১।৬৪

অচঃ—৬।১, অন্ত্যাদি—১।১, টি—১।১,

বরদরাজঃ—অচাং মধ্যে যোঽন্ত্যঃ স আদির্যস্য তট্টিসংজ্ঞং স্যাৎ। (শকন্ধ্বাদিষু পররূপং বাচ্যম্)। তচ্চ টেঃ। শকন্ধুঃ। কর্কন্ধুঃ। মনীষা আকৃতিগণোঽয়ম্। মার্তণ্ডঃ।।

অনুবাদ—অচের মধ্যে যে অন্ত্য (অচ্) তাহা আদিতে আছে যাহার তাহার 'টি' সংজ্ঞা হয়। শকন্ধু প্রভৃতি গণপঠিত শব্দ বিষয়ে পূর্ব পদের 'টি'-এর এবং উত্তর পদের অবয়বের অচের স্থানে পররূপ একাদেশ হয়। তাহা (পূর্বে স্থিত) 'টি' এর। শকন্ধুঃ। কর্কন্ধুঃ। মনীষা। এই (গণ) আকৃতিগণ অর্থাৎ আকৃতির দ্বারা বুঝিতে হইবে। (যথা-) মার্তণ্ডঃ।

আলোচনা—*'অচঃ' ইহা নির্ধারণে ষষ্ঠী। জাতি অর্থে একবচন। অন্তে ভবঃ=অন্ত্যঃ।*

অন্ত্যঃ আদির্যস্য তদ্ অন্ত্যাদি। অচের মধ্যে যে অন্ত্য (অচ্) তাহা আদিতে আছে যাহার তাহার 'টি সংজ্ঞা হয়। ইহাতে 'রাম' শব্দে মকারোত্তরবর্ত্তী 'অ'কারের 'টি' সংজ্ঞা হইল। আবার 'মনস্' শব্দে 'অস্' হইল 'টি'সংজ্ঞক। 'শকন্ধু' প্রভৃতি গণে পঠিত শব্দ বিষয়ে তাহাদের সিদ্ধির জন্য পররূপ একাদেশ হয়। এইখানে প্রশ্ন হয়— 'আদ্ গুণঃ' সূত্রের 'আদ্' এর অধিকারে থাকায় মনস্+ঈষা, পতৎ+অঞ্জলিঃ'—এই সমস্ত স্থলে কিভাবে সিদ্ধি হইবে। সেইজন্য বরদরাজ বলিতেছেন—'তচ্চ টেঃ' অর্থাৎ পূর্বের 'টি' এর। 'শকন্ধু'— এই উদাহরণে শকানাম্ অন্ধুঃ এইরূপ বিগ্রহ করিয়া এবং বিভক্তির লোপ' করিয়া 'শক+অন্ধুঃ'—এই অবস্থায় সবর্ণ দীর্ঘ প্রাপ্তিতে 'অচোঽন্ত্যাদি 'টি— এই সূত্রের দ্বারা ককারোত্তরবর্ত্তী অকারের 'টি' সংজ্ঞা হওয়ায় এবং 'শকন্ধ্বাদিষু পররূপম্ বাচ্যম্'—এই বার্ত্তিকের দ্বারা পূর্বের 'টি' এবং পরের অচ্ এর স্থানে পররূপ 'অ' একাদেশ করিয়া শকন্ধুঃ পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ হইল— শকদেশ বিশেষের কূপ। 'কর্ক+অন্ধুঃ'—এই অবস্থায় 'শকন্ধ্বাদিষু পররূপম বাচ্যম্' এই বার্ত্তিকের দ্বারা পররূপ একাদেশ হওয়ায় 'কর্কন্ধুঃ' পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ হইল রাজাদের অন্ধুঃ (কূপ)। 'মনস্ + ঈষা'—এই অবস্থায় 'অচোঽন্ত্যাদি টি'—এই সূত্রের দ্বারা 'অস্' এর 'টি' সংজ্ঞা করিয়া এবং 'শকন্ধ্বাদিষু পররূপম্ বাচ্যম্'—এই বার্ত্তিকের দ্বারা পূর্বের টি ও পরের 'ঈ'- কার এর স্থানে পররূপ একাদেশ করিয়া মনীষা পদ সিদ্ধ হয়। এই শকন্ধ্বাদিগণ আকৃতিগণ। অর্থাৎ গণ পঠিত শব্দের বহির্ভূত শব্দের ও আকৃতি দেখিয়া গণ পাঠের অন্তর্ভূক্ত করিয়া লইতে হইবে। 'মার্তণ্ডঃ' এই উদাহরণে মৃতম্ অণ্ডম্ যস্য সঃ মৃতণ্ডঃ কোনও একজন ঋষি। মৃত+অণ্ডঃ এইরূপ অবস্থায় সবর্ণদীর্ঘকে বাধা দিয়া শকন্ধ্বাদিষু পররূপং বাচ্যম্' এই বার্ত্তিকের দ্বারা পররূপ একাদেশ করিয়া মৃতণ্ড হইল। এই মৃতণ্ড শব্দের উত্তর তত 'আগতঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া 'মার্তণ্ডঃ' পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ সূর্য।

৪০। ওমাঙোশ্চ—৬।১।৯৫

অনুবৃত্তিঃ—পররূপম্, আত্, একঃ পূর্বপরয়োঃ, সংহিতায়াম্।

[আত্ ওমাঙোঃ (পরতঃ) পূর্বপরয়োঃ (স্থানে) পররূপম্ একঃ (আদেশঃ ভবতি) সংহিতায়াম্]।

বরদরাজঃ—ওমি আঙি চাৎপরে পররূপমেকাদেশঃ স্যাৎ। শিবায়োং নমঃ। শিব এহি।।

অনুবাদ—অবর্ণের পরে ওম্ কিংবা আঙ্ থাকিলে (পূর্ব ও পরের স্থানে) পররূপ একাদেশ হয়। শিবায়োং নমঃ। শিব এহি।

আলোচনা—'ওম্ চ আঙ্ চ'=ওমাঙৌ, তয়োঃ ওমাঙোঃ। 'আদ্‌গুণঃ'—এই সূত্র হইতে 'আদ্', 'এঙি পররূপম্' সূত্র হইতে 'পররূপম্' এবং 'একঃ পূর্বপরয়োঃ' পদগুলির অনুবৃত্তি হয়। পূর্ব ও পরের স্থানে বলায় পরে কি থাকিবে—এইরূপ জিজ্ঞাসাতে ওম্ ও আঙ্ পরে থাকিলে হইবে। 'শিবায় ওংনমঃ' এই অবস্থায় অবর্ণের পর 'ওম্' থাকায় 'বৃদ্ধিরেচি' সূত্রের দ্বারা বৃদ্ধি একাদেশ প্রাপ্তিতে তাহা না হইয়া 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' সূত্রের সহায়তায় 'ওমাঙোশ্চ' সূত্রের দ্বারা পূর্বও পরের স্থানে পররূপ একাদেশে 'শিবায়োং নমঃ'—সিদ্ধ হয়। 'শিব+আ+ইহি—এই অবস্থায় ধাতু ও উপসর্গের কার্য অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রথম 'আদ্‌গুণঃ' সূত্রের দ্বারা 'আ' এবং 'ই' এর গুণ একাদেশ 'এ'কার করিয়া 'এহি' হয় এবং শিব+ এহি এই অবস্থায় যাহা হইবে তাহা বক্ষ্যমাণ সূত্রের সাহায্যে সিদ্ধ হইবে।

৪১। **অন্তাদিবচ্চ**—৬।১।৮৫

অন্তাদিবত্—অ., চ—অ.

অনুবৃত্তিঃ—একঃ পূর্বপরয়োঃ।

। পূর্বপরয়োঃ (ভবন্) একঃ (আদেশঃ) অন্তাদিবৎ (ভবতি)।।

বরাদরাজঃ—যোঽয়মেকাদেশঃ স পূর্বস্যান্তবৎ পরস্যাদিবৎ। শিবেহি।।

অনুবাদ—এই যে একাদেশ তাহা পূর্বের অন্তের ন্যায় (অথবা) পরের আদির ন্যায় (হইবে)। শিবেহি।

আলোচনা—'একঃ পূর্বপরয়োঃ'—এই সূত্রটি এইখানে অনুবৃত্ত হইতেছে। ··হার পর 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্'—এই পরিভাষা সূত্র দ্বারা 'অন্তাদিবৎ', পদের যথাক্রমে অন্বয় করিয়া 'পূর্বস্য অন্তবৎ' 'পরস্য আদিবৎ' এইরূপ হইবে। 'শিব+এহি'—এই অবস্থায় এহি পদে 'এ'কারের যে গুণ একাদেশ করা হইয়াছে ঐ একাদেশ 'অন্তাদিবচ্চ' এই অতিদেশ সূত্রের দ্বারা পূর্বের অন্তের ন্যায় অর্থাৎ 'আঙ্' এর ন্যায় মানিয়া 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' সূত্রের সহায়তায় ওমাঙোশ্চ সূত্রের দ্বারা অবর্ণ পূর্বে ও আঙ্ পরে থাকায় পূর্ব ও পরের স্থানে পররূপ একাদেশ করিয়া 'শিবেহি' এই পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ হইল 'হে

শিব আগচ্ছ'। হে শিব, আইস।

৪২। অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ—৬।১।১০১

অকঃ—৫।১, সবর্ণে—৭।১, দীর্ঘঃ—১।১

অনুবৃত্তিঃ—অচি,

[অকঃ সবর্ণে অচি (পরতঃ) পূর্বপরয়োঃ (স্থানে) দীর্ঘঃ একাদেশঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—অকঃ সবর্ণেঽচি পরে পূর্বপরয়োর্দীর্ঘঃ একাদেশঃ স্যাৎ। দৈত্যারিঃ। শ্রীশঃ। বিষ্ণূদয়ঃ। হোতৄকারঃ।।

অনুবাদ—অক্ এর পর সবর্ণ অচ্ থাকিলে পূর্ব ও পরের (স্থানে) দীর্ঘ একাদেশ হয়। (যথা-) দৈত্যারিঃ। শ্রীশঃ। বিষ্ণূদয়ঃ। হোতৄকারঃ।।

আলোচনা—'ইকো যণচি' সূত্র হইতে 'অচি' পদের অনুবর্তন হইতেছে, এবং একঃ পূর্বপরয়োঃ'—অধিকার আছে। দৈত্য+অরিঃ—এই উদাহরণে অকারের পর সবর্ণ অচ্ থাকায় অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে সবর্ণ দীর্ঘ আকার একাদেশ করিয়া দৈত্যারিঃ পদ সিদ্ধ হয়। এইরূপে শ্রী+ঈশঃ=শ্রীশঃ। বিষ্ণু+উদয়ঃ=বিষ্ণূদয়ঃ। হোতৃ+ঋকারঃ=হোতৄকারঃ।

৪৩। এঙঃ পদান্তাদতি—৬।১।১০৯

এঙঃ—৫।১, পদান্তাত্—৫।১, অতি—৭।১

অনুবৃত্তিঃ—পূর্বঃ, সংহিতায়াম্।

[পদান্তাদ্ এঙঃ অতি (পরতঃ) পূর্বপরয়োঃ পূর্বঃ (পূর্বরূপঃ) একাদেশঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—পদান্তাদেঙোঽতি পরে পূর্বরূপমেকাদেশঃ স্যাৎ। হরেঽব। বিষ্ণোঽব।।

অনুবাদ—পদান্ত এঙ্ এর পর হ্রস্ব অকার থাকিলে (পূর্ব ও পরের স্থানে) পূর্বরূপ একাদেশ হয়। (যথা—) হরেঽব। বিষ্ণোঽব।।

আলোচনা—'অমি পূর্বঃ' সূত্র হইতে 'পূর্বঃ' পদটির অনুবৃত্তি হইতেছে। 'একঃ পূর্বপরয়োঃ' সূত্রের অধিকারে বর্তমান সূত্রটি রহিয়াছে। হরে+অব এই অবস্থায় 'এচোঽয়বায়াবঃ'—এই সূত্রের প্রাপ্তিতে তাহা না হইয়া বর্তমান সূত্রের দ্বারা পূর্বের একার ও পরের অকার এর স্থানে পূর্ব রূপ একাদেশ করিয়া 'হরেঽব' পদ সিদ্ধ হয়। এইরূপে—বিষ্ণো+অব=বিষ্ণোঽব পদ সিদ্ধ হয়।

৪৪। সর্বত্র বিভাষা গোঃ—৬।১।১২২

সর্বত্র—অ., বিভাষা—১।১, গোঃ—৬।১;

অনুবৃত্তিঃ—প্রকৃত্যা, এঙঃ পদান্তাদ্ অতি।

[সর্বত্র গোঃ অতি (পরতঃ) পদান্তাদ্ এঙঃ প্রকৃত্যা (ভবতি) বিভাষা]।

বরদরাজঃ—লোকে বেদে চৈঙন্তস্য গোরতি বা প্রকৃতিভাবঃ পদান্তে। গো অগ্রম্, গোঽগ্রম্। এঙন্তস্য কিম্? চিত্রগ্বগ্রম্। পদান্তে কিম্? গোঃ।।

অনুবাদ—লোকে এবং বেদে পদান্ত এঙন্ত 'গো' এর বিকল্পে প্রকৃতিভাব হইবে হ্রস্ব অকাব পরে থাকিলে। (যথা-)' গো অগ্রম্' গোঽগ্রম্। 'এঙন্তস্য' না হইলে কি হইবে? চিত্রগ্বগ্রম্। 'পদান্তে' না হইলে কি হইবে? গোঃ।

আলোচনা—'প্রকৃত্যান্তঃ পাদমব্যপরে'—এইসূত্র হইতে 'প্রকৃত্যা', 'এঙঃ পদান্তাদতি' সূত্র হইতে এঙঃ, পদান্তাৎ এবং অতি পদ অনুবৃত্ত হয়। সর্বত্র শব্দেব দ্বারা লৌকিক ভাষাতে ও বৈদিক ভাষাতে বুঝিতে হইবে। 'গো+অগ্রম্'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'সর্বত্র বিভাষা গোঃ' সূত্রের দ্বারা বিকল্পে প্রকৃতিভাব হওয়ায় 'গো অগ্রম্' —পক্ষে অর্থাৎ প্রকৃতিভাব না হইলে 'গো+অগ্রম্'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'এঙঃ পদান্তাদতি'—এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে পূর্বরূপ একাদেশে গোঽগ্রম্ পদ সিদ্ধ হয়। এঙন্ত না হইলে কি হইবে? চিত্রগ্বগ্রম্। চিত্রা গাবঃ যস্য এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে সমাস কার্য্য করিয়া চিত্রগু শব্দের উত্তর অগ্রম্ শব্দ থাকায় 'একদেশবিকৃত-মনন্যবৎ' পরিভাষা দ্বারা পূর্বে পদান্ত গো শব্দ থাকায় এবং উহা এঙন্ত না হওয়ায় পরে হ্রস্ব অকার থাকাতেও প্রকৃতিভাব হইল না। ফলে 'ইকো যণচি' সূত্রের দ্বারা যণ্ আদেশ করিয়া

'চিত্রগ্বগ্রম্' পদ সিদ্ধ হয়। পদান্ত না হইলে কি হইবে এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলিলেন গো শব্দের পঞ্চমীর একবচনে গো+ঙসি এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া গো+অস্ এই অবস্থায় পদান্ত না হওয়ায় 'সর্বত্র বিভাষা গোঃ' সূত্র দ্বারা প্রকৃতিভাব হইল না এবং 'এঙঃ পদান্তাদতি' সূত্র দ্বারা পূর্বরূপ একাদেশও হইল না। ফলে 'ঙসিঙসোশ্চ' দ্বারা পূর্বরূপ একাদেশ করিয়া ও রুত্ব-বিসর্গ করিয়া 'গোঃ' পদ সিদ্ধ হইল।

৪৫। অনেকাল্‌শিৎ সর্বস্য—১।১।৫৫

অনেকাল্‌শিৎ—১।১, সর্বস্য—৬।১

বরদরাজঃ—ইতি প্রাপ্তে।।

অনুবাদ—এইরূপ প্রাপ্তিতে।

আলোচনা—ন একঃ=অনেকঃ, অনেকঃ অল্ যস্য সঃ=অনেকাল্, শকাব ইৎ যস্য সঃ=শিৎ, অনেকাল্ চ শিৎ চ, সমাহার দ্বন্দ্ব। আদেশটি অনেক বর্ণবিশিষ্ট হইলে অথবা শকার ইৎ বিশিষ্ট হইলে উহা সম্পূর্ণের স্থানে হইবে। গো+অগ্রম্ এই অবস্থায় বক্ষ্যমাণ সূত্র 'অবঙ্ স্ফোটায়নস্য' দ্বারা গো এর বিকল্পে অবঙ্ আদেশ প্রাপ্তিতে 'অনেকাল্‌শিৎ সর্বস্য' সূত্র দ্বারা সম্পূর্ণ 'গো' এর স্থানে 'অবঙ্' প্রাপ্তি হইলে—

৪৬। ঙিচ্চ—১।১।৫৩

ঙিত্—১।১, চ—অ.

অনুবৃত্তিঃ—অলঃ অন্ত্যস্য।

[ঙিত্ (যঃ আদেশঃ সঃ) অন্ত্যস্য অলঃ (স্থানে ভবতি)।।

বরদরাজঃ—ঙিদনেকালপ্যন্ত্যস্যৈব স্যাৎ।।

অনুবাদ—ঙিৎ (আদেশ) অনেক অল্ (বিশিষ্ট) হইলেও অন্ত্যের (স্থানে) ই হয়।

আলোচনা—ঙকার ইৎ যস্য স ঙিৎ। 'অলোঽন্ত্যস্য'—ইহা অনুবৃত্ত হইতেছে। 'ঙিৎ' আদেশ অনেক বর্ণ বিশিষ্ট হইলেও অন্ত্যের স্থানেই হইবে। ফলে 'অবঙ্' ঙিৎ বলিয়া অনেক বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া ও অন্ত্যের স্থানেই হইবে।

৪৭। অবঙ্ স্ফোটায়নস্য—৬।১।১২৩

অবঙ্—১।১, স্ফোটায়নস্য—৬।১

অনুবৃত্তিঃ—গোঃ, অচি, পদান্তাৎ।

[পদান্তে (স্থিতস্য) গোঃ অবঙ্ (আদেশঃ ভবতি) অচি (পরতঃ) সংহিতায়াম্ স্ফোটায়নস্য (মতে)]।

বরদরাজঃ—পদান্তে এঙন্তস্য গোরবঙ্ বাঽচি। গবাগ্রম্, গোঽগ্রম্। পদান্তে কিম্? গবি।।

অনুবাদ—পদান্তে এঙন্ত গো এর বিকল্পে অবঙ্ (আদেশ হয়) অচ্ পরে থাকিলে। (যথা—) গবাগ্রম্ গোঽগ্রম্। পদান্তে না হইলে কি হইবে? গবি।।

আলোচনা—'গো+অগ্রম্'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'ঙিচ্চ'—এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'অবঙ্ স্ফোটায়নস্য' এই সূত্রের দ্বারা ওকারের বিকল্পে অবঙ্ আদেশ করিয়া এবং অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'গব+অগ্রম্' এই অবস্থায় 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ'—এই সূত্রের দ্বারা পূর্বও পরের স্থানে দীর্ঘ 'আকার' একাদেশ করিয়া 'গবাগ্রম্', 'অবঙ্' না হইলে 'সর্বত্র বিভাষা গোঃ' এই সূত্রের দ্বারা বিকল্পে প্রকৃতিভাব হওয়াতে 'গো অগ্রম্' এই পদ হয়, এবং প্রকৃতিভাবের অভাবপক্ষে গো+অগ্রম্ এই অবস্থায় 'এঙঃ পদান্তাদতি' এই সূত্রের দ্বারা পূর্বরূপ একাদেশ হওয়ায় 'গোঽগ্রম্' পদ সিদ্ধ হয়।

৪৮। ইন্দ্রে চ—৬।১।১২৪

ইন্দ্রে—৭।১, চ—অ.

অনুবৃত্তিঃ—গোঃ, অবঙ্, অচি।

[ইন্দ্রে (শব্দে) অচি (পরতঃ) গোঃ অবঙ্ আদেশঃ (ভবতি) সংহিতায়াম্]।

বরদরাজঃ—গোরবঙ্ স্যাদিন্দ্রে। গবেন্দ্রঃ।।

অনুবাদ—'গো' এর অবঙ্ হয় ইন্দ্র (শব্দ) পরে থাকিলে। (যথা-) গবেন্দ্রঃ।।

আলোচনা—বিকল্প নিষেধের জন্য এই সূত্রের প্রারম্ভ। 'গো+ইন্দ্রঃ'—এইরূপ অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'ঙিচ্চ'—এই দুই সূত্রের সহায়তায় ওকারের 'অবঙ্' আদেশ করিয়া ও অনুবন্ধলোপ করিয়া গব+ইন্দ্র এই অবস্থায়

'আদ্‌গুণঃ' সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে গুণ 'এ'কার একাদেশ করিয়া গবেন্দ্রঃ পদ সিদ্ধ হয়।

৪৯। দূরাদ্ধূতে চ—৮।২।৮৪

দূরাৎ—৫।১, হূতে—৭।১, চ-অ.

বাক্যস্য টেঃ প্লুতঃ উদাত্তঃ ইতি অধিক্রিয়তে।

[দূরাদ্ হূতে (আহ্বানে) বাক্যস্য টেঃ প্লুতঃ উদাত্তঃ (চ ভবতি)]।

বরদরাজঃ—দূরাৎ সম্বোধনে বাক্যস্য টেঃ প্লুতো বা।।

অনুবাদ—দূর হইতে সম্বোধনে বাক্যের 'টি' এর বিকল্পে প্লুত (ও উদাত্ত) সংজ্ঞা হয়।

আলোচনা—হূত=আহ্বান। এইখানে সম্বোধন অর্থ বিবক্ষিত। 'বাক্যস্য টেঃ প্লুত উদাত্তঃ' ইহার অধিকার এইখানে রহিয়াছে। ফলে অর্থ হইল দূর হইতে সম্বোধনে যে বাক্য ব্যবহার করা হয় তাহার 'টি' এর প্লুত সংজ্ঞা হয় বিকল্পে।

৫০। প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্—৬।১।১২৫

প্লুতপ্রগৃহ্যাঃ—১।৩, অচি—৭।১, নিত্যম্—২।১

অনুবৃত্তিঃ—প্রকৃত্যা।

[প্লুতপ্রগৃহ্যা নিত্যম্ প্রকৃত্যা (ভবন্তি) অচি (পরতঃ)]।

বরদরাজঃ—এতেঽচি প্রকৃত্যা স্যুঃ। আগচ্ছ কৃষ্ণ৩ অত্র গৌশ্চরতি।।

অনুবাদ—প্লুত ও প্রগৃহ্যের (নিত্য) প্রকৃতিভাব হয় অচ্ পরে থাকিলে। (যথা-) আগচ্ছ কৃষ্ণ৩ অত্র গৌশ্চরতি।।

আলোচনা—'প্রকৃত্যান্তঃ পাদম্—'সূত্র হইতে 'প্রকৃত্যা' পদের অনুবৃত্তি হইতেছে। প্রকৃত্যা ভাবঃ=প্রকৃতিভাবঃ। অর্থাৎ যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি থাকা। অতএব সন্ধি না হওয়া। 'আগচ্ছ কৃষ্ণ৩+অত্র গৌশ্চরতি'—এই উদাহরণে 'দূরাদ্ধূতে চ' এই সূত্রের দ্বারা 'ণ'কারোত্তরবর্ত্তী অকারের প্লুত সংজ্ঞা হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' সূত্রের সহায়তায় 'প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি

নিত্যম্'—সূত্রের দ্বারা প্রকৃতিভাব হওয়ায় 'আগচ্ছ কৃষ্ণ৩ অত্র গৌশ্চরতি' এইরূপ সিদ্ধ হইল।

৫১। ঈদূদেদ্দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্—১।১।১১

ঈদূদেদ্—১।১, দ্বিবচনম্—১।১, প্রগৃহ্যম্—১।১

বরদরাজঃ—ঈদূদেদন্তং দ্বিবচনং প্রগৃহ্যং স্যাৎ। হরী এতৌ। বিষ্ণূ ইমৌ। গঙ্গে অমূ।।

অনুবাদ—ঈকারান্ত দ্বিবচন ঊকারান্ত দ্বিবচন এবং একারান্ত দ্বিবচনের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হয়। হরীএতৌ। বিষ্ণূ ইমৌ। গঙ্গে অমূ।

আলোচনা—ঈচ্চ ঊচ্চ এচ্চ = ঈদূদেত্। সমাহারদ্বন্দ্ব সমাস করিয়া একবচন হইয়াছে। ঈকারান্ত দ্বিবচন, ঊকারান্ত দ্বিবচন এবং একারান্ত দ্বিবচনের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়। 'হরী+এতৌ'—এই উদাহরণে 'হরী' ঈকারান্ত দ্বিবচন থাকায় উহার বর্তমান সূত্রের দ্বারা প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' সূত্রের সহায়তায় 'প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্' এই সূত্রের দ্বারা প্রকৃতিভাব হওয়ায় 'হরী এতৌ'—এইরূপ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ এইখানে সন্ধি হইবে না। বিষ্ণূ+ইমৌ' এই উদাহরণে 'ঈদূদেদ্ দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্' এই সূত্রের দ্বারা 'ঊ'-এর প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'প্লুত-প্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্'—এই সূত্রের দ্বারা প্রকৃতিভাব হওয়ায় 'বিষ্ণূ ইমৌ' এইরূপ সিদ্ধ হয়। 'গঙ্গে+অমূ'—এই উদাহরণে গঙ্গা শব্দের প্রথমার দ্বিবচনে 'গঙ্গে' পদ হয়। 'গঙ্গে'-পদে একারান্ত দ্বিবচন থাকায় 'ঈদূদেদ্দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্' এই সূত্র দ্বারা প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হওয়ায় 'প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্' এই সূত্রের দ্বারা প্রকৃতিভাব হওয়ায় 'গঙ্গে অমূ' এইরূপ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ এইখানেও সন্ধি হইল না।

৫২। অদসো মাৎ—১।১।১১

অদসঃ—৬।১, মাৎ-৫।১

অনুবৃত্তিঃ—ঈদূদেৎ, প্রগৃহ্যম্।

[অদসঃ মাৎ ঈদূদেৎ প্রগৃহ্যম্ ভবতি)]।

বরদরাজঃ—অস্মাৎপরাবীদূতৌ প্রগৃহ্যৌ স্তঃ। অমী ঈশাঃ। রামকৃষ্ণাবমূ আসাতে। মাৎ কিম্? অমুকেঽত্র।।

অনুবাদ—অদস্‌-সম্বন্ধী মকারের উত্তর ঈকার ও ঊকারের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হয়। অমী ঈশাঃ। রামকৃষ্ণাবমূ আসাতে। 'মাৎ' না বলিলে কি হইবে? অমুকেঽত্র।।

আলোচনা—'অদসঃ' এইখানে অবয়ব ষষ্ঠী রহিয়াছে। অর্থাৎ অদস্‌ শব্দের অবয়বের মকারের উত্তর এইরূপ বুঝিতে হইবে। 'মাৎ'—ইহা দিগ্‌যোগে পঞ্চমী। 'ঈদূৎ' এবং 'প্রগৃহ্য' অনুবৃত্ত করা হইতেছে। বৃত্তিতে পর-শব্দের অধ্যাহার কবা হইযাছে। 'দ্বিবচনম্‌' পদটির কিন্তু অনুবৃত্তি হইতেছে না। 'অমী+ঈশাঃ'—এই উদাহরণে অদস্‌ শব্দেব পুংলিঙ্গে প্রথমার বহুবচনে অমী শব্দে অদস্‌ শব্দেব মকাবের উত্তব ঈ-কার থাকায় তাহার 'অদসো মাৎ' সূত্রেব দ্বারা প্রগৃহ্য সংজ্ঞা দ্বারা প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্‌' এই সূত্রের দ্বারা প্রকৃতিভাব হওযায 'অমী ঈশাঃ' এইরূপ সিদ্ধ হয়। ইহাব অর্থ হইল উহারা ঈশ্বর। 'বামকৃষ্ণাবমূ+আসাতে' এই স্থলে পুংলিঙ্গ 'অদস্‌' শব্দের প্রথমার দ্বিবচনে 'অমূ' এই পদটিতে অদস্‌ সম্বন্ধী মকাবেব উত্তর ঊকারের 'অদসঃ মাৎ' সূত্রের দ্বাবা প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হওয়ায 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' সূত্রের সহাযতায় 'প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্‌' সূত্রেব দ্বাবা প্রকৃতিভাব হওযায 'অমূ আসাতে' এইরূপ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ—উপবিশতঃ। এই উদাহরণে 'রামকৃষ্ণৌ' বলাতে স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ অদস্‌ শব্দের প্রথমার দ্বিবচনে 'অমূ' পদের গ্রহণ হইবে না। কাবণ ঐ দুইটি স্থলে একাবেব স্থানে 'ঊ' কাব হওয়ায এবং তাহা অসিদ্ধ হওযায পূর্বসূত্রেব দ্বারাই প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইয়া যায়। ইহা সুবন্ত প্রকরণে বিস্তৃত ভাবে জানা যাইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে অদসঃ'—এইরূপ সূত্র থাকুক। অর্থাৎ 'মাৎ' পদটিব গ্রহণ কেন? তাহা হইলে 'অমুকে + অত্র' এই স্থলে অদস্‌ শব্দের সঙ্গে 'অকচ্‌' প্রত্যয যুক্ত হইযা 'অদকস্‌' শব্দের সপ্তমীর একবচনে 'অমুকে' এই পদের উত্তর অত্র পদ থাকায় সূত্রে মাৎ না থাকিলে এইখানে ও একারের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইয়া যাইবে। 'ঈদূদেদ্‌ দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্‌' সূত্র হইতে 'এৎ' এর অনুবৃত্তি হইযা যায়। ফলে ঐ দোষ নিবারণের জন্য 'মাৎ' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে। অমুকে + অত্র এইস্থলে মকারের পর একার না থাকায় প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইল না। ফলে—'এঙঃ পদান্তাদতি' সূত্র দ্বারা পূর্বরূপ একাদেশ করিয়া অমুকেঽত্র সিদ্ধ হইল।

৫৩। **চাদয়োঽসত্ত্বে**—১।৪।৫৭

চাদয়ঃ—১।৩, অসত্ত্বে—৭।১

অনুবৃত্তিঃ—নিপাতাঃ।

। চাদয়ঃ অসত্ত্বে নিপাতাঃ (ভবন্তি)।।

বরদরাজঃ—অদ্রব্যার্থাশ্চাদয়ো নিপাতাঃ স্যুঃ।।

অনুবাদ—অদ্রব্যবাচী 'চ' প্রভৃতির নিপাত সংজ্ঞা হয়।

আলোচনা—'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ হইল দ্রব্য। বৈয়াকরণগণ লিঙ্গসংখ্যাকারকান্বিত বস্তুকে দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন। অদ্রব্যার্থক 'চ' প্রভৃতির নিপাত সংজ্ঞা হয়।

৫৪। প্রাদয়ঃ—১।৪।৫৮

প্রাদয়ঃ—১।৩

অনুবৃত্তিঃ—অসত্ত্বে, নিপাতাঃ।

। প্রাদয়ঃ অসত্ত্বে নিপাতাঃ (ভবন্তি)।।

বরদরাজঃ—এতেঽপি তথা।।

অনুবাদ—এই (প্রাদি) গুলি ও সেইরূপ (নিপাত সংজ্ঞক) হয়।

আলোচনা—অদ্রব্যবাচী প্র-প্রভৃতির নিপাত সংজ্ঞা হয়। যথা—প্রগতঃ আচার্যঃ=প্রাচার্যঃ।

৫৫। নিপাত একাজনাঙ্—১।১।১৪

নিপাতঃ—১।১, একাচ্-১।১, অনাঙ্—১।১

অনুবৃত্তিঃ—প্রগৃহ্যম্।

। একাচ্ অনাঙ্ নিপাতঃ প্রগৃহ্যঃ (ভবতি)।।

বরদরাজঃ—একোঽজ্ নিপাত আঙ্বর্জঃ প্রগৃহ্যঃ স্যাৎ। ই ইন্দ্রঃ। উ উমেশঃ। 'বাক্যস্মরণয়োরঙিৎ'। আ এবং নু মন্যসে। আ এবং কিল তৎ। অন্যত্র ঙিৎ; আ ঈষদুষ্ণম্ ওষ্ণম্।।

অনুবাদ—আঙ্ ভিন্ন এক স্বরবিশিষ্ট নিপাতের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়। ই ইন্দ্রঃ। উ উমেশঃ। বাক্যার্থ ও স্মরণস্থলে (আ) অঙিৎ (বুঝিবে)। (যথা-) আ এবং *নু মন্যসে*। আ এবং কিল তৎ। অন্যত্র ঙিৎ; আ=ঈষদ্ উষ্ণম্=ওষ্ণম্।।

আলোচনা—একশ্চাসৌ অচ্চ=একাচ্, কর্মধারয়সমাস। আঙ্ ভিন্ন একাচ্ নিপাতের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইবে। 'ই+ইন্দ্রঃ' এই স্থলে 'চাদয়োঽসত্ত্বে'—এই সূত্রের দ্বারা 'ই' এর নিপাত সংজ্ঞা হওয়ায় 'নিপাত একাজনাঙ্' সূত্রের দ্বারা তাহার প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হওয়ায় 'প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্'—এই সূত্রের দ্বারা প্রগৃহ্যের উত্তর অচ্ থাকায় প্রকৃতিভাব হওয়ায় সন্ধি হইল না। এইখানে 'ই' বিস্ময়জ্ঞাপক। 'উ+উমেশঃ' এই অবস্থাতেও 'চাদয়োঽসত্ত্বে' সূত্রের দ্বারা 'উ' এর নিপাত সংজ্ঞা এবং 'নিপাত একাজনাঙ্' সূত্রের দ্বারা প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' সূত্রের সহায়তায় 'প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্' সূত্র দ্বারা প্রকৃতি— ভাব হওয়ায় 'উ উমেশঃ' এইরূপ সিদ্ধ হইল। 'বাক্যস্মরণয়োরঙিৎ'—ইহা ভাষ্যকারিকার একটি চরণ। সম্পূর্ণ কারিকটি হইল এইরূপ—

'ঈষদর্থে ক্রিয়াযোগে মর্যাদাভিবিধৌ চ যঃ।
এতমাতং ঙিতং বিদ্যাদ্ বাক্যস্মরণয়োরঙিৎ।।'

ঈষদ্ অর্থে, ক্রিয়ার সহিত যোগে, মর্যাদা (সীমা) ও অভিবিধি (ব্যাপ্তি) বুঝাইলে 'আ' কে 'ঙিৎ' বুঝিতে হইবে কিন্তু বাক্যার্থ ও স্মরণ বুঝাইলে 'আ' 'অ-ঙিৎ' বুঝিতে হইবে। ঈষদ্ প্রভৃতি অর্থ বুঝাইলে সন্ধি হইবে। 'আ+এবং নু মন্যসে'—এই উদাহরণে 'আ' বাক্যের অর্থ বুঝাইতেছে। অতএব অঙিৎ থাকায় 'নিপাত একাজনাঙ' দ্বারা 'আ' এর প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হওয়ায় 'প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্' সূত্র দ্বারা প্রকৃতিভাব হইল। অর্থাৎ সন্ধি হইল না। 'আ+এবং কিল তৎ'—এই উদাহরণে 'আ'-এর দ্বারা কিছু স্মরণ বুঝাইতেছে। ফলে 'আ' অঙিৎ বলিয়া 'নিপাত একাজনাঙ্' সূত্র দ্বারা প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হওয়ায় 'প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্' সূত্র দ্বারা প্রকৃতিভাব হওয়ায় সন্ধি হইল না। ফলে আ এবং কিল তৎ এইরূপ সিদ্ধ হইল। আর 'আ' যদি 'ঙিৎ' হয় তাহা হইলে সন্ধি হইবে। 'আ+উষ্ণম্'—এই উদাহরণে 'আ' এর অর্থ ঈষদ্, উহা ঙিৎ'। ফলে গুণ একাদেশ 'ও'কার করিয়া 'ওষ্ণম্' পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ অল্প তাপযুক্ত।

৫৬। ওৎ—১।১।১৫

ওৎ—১।১.

অনুবৃত্তিঃ—নিপাতঃ, প্রগৃহ্যম্।

[ওৎ নিপাতঃ প্রগৃহ্যঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—ওদন্তো নিপাতঃ প্রগৃহ্যঃ স্যাৎ। অহো ঈশাঃ।।

অনুবাদ—ওকারান্ত নিপাতের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়। (যথা-) অহো ঈশাঃ।।

আলোচনা—'অহো+ঈশাঃ'—এই উদাহরণে 'চাদয়োঽসত্ত্বে' এই সূত্রের দ্বারা 'অহো' এর নিপাতসংজ্ঞা হইল। যদিও চাদিগণে 'অহো'-এর পাঠ নাই, তথাপি 'আকৃতিগণ' মানিয়া 'অহো' শব্দকে 'চাদিগণে' অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তাহার পর নিপাত সংজ্ঞক 'অহো'-এব 'ওৎ' সূত্রের দ্বারা প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হওয়ায় 'প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্' সূত্র দ্বারা প্রকৃতিভাব হওয়ায় সন্ধি হইল না। ফলে অহোঈশাঃ—এইরূপ সিদ্ধ হইল।

৫৭। সম্বুদ্ধৌ শাকল্যস্যেতাবনার্ষে—১।১।১৬

সম্বুদ্ধৌ—৭।১, শাকল্যস্য—৬।১, ইতৌ-৭।১, অনার্ষে—৭।১

অনুবৃত্তিঃ—ওৎ, প্রগৃহ্যম্।

। সম্বুদ্ধৌ ওৎ প্রগৃহ্যঃ (ভবতি) অনার্ষে ইতৌ (পবতঃ)•শাকল্যস্য (মতেন) ।।

বরদরাজঃ—সম্বুদ্ধিনিমিত্তকঃ ওকারো বা প্রগৃহ্যোঽবৈদিকে ইতৌ পরে। বিষ্ণো ইতি, বিষ্ণ ইতি, বিষ্ণবিতি।।

অনুবাদ—সম্বুদ্ধিকে নিমিত্ত মানিয়া যে ওকার তাহার বিকল্পে প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হয বেদ—ভিন্ন 'ইতি' শব্দ পরে থাকিলে। (যথা-) বিষ্ণো ইতি, বিষ্ণ ইতি, বিষ্ণবিতি।।

আলোচনা—'সম্বোধনে প্রথমার একবচনের সম্বুদ্ধি সংজ্ঞা হয়। ইহা পরে বলা হইবে। সেই সম্বুদ্ধিকে নিমিত্ত মানিয়া যে 'ও'কার তাহার বিকল্পে প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়। 'বিষ্ণো+ইতি'—এই উদাহরণে বিষ্ণু শব্দের সম্বোধনের একবচন 'সু' কে অর্থাৎ সম্বুদ্ধিকে নিমিত্ত মানিয়া উকারের 'ও'কার হওয়ায় ঐ 'ও'কারের বিকল্পে প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইল। 'সম্বুদ্ধৌ শাকল্যস্যেতাবনার্ষে' সূত্র দ্বারা তাহার পর বিষ্ণো+ইতি এই স্থলে 'প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্' সূত্র দ্বারা প্রকৃতিভাব হওয়ায় 'বিষ্ণোইতি এই পদ হয়, 'প্রগৃহ্য' সংজ্ঞা না হইলে 'বিষ্ণো + ইতি' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এবং 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই

দুই সূত্রের সহায়তায় 'এচোঽয়বায়াবঃ' - সূত্রের দ্বারা 'ও'কারের 'অব্' আদেশ করিয়া বিষ্ণব্ + ইতি এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'লোপঃ শাকল্যস্য' এই সূত্রের দ্বারা বিকল্পে 'ব'কারের লোপ করিয়া 'বিষ্ণইতি' এবং লোপের অভাব পক্ষে 'বিষ্ণবিতি'—এই রূপে তিনটি পদ সিদ্ধ হয়।

৫৮। ময় উঞো বো বা - ৮।৩।৩৩

ময়ঃ- ৫।১, উঞঃ- ৬।১, বঃ- ১।১, বা-অ০।

অনুবৃত্তিঃ- অচি ।

[ময়ঃ (উত্তরস্য) উঞঃ বা বঃ (ভবতি) অচি (পরতঃ)]।

বরদরাজঃ- ময়ঃ পরস্য উঞো বো বাঽচি। কিম্বুক্তম্, কিমু উক্তম্।।

অনুবাদ - ময়্ এর পর উঞ্ এর বিকল্পে 'ব্' আদেশ হয় অচ্ পরে থাকিলে। (যথা) কিম্বুক্তম্, কিমু উক্তম্।।

আলোচনা - 'ঙমো হ্রস্বাদচি—' ইত্যাদি সূত্র হইতে 'অচি'- অনুবৃত্ত হইতেছে। কিমু + উক্তম্ এই স্থলে 'নিপাত একাজনাঙ্' সূত্র দ্বারা প্রগৃহ্য সংজ্ঞাও নিত্য প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত থাকায় 'ময উঞো বো বা' এই সূত্রের সৃষ্টি। ফলে এই সূত্রের দ্বারা 'উ' এর বিকল্পে 'ব্' আদেশ করিয়া 'কিম্বুক্তম্' পদ হয়। বকারাদেশ না হইলে 'কিমু + উক্তম্' এই অবস্থাতে ' চাদয়োঽসত্ত্বে' সূত্র দ্বারা 'উ' এর নিপাতসংজ্ঞা করিয়া 'নিপাত একাজনাঙ্' সূত্র দ্বারা প্রগৃহ্যসংজ্ঞা করিয়া এবং 'প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্' সূত্র দ্বারা প্রকৃতিভাব হওয়ায় 'কিমু উক্তম্' এই রূপ হয়।

৫৯। ইকোঽসবর্ণে শাকল্যস্য হ্রস্বশ্চ - ৬। ১। ১২৭

ইকঃ- ৬।১, অসবর্ণে - ৭।১, শাকল্যস্য - ৬।১, হ্রস্বঃ- ১।১, চ-অ০।

অনুবৃত্তিঃ- অচি, পদান্তাৎ।

[অসবর্ণে অচি (পরতঃ) পদান্তস্য ইকঃ হ্রস্বঃ (ভবতি) শাকল্যস্য (মতেন) চ (প্রকৃত্যা ভবতি)]।

বরদরাজঃ- পদান্তা ইকো হ্রস্বা বা স্যুরসবর্ণেঽচি। হ্রস্ববিধিসামর্থ্যান্ন স্বরসন্ধিঃ। চক্রি অত্র, চক্র্যত্র। পদান্তা ইতি কিম্? গৌর্যৌ—

অনুবাদ ঃ- পদান্ত ইকের বিকল্পে হ্রস্ব হয় অসবর্ণ অচ্ পরে থাকিলে। হ্রস্বের বিধান সামর্থ্যে আর স্বর (যণ্) - সন্ধি হয় না। (যথা-) চক্রি অত্র, চক্র্যত্র। 'পদান্তা' না বলিলে কি হইবে? গৌর্যৌ—

আলোচনা - 'এঙঃ পদান্তাদতি' সূত্র হইতে 'পদান্তাৎ' পদটি অনুবৃত্ত হইয়া তাহার ষষ্ঠীতে বিপরিণাম হইতেছে। সূত্রে 'চ' থাকায় 'প্রকৃত্যান্তঃ পাদম্—' সুত্রহইতে 'প্রকৃত্যা' পদের অনুকর্ষণ হয়। পদান্ত ইকের বিকল্পে হ্রস্ব হয় অসবর্ণ অচ্ পরে থাকিলে এবং তাহার প্রকৃতি ভাব হয়। বরদরাজ বলিতেছেন 'চক্রী + অত্র' এই অবস্থায় 'ইকোঽসবর্ণে—' সুত্রের দ্বারা বিকল্পে ইকারের হ্রস্ব হওয়ায় 'চক্রি অত্র' -এই অবস্থায হ্রস্ব বিধান সামর্থ্য হেতু ইকারের 'যণ্' আদেশ হইবে না। আর হ্রস্ব আদেশ না হইলে 'চক্রী + অত্র' এই অবস্থায় 'ইকো যণচি' সূত্রের দ্বারা ঈকারের যণ্ আদেশ হওয়ায় এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' সূত্র দ্বারা ঈকারের যকার আদেশ করিয়া 'চক্র্যত্র' পদ সিদ্ধ হয়। 'পদান্তাঃ' না বলিলে কি হইবে? 'গৌরী + ঔ' এই অবস্থায় ঈকার পদান্ত না হওয়ায় বর্তমান সূত্রের প্রপ্তি হইল না ফলে যণ্ আদেশ করিয়া গৌর্যৌ পদ সিদ্ধ হইল।

৬০। অচো রহাভ্যাং দ্বে - ৮।৪।৪৬

অচঃ- ৫।১, রহাভ্যাম্ - ৫।২, দ্বে - ১।২

অনুবৃত্তিঃ- যরঃ, বা।

[অচঃ (পরাভ্যাম্) র-হাভ্যাম্ (পবস্য) যরো দ্বে বা (ভবতঃ)]।

বরদরাজঃ- অচঃ পরাভ্যাং রেফহকারাভ্যাং পরস্য যরো দ্বে বা স্তঃ। গৌর্য্যৌ। (ন সমাসে)। বাপ্যশ্বঃ।।

অনুবাদ - 'অচ্' এর উত্তর রেফ ও হকারের পরবর্ত্তী 'যর্' -এর বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। (যথা-) গৌর্য্যৌ। (সমাসে পদান্ত ইকের হ্রস্ব হয় না)। (যথা-) বাপ্যশ্বঃ।।

আলোচনা - 'যরোঽনুনাসিকেঽনুনাসিকো বা'—এই সূত্র হইতে 'যরঃ' এবং 'বা' এই পদ দুইটি অনুবৃত্ত হইতেছে। 'গৌর্যৌ' এই উদাহরণে 'গৌর্য্ উ' - এই অবস্থায় অচ্ এর পর রেফ রহিয়াছে, তাহার উত্তর 'যর্' প্রত্যাহারস্থিত বর্ণ যকারের বিকল্পে দ্বিত্ব হইয়া 'গৌর্য্যৌ' পদ হয়। এবং পক্ষে গৌর্যৌ - এই পদ হয়।

সমাসে পদান্ত 'ইকের বিকল্পে হ্রস্ব হয় না। যথা - 'বাপ্যাম্ অশ্বঃ' এই রূপ সপ্তমী-তৎপুরুষ সমাসে বাপী + অশ্বঃ' - এই অবস্থায় হ্রস্ব হইল না। ফলে 'ইকো যণচি' সূত্র দ্বারা 'যণ্' আদেশ করিয়া 'বাপ্যশ্বঃ' পদ সিদ্ধ হইল।

৬১। ঋত্যকঃ - ৬।১। ১২৮

ঋতি - ৭।১, অকঃ- ৬।১.

অনুবৃত্তি ঃ- শাকল্যস্য হ্রস্বশ্চ, পদান্তাৎ।

। ঋতি (পরতঃ) পদান্তস্য অকঃ হ্রস্বশ্চ (ভবতি) শাকল্যস্য (মতেন)।।

বরদরাজঃ- ঋতি পরে পদান্তা অকঃ প্রাগ্বদ্বা। ব্রহ্ম ঋষিঃ, ব্রহ্মর্ষিঃ। পদান্তাঃ কিম্? আর্চ্ছৎ।।

ইত্যচ্সন্ধিঃ।

অনুবাদ - হ্রস্ব 'ঋ' পরে থাকিলে পদান্ত অকের বিকল্পে পূর্বের মত (হ্রস্ব) হয়। (যথা-) ব্রহ্ম ঋষিঃ, ব্রহ্মর্ষিঃ। 'পদান্তাঃ' না (বলিলে) কি হইবে? আর্চ্ছৎ।।

ইতি স্বরসন্ধিঃ।

আলোচনা - 'ব্রহ্মা + ঋষিঃ' এই অবস্থায় মকারোত্তরবর্ত্তী আকারের বিকল্পে হ্রস্ব অকার করিয়া 'ব্রহ্ম ঋষিঃ' এই পদ সিদ্ধ হয়। যখন হ্রস্ব হইবে না তখন 'ব্রহ্মা + ঋষিঃ' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য,' 'অদেঙ্ গুণঃ', 'স্থানেঽন্তরতমঃ'- এই সূত্রত্রয়ের সহায়তায় 'আদ্ গুণঃ'- এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে গুণ 'অ'কার করিয়া এবং 'উরণ্ রপরঃ' এই সূত্রের দ্বারা র'-প্রত্যাহারপরক করিয়া 'স্থানেঽন্তরতমঃ' - সূত্র দ্বারা 'র'পর করিয়া 'ব্রহ্মর্ষিঃ' এই পদ সিদ্ধ হয়। 'পদান্ত' না হইলে কি হইবে? এই রূপ জিজ্ঞাসাতে -'আ + ঋচ্ছৎ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'বৃদ্ধিরাদৈচ্', 'স্থানেঽন্তরতমঃ' - এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'আটশ্চ' এই সূত্রের দ্বারা বৃদ্ধি একাদেশ আকার করিয়া এবং 'উরণ্ রপরঃ' সূত্র দ্বারা রপর করিয়া আর্চ্ছৎ পদ সিদ্ধ হয়। সূত্রের বৃত্তিতে 'পদান্ত' অনুবৃত্তি না করিলে এইখানে ও বিকল্পে হ্রস্ব হইয়া যাইত। 'পদান্ত' বলাতে তাহা হইল না।

——o——

।। অথ হল্‌সন্ধিঃ ।।

৬২। স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ - ৮।৪।৪০

স্তোঃ - ৬।১, শ্চুনা - ৩।১, শ্চুঃ - ১।১.

বরদরাজঃ- সকারতবর্গযোঃ শকারচবর্গাভ্যাং যোগে শকারচবর্গৌ স্তঃ। রামশ্শেতে। রামশ্চিনোতি। সচ্চিৎ। শার্ঙ্গিঞ্জয়।।

অনুবাদ - শকার ও চবর্গের, যোগে সকারের শকার ও তবর্গের চবর্গ হয়। (যথা-) রামশ্শেতে। রামশ্চিনোতি। সচ্চিৎ। শার্ঙ্গিঞ্জয়।

আলোচনা - স্ চ তুশ্চ = 'স্তুঃ', তয়োঃ = 'স্তোঃ' - সমাহারদ্বন্দ্ব। সৌত্র বলিয়া পুংলিঙ্গ হইয়াছে। শ্ চ চুশ্চ = 'শ্চুঃ', তেন = শ্চুনা, সমাহারদ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে। 'শ্চুনা' ইহা সহার্থে তৃতীয়া। শকার ও চবর্গের সঙ্গে যুক্ত হইলে সকারের শকার এবং তবর্গের চবর্গ হয়। এই বিষয়টি একটি কারিকার দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতে পারে—

'যোগে সতি শকারেণ চবর্গেণ সহাথবা।
সকারস্য শকারঃ স্যাৎ তবর্গস্য চবর্গতা।।'

'রামস্ + শেতে' - এই অবস্থায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' - এই সূত্রের সহায়তায় 'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ'-এই সূত্রের দ্বারা শকারের যোগ থাকায় 'স'—কারের শকার হওয়ায় 'রামশ্শেতে'- এই পদ সিদ্ধ হয়। 'রামস্ + চিনোতি' - এই উদাহরণে চবর্গের যোগ থাকায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রের সহায়তায় 'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ' এই সূত্রের দ্বারা চবর্গের যোগ থাকায় সকারের শকার করিয়া 'রামশ্চিনোতি' পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ হইল ‍াম চয়ন করিতেছে। 'সৎ + চিৎ' - এই উদাহরণে 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রের সহায়তায়' 'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'তকারের' 'চ'কার করিয়া সচ্চিৎ পদ সিদ্ধ হয়। 'শার্ঙ্গিন্ + জয়' এই উদাহরণে 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্'- এই সূত্রের সহায়তায় 'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'ন্'কারের 'ঞ্'কার করিয়া 'শার্ঙ্গিঞ্জয়' পদ সিদ্ধ হয়। হে 'শার্ঙ্গ' নামক ধনুযের ধারক বিষ্ণু, বিজয় লাভ কর — ইহা এই উদাহরণের অর্থ।।

৬৩। **শাৎ** - ৮। ৪। ৪৪।

শাৎ - ৫।১.

অনুবৃত্তিঃ- তোঃ, চুঃ, ন।

[শাৎ (পরস্য) তোঃ চুঃ ন. (ভবতি)]।

বরদরাজঃ- শাৎ পরস্য তবর্গস্য চুত্বং ন স্যাৎ। বিশ্নঃ। প্রশ্নঃ।।

অনুবাদ - শকারের পরে (স্থিত) তবর্গের চবর্গ হয়না। (যথা-) বিশ্নঃ। প্রশ্নঃ।।

আলোচনা - 'ন পদান্তাৎ-' এই সূত্র হইতে 'ন', 'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ'- সূত্র হইতে 'তোঃ' এবং 'চুঃ' - এই পদগুলি অনুবৃত্ত হইতেছে। 'পরস্য' পদটির অধ্যাহার হইতেছে। 'বিশ্ + নঃ' - এই অবস্থায় 'ন' কারের 'ঞ' কার প্রাপ্ত ছিল 'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ' সূত্রের দ্বারা। কিন্তু 'শাৎ' - এই সূত্রের নিষেধ হেতু 'শ'কারের পর 'ন' কারের 'চু'ত্ব হইল না। ফলে 'বিশ্নঃ' পদ হইল। আবার 'প্রশ্ + নঃ' এই উদাহরণে ও 'শাৎ' - সূত্রের নিষেধ থাকায় 'ন' কারের 'চু'ত্ব অর্থাৎ 'ঞ' হইল না।

৬৪। **ষ্টুনা ষ্টুঃ**- ৮। ৪। ৪১

ষ্টুনা - ৩। ১, ষ্টুঃ- ১। ১.

অনুবৃত্তিঃ- **স্তোঃ**,

[**স্তোঃ** ষ্টুনা যোগে ষ্টুঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ- স্তোঃ ষ্টুনা যোগে ষ্টুঃ স্যাৎ। রামষ্‌ষষ্ঠঃ। রামষ্টীকতে। পেষ্টা। তট্টীকা। চক্রিণ্ঢৌকসে।।

অনুবাদ - ষ-কার এবং টবর্গের যোগে সকারের ষকার এবং তবর্গের টবর্গ হয়। (যথা-) রামষ্‌ষষ্ঠঃ। রামষ্টীকতে। পেষ্টা। তট্টীকা। চক্রিণ্ঢৌকসে।।

আলোচনা - 'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ'- এই সূত্র হইতে 'স্তোঃ' পদটির অনুবৃত্তি হইতেছে। একটি কারিকার দ্বারা ইহার অর্থ স্পষ্ট হয়-

যোগে সতি ষ-কারেণ টবর্গেণ সহাথবা।
সকারস্য ষকারঃ স্যাৎ তবর্গস্য টবর্গতা।।'

'রামস্ + ষষ্ঠঃ' এই উদাহরণে যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রের সহায়তায় 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' সূত্রের দ্বারা সকারের ষকার করিয়া রামষ্ষষ্ঠঃ' পদ সিদ্ধ হয়। 'রামস্ + টীকতে' - এই উদাহরণে 'যথা-সংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' - এই সূত্রের সহায়তায় ' ষ্টুনা ষ্টুঃ' - এই 'সূত্রের দ্বারা 'স'কারের 'ষ'কার করিয়া 'রামষ্টীকতে' পদ সিদ্ধ হয়। 'টীকতে' - পদের অর্থ যাইতেছে। ' পেষ্ + তা' এই উদাহরণে 'যথা- সংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রের সহায়তায় 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' -এই সূত্রের দ্বারা 'ত'কারের 'ট'কার করিয়া 'পেষ্টা' পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ চূর্ণকারী। 'তৎ + টীকা' - এই উদাহরণে 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' - এই সূত্রের সহায়তায় 'ষ্টুনা ষ্টুঃ'- সূত্রের দ্বারা 'ত'কারের 'ট'কার করিয়া 'তট্টীকা' পদ সিদ্ধ হয়। 'চক্রিন্ + ঢৌকসে' - এই উদাহরণে 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' সূত্রের সহায়তায় 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' সূত্রের দ্বারা 'ন'কারের 'ণ'কার করিয়া 'চক্রিণ্ঢৌকসে' পদ সিদ্ধ হয়। হে সুদর্শনচক্রধারী। (তুমি) যাইতেছ—এই রূপ অর্থ।

৬৫। ন পদান্তাট্টোরনাম্ - ৮। ৪। ৪২

ন - অ০, পদান্তাৎ - ৫।১, টোঃ- ৫। ১, অনাম্ লুপ্তষষ্ঠ্যন্তনির্দেশঃ।

অনুবৃত্তিঃ- স্তোঃ ষ্টুঃ।

[পদান্তাৎ টোঃ স্তোঃ ষ্টুঃ ন (ভবতি)]।

বরদরাজঃ- পদান্তাট্টবর্গাৎপরস্যানামঃ স্তোঃ ষ্টুর্ন স্যাৎ। ষট্ সন্তঃ। ষট্ তে। পদান্তাৎ কিম্? ইট্টে। টোঃ কিম্? সর্পিষ্টমম্। (অনাম্নবতিনগরীণামিতি বাচ্যম্)। ষণ্ণাম্। ষণ্ণবতিঃ। ষণ্ণগর্য্যঃ।।

অনুবাদ - পদান্ত টবর্গের পর 'নাম্' ভিন্ন 'স'কার ও তবর্গের স্থানে 'ষ'কার ও টবর্গ হয় না। ষট্ সন্তঃ। ষট্ তে। 'পদান্তাৎ' বলিল কেন? ঈট্টে। 'টোঃ' বলিল কেন? সর্পিষ্টমম্। (নাম্, নবতি, নগরী ভিন্ন শব্দের তবর্গের টবর্গ হয় না।) (যথা-) যণ্ণাম্। যণ্ণবতিঃ। যণ্ণগর্য্যঃ।।

অলোচনা - 'ষট্ + সন্তঃ' - এই উদাহরণে 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' সূত্রের দ্বারা সকারের 'ষ'কার প্রাপ্ত হওয়ায় 'ন পদান্তাট্টোরনাম্' — সূত্রের দ্বারা তাহার নিষেধে 'ষট্সন্তঃ' -সিদ্ধ হইল। ইহার অর্থ - ছয়জন মহাত্মা। 'ষট্ + তে' এই অবস্থায় ও 'ন

পদান্তাট্টোরনাম্'- সূত্র দ্বারা 'ত্' এর 'ট্' - হইল না। 'পদান্তাৎ' পদটি সূত্রে না বলিলে 'ইট্‌ + তে' এই অবস্থায় অপদান্ত 'ট' - এর পর 'ত' কারের 'ট' কার নিষেধ হইয়া যাইত। কিন্তু পদান্ত টবর্গের পর তকারেরই নিষেধ হওয়ায় 'ইট্ + তে' - এই স্থলে 'ষ্টুত্ব' নিষেধ হইতে পারিল না। ফলে 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' - এই সূত্রের দ্বারা 'ত' কারের টকার করিয়া 'ইট্টে' পদসিদ্ধ হইল। সূত্রে 'টোঃ' না বলিলে কি হইত এইরূপ জিজ্ঞাসাতে বলিতেছেন 'সর্পিষ্টমম্'। 'সর্পিষ্ + তমম্' - এই উদাহারণে সূত্রে 'টোঃ' না বলিলে 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' সূত্র হইতে 'ষ্টু' - এর অনুবৃত্তি হইয়া যাইবে। 'ষ' কার বাদ দিয়ে কেবল 'টু' এর অনুবৃত্তি করা যাইবে না। কারণ নিয়ম আছে - 'একযোগনির্দিষ্টানাং সহ বা প্রবৃত্তিঃ সহ বা নিবৃত্তিঃ'। এই পরিভাষা অনুসারে ষকার ও আসিয়া যাইবে। ফলে পদান্ত ষকারের পর 'ত' কারের 'ট' কার হইবে না। এই রূপ বলাতে 'সর্পিষ্টি-মম্'- এই রূপ শুদ্ধ পদ হইতে পারিবে না। তাহা বারণের জন্য বর্তমান সূত্রে আবার 'টোঃ' পদের গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ষকারের পর থাকিলে 'ষ্টুত্ব' নিষেধ হইতে পারিবে না। ফলে 'সর্পিষ্ - তমম্' - এইখানে 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' সূত্র দ্বারা তকারের টকার - করিয়া ' সর্পিষ্টমম্' পদ সিদ্ধ হইল। সূত্রে 'অনাম্' পদে বার্ত্তিককার নবতি ও নগরী শব্দকে ও যুক্ত করিয়া বলিয়াছেন — 'অনাম্নবতিনগরীণামিতি বাচ্যম্'। ফলে অর্থ হইবে পদান্ত টবর্গের পর নাম্, নবতি ও নগরী শব্দ ভিন্ন সকার ও তবর্গের 'ষ্টু'ত্ব হয় না। উদাহরণ যথা - 'ষণ্ + নাম্' এই স্থলে - 'নাম্' থাকায় বর্তমান সূত্রের দ্বারা নিষেধ হইতে পারিল না। ফলে 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' সূত্র দ্বারা নকারের ণকার করিয়া 'ষণ্ণাম্' পদ সিদ্ধ হইল। 'ষণ্ + নবতিঃ' - এই স্থলে - নবতি শব্দ পরে থাকায় ষ্টুত্ব নিষেধ হইতে পারিল না। ফলে 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' সূত্র দ্বারা 'ন'কারের 'ণ'কার করিয়া 'ষণ্ণবতিঃ' পদ সিদ্ধ হইল। ইহার অর্থ হইল - ছিয়ানব্বই। ষণ্ + নগর্য্যঃ এই উদাহরণে 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' সূত্র দ্বারা 'ন'কারের টবর্গ 'ণ'কার করিয়া ষণ্ণগর্য্যঃ পদ সিদ্ধ হইল। ইহার অর্থ হইল - ছয়টি নগরী।

৬৬। তোঃ ষি - ৮। ৪। ৪৩

তোঃ- ৬।১, ষি - ৭। ১.

অনুবৃত্তিঃ- ষ্টুঃ, ন।

। তোঃ ষি (পরতঃ) ন ষ্টুঃ।।

অনুবাদ - 'ষ' ও টবর্গ (আদেশ) হয় না। (যথা-) সন্‌ষষ্ঠঃ।।

আলোচনা - 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' সূত্র হইতে 'ষ্টুঃ' এবং 'ন পদান্তাৎ—' সূত্র হইতে 'ন' - অনুবৃত্ত হইতেছে। তবর্গের টবর্গ হয় না 'ষ'কার পরে থাকিলে। 'সন্ + ষষ্ঠঃ' - এই উদাহরণে যকার পরে থাকায় 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' সূত্রের দ্বারা প্রাপ্ত 'ন'কারের 'ণ'কার 'তোঃষি' সূত্রে নিষেধ থাকায় হইল না। ফলে 'সন্‌ষষ্ঠঃ' এইরূপই থাকিল।

৬৭। ঝলাং জশোঽন্তে - ৮। ২। ৩৯

ঝলাম্ - ৬। ৩, জশঃ- ১। ৩, অন্তে - ৭।১

বরদরাজঃ- পদান্তে ঝলাং জশঃ স্যুঃ। বাগীশঃ।।

অনুবাদ - পদান্তে (স্থিত) ঝল্ এর জশ্ হয়। (যথা-) বাগীশঃ।

আলোচনা - এই সূত্রটি 'পদস্য' এই সূত্রের অধিকারে রহিয়াছে। ফলে অর্থ হইল পদান্তে স্থিত ঝল্ এর 'জশ্' হয়। 'বাক্ + ঈশঃ' - এই উদাহরণে 'স্থানেঽন্তরতমঃ' - এই সূত্রের সহায়তায় 'ঝলাং জশোঽন্তে' এই সূত্র দ্বারা ককারের স্থানে 'গ'কার করিয়া 'বাগীশঃ' পদ সিদ্ধ হইল। এইখানে পদান্ত কণ্ঠ্যবর্ণ ককারের স্থানে কণ্ঠ্যবর্ণ গকার হইয়াছে।

৬৮। যরোঽনুনাসিকেঽনুনাসিকো বা - ৮। ৪।৪৫

যরঃ- ৬।১, অনুনাসিকে - ৭।১, অনুনাসিকঃ- ১।১ বা- অ০

অনুবৃত্তিঃ- পদান্তাৎ।

। যরঃ পদান্তস্য অনুনাসিকঃ বা (ভবতি) অনুনাসিকে (পরতঃ)।।

বরদরাজঃ- যরঃ পদান্তস্যানুনাসিকে পরেঽনুনাসিকো বা স্যাৎ। এতন্মুরারিঃ, এতদ্মুরারিঃ। (প্রত্যয়ে ভাষায়াং নিত্যম্)। তন্মাত্রম্। চিন্ময়ম্।।

অনুবাদ - পদান্ত যর্ এর বিকল্পে অনুনাসিক হয় অনুনাসিক পরে থাকিলে। (যথা) এতন্মুরারিঃ, এতদ্‌মুরারিঃ। (প্রত্যয়ের অনুনাসিক পরে থাকিলে ভাষাতে পদান্ত যর্ এর নিত্য অনুনাসিক হয়।) (যথা-) তন্মাত্রম্। চিন্ময়ম্।

আলোচনা - 'ন পদান্তাৎ—' ইত্যাদি সূত্র হইতে 'পদান্তাৎ' অনুবৃত্ত হইয়া তাহার 'ষষ্ঠী' বিভক্ত্যন্ত বিপরিণাম হইতেছে। 'এতদ্ + মুরারিঃ' এই অবস্থায় 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই সূত্রের সহায়তায় 'ঝলাং জশোঽন্তে' এই সূত্রের দ্বারা 'দ'কারের উচ্চারণস্থান সাম্য হেতু 'দ'কার করিয়া 'এতদ্ + মুরারিঃ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'যরোঽনুনাসিকেঽনুনাসিকো বা' এই সূত্রের দ্বারা 'দ'কারের স্থান সাম্য হেতু বিকল্পে নকার করিয়া, 'এতন্মুরারিঃ' পদ হয়। অনুনাসিকের অভাব পক্ষে 'এতদ্‌মুরারিঃ' এই পদ সিদ্ধ হয়। অনুনাসিক আদিতে আছে এমন প্রত্যয় পরে থাকিলে পদান্ত যর্ এর নিত্য অনুনাসিক আদেশ হয়। ইহা বার্ত্তিকের অর্থ। 'তত্ + মাত্রম্' - এই উদাহরণে 'স্থানেঽন্তরতমঃ' - এই সূত্রের সহায়তায় 'ঝলাং জশোঽন্তে' এই সূত্রের, দ্বারা তকারের দকার, করিয়া তদ্ মাত্রম্ এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'প্রত্যয়ে ভাষায়াং নিত্যম্'-এই বার্ত্তিকের দ্বারা দকারের নকার হওয়ায় 'তন্‌মাত্রম্' এই পদ সিদ্ধ হইল। 'চিৎ + ময়ম্' - এই উদাহরণে 'স্থানেঽন্তরতমঃ' - এই সূত্রের সহায়তায় 'ঝলাং জশোঽন্তে'- এই সূত্রের দ্বারা তকারের দকার করিয়া 'চিদ্ + ময়ম্' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'স্থানেঽন্তরতমঃ' -এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'প্রত্যয়ে ভাষায়াং নিত্যম্' এই বার্ত্তিকের দ্বারা 'চিন্ময়ম্' পদ সিদ্ধ হইল।

৬৯। তোর্লি - ৮।৪।৬০

তোঃ- ৬।১, লি - ৭।১.

অনুবৃত্তিঃ- পরসবর্ণঃ।

। তোঃ লি (পরতঃ) পরসবর্ণঃ (ভবতি)।।

বরদরাজ ঃ- তবর্গস্য লকারে পরে পরসবর্ণঃ। তল্লয়ঃ। বিদ্বাল্লিঁখতি। নস্যানুনাসিকো লঃ।।

অনুবাদ - লকার পরে থাকিলে তবর্গের (স্থানে) পরসবর্ণ (আদেশ) হয়। (যথা-) তল্লয়ঃ। বিদ্বাল্লিঁখতি। নকারের অনুনাসিক লকার হইল।

আলোচনা - 'অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ' সূত্র হইতে 'পরসবর্ণঃ' - ইহা অনুবৃত্ত হইতেছে। 'তল্লয়ঃ' এই উদাহরণে 'তস্য লয়ঃ' - এই রূপ বিগ্রহ করিয়া 'তত্ + লয়ঃ' এই অবস্থায় 'স্থানেঽন্তরতমঃ'-এই সূত্রের সহায়তায় 'ঝলাং জশোঽন্তে'-

সূত্রের দ্বারা তকারের দকার করিয়া 'তদ্ + লয়ঃ' —এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'তোর্লি' -এই সূত্রের দ্বারা দকারের স্থানে লকার আদেশ করিয়া 'তল্লয়ঃ' পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ তাহার নাশ। 'বিদ্বান্ + লিখতি' - এই উদাহরণে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'স্থানেঽন্তরতমঃ' - এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'তোর্লি' সূত্রের দ্বারা নকারের স্থানে পরসবর্ণ 'লঁ'কার করিয়া 'বিদ্বাল্লিঁখতি' পদ সিদ্ধ হয়। 'ন' কারের অন্তরতম লঁকারই হইল এইখানে।

৭০। উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ পূর্বস্য - ৮। ৪। ৬১

উদঃ- ৫।১, স্থা-স্তম্ভোঃ - ৬।২, পূর্বস্য- ৬।১

অনুবৃত্তিঃ- 'সবর্ণঃ'-ইতি নিষ্কৃষ্য সম্বধ্যতে।

[উদঃ (পরয়োঃ) স্থা-স্তম্ভোঃ পূর্বস্য সবর্ণঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ- উদঃ পরয়োস্থাস্তম্ভোঃ পূর্বসবর্ণঃ।।

অনুবাদ - উদ্ এর পরে, (স্থিত) স্থা ও স্তম্ভ্ এর (স্থানে) পূর্বের সুবর্ণ হয়।

আলোচনা - 'অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ' এই সূত্রে সমাস নির্দিষ্ট সবর্ণ গ্রহণকে নিষ্কাষণ করিয়া 'উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ পূর্বস্য' সূত্রে সম্বদ্ধ করা হইতেছে।

৭১। তস্মাদিত্যুত্তরস্য - ১। ১। ৬৭

তস্মাৎ - ৫। ১, ইতি - অ,, উত্তরস্য- ৬।১.

অনুবৃত্তিঃ- নির্দিষ্টে।

[তস্মাৎ ইতি নির্দিষ্টে (সতি) উত্তরস্য (কার্যং ভবতি)]।

বরদরাজঃ- পঞ্চমীনির্দেশেন ক্রিয়মাণং কার্য্যং বর্ণান্তরেণাব্যবহিতস্য পরস্য জ্ঞেয়ম্।।

অনুবাদ - পঞ্চম্যন্ত বিশেষের দ্বারা বোধিত কার্য্য বর্ণান্তরের ব্যবধানশূন্য পরবর্ত্তীর হইয়া থাকে।

আলোচনা - এই সূত্রে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' সূত্র হইতে 'নির্দিষ্টে' পদের অনুবর্তন করা হয়। এই পরিভাষা সূত্রটি 'উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ' সূত্রে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থ করিয়া

দেয়—উদ্ এর অব্যবহিত পরে স্থা ও স্তম্ভ্ এর স্থানে পূর্বের সবর্ণ আদেশ হয়।

৭২। আদেঃ পরস্য - ১। ১। ৫৪

আদেঃ- ৬। ১, পরস্য - ৬। ১.

বরদরাজঃ- পরস্য যদ্বিহিতং তত্তস্যাদের্বোধ্যম্ ইতি সস্য থঃ।।

অনুবাদ - পরবর্ত্তীর যে কার্য্য বিধান করা হয় উহা তাহার আদিবর্ণের হইয়া থাকে। এইভাবে সকারের থকার হইল।

আলোচনা - তস্মাদিত্যুত্তরস্য' - এই সূত্রানুসারে উত্তরবর্ত্তীর যে কার্য্য বিধান করা হইয়াছে সেই কার্য্য উত্তরবর্ত্তীর আদির স্থানে হয়। ইহা 'অলোঽন্ত্যস্য'-সূত্রের অপবাদ। এই পরিভাষা সূত্রটি 'উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ পূর্বস্য'- সূত্রে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থ করিয়া দিতেছে - উদ্ এর অব্যবহিত পরে স্থা ও স্তম্ভ্ থাকিলে তাহার আদির স্থানে পূর্বের সবর্ণ হইবে। 'উদ্ + স্থানম্' - এই উদাহণে 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য', 'আদেঃ পরস্য' এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ পূর্বস্য'—এই সূত্রের দ্বারা 'স'কারের স্থানে পূর্ব দকারের সবর্ণ হয়। ফলে 'স্থানেঽন্তরমঃ' সূত্রের সহায়তায় আন্তরতম্যের সূক্ষ্মপরীক্ষায় বাহ্য প্রযত্নের সাহায্যে সকারের স্থানে বিবার, শ্বাস, অঘোষ ও মহাপ্রাণ বিশিষ্ট বর্ণ 'থ'কার হইল। ফলে উদ্ + থ্থা-নম্ এইরূপ জাত হইল।

৭৩। ঝরো ঝরি সবর্ণে - ৮। ৪। ৬৫

ঝরঃ-৬। ১, ঝরি - ৭।১, সবর্ণে- ৭।১.

অনুবৃত্তিঃ- অন্যতরস্যাম্, হলঃ, লোপঃ।

[হলঃ (পরস্য) ঝর অন্যতরস্যাম্ লোপঃ সবর্ণে ঝরি (পরতঃ)]।

বরদরাজঃ- হলঃ পরস্য ঝরো বা লোপঃ সবর্ণে ঝরি।।

অনুবাদ - হল্ এর পর ঝর্ এর বিকল্পে লোপ হয় সবর্ণ ঝর্ পরে থাকিলে।

৭৪। খরি চ - ৮। ৪। ৫৫

খরি- ৭।১ চ-অ$_{0}$,

অনুবৃত্তিঃ- ঝলাং, চর্।

[খরি(পরতঃ) ঝলাং চর্(ভবতি)]

বরদরাজঃ- খরি ঝলাং চরঃ স্যুঃ। ইত্যুদো দস্য তঃ। উত্থানম্। উত্তম্ভনম্।

অনুবাদ - খর্ পরে থাকিলে ঝল্ - এর স্থানে চর্ হয়। উত্থানম্। উত্তম্ভনম্।

আলোচনা - 'উদ্ + থ্ থানম্' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'-এই সূত্রের সহায়তায় 'ঝরো ঝরি সবর্ণে'- এই সূত্রের দ্বারা প্রথম থকারের বিকল্পে লোপ করিয়া 'উদ্ + থানম্' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' স্থানেঽন্তরতমঃ' এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'খরি চ'- এই সূত্রের দ্বারা 'দ'কারের 'স্থানে দন্তস্থানীয় তকার হইয়া 'উত্থানম্' পদ সিদ্ধ হইল। থকার লোপের অভাব পক্ষে 'উদ্ থ্ থানম্' - এই অবস্থায় 'খরি চ' সূত্রের দ্বারা দকারের তকার করিয়া 'উৎথ্থানম্' পদ সিদ্ধ হইল। কিন্তু 'উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ পূর্বস্য' সূত্র অসিদ্ধ হওয়ার জন্য 'খরি চ' সূত্রের দ্বারা প্রথম থকারের তকার হইল না। কিন্তু দকারের তকার করিতে থকার অসিদ্ধ হইলেও সকার কে মানিয়া 'ত'কার হইতে অর্থাৎ 'খরি চ' লাগিতে কোন ও অসুবিধা নাই। উদ্ + স্তম্ভনম্'- এই উদাহরণে 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য', 'আদেঃ পরস্য', 'স্থানেঽন্তরতমঃ' - এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ পূর্বস্য' এই সূত্রের দ্বারা সকারের স্থানে বিবার, শ্বাস, অঘোষ, ও মহাপ্রাণ বিশিষ্ট থকার আদেশ করিয়া 'উদ্ + থ্তম্ভনম্' - এই অবস্থা জাত হইলে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'ঝরো ঝরি সবর্ণে' - এই সূত্রের দ্বারা থকারের বিকল্পে লোপ করিয়া 'উদ্ + তম্ভনম্' এই অবস্থা জাত হইলে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'- 'স্থানেঽন্তরতমঃ' -এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'খরি চ' এই সূত্রের দ্বারা দকারের তকার করিয়া 'উত্তম্ভনম্' পদ সিদ্ধ হইল। লোপের অভাব-পক্ষে 'উদ্ থ্ তম্ভনম্ এই অবস্থায় 'খরি চ' সূত্রের দ্বারা দকারের তকার করিয়া 'উৎথ্তম্ভনম্' -এই পদ সিদ্ধ হয়।

৭৫। ঝয়ো হোঽন্যতরস্যাম্ - ৮। ৪। ৬২

ঝয়ঃ- ৫। ১, হঃ- ৬। ১, অন্যতরস্যাম্ - ৭।১.

অনুবৃত্তিঃ- পূর্বস্য, সবর্ণঃ।

[ঝয়ঃ (পরস্য) হঃ অন্যতরস্যাম্ পূর্বস্য সবর্ণঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ- ঝয়ঃ পরস্য হস্য বা পূর্বসবর্ণঃ। নাদস্য ঘোষস্য সংবারস্য মহাপ্রাণস্য তাদৃশো বর্গচতুর্থঃ। বাগ্‌ঘরিঃ, বাগ্ হরিঃ।।

অনুবাদ ঃ- ঝয়্ এর পরস্থিত হকারের বিকল্পে পূর্বসবর্ণ হয়। নাদ, ঘোষ, সংবার ও মহাপ্রাণের সেই রূপ বর্গচতুর্থ বর্ণ (ঘ হইল)। বাগ্‌ঘরিঃ, বাগ্ হরিঃ।।

আলোচনা - 'ঝযঃ' - ইহা পঞ্চমীবিভক্ত্যন্ত। 'পরস্য' পদের অধ্যাহার হইয়াছে। 'হঃ' - ইহা 'হ্' শব্দের ষষ্ঠীর একবচনের রূপ। 'উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ পূর্বস্য'— সূত্র হইতে 'পূর্বস্য' 'অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ', সূত্র হইতে 'সবর্ণঃ' পদ অনুবৃত্ত হইতেছে। ফলে এই সূত্রের অর্থ হইতেছে, 'ঝয়্' এর পর হকারের বিকল্পে পূর্বসবর্ণ হয়। 'বাক্ + হরিঃ' - এই উদাহরণে ' স্থানেঽন্তরতমঃ'-এই সূত্রের সহায়তায় 'ঝলাং জশোঽন্তে' এই সূত্রের দ্বারা ককারের গকার করিয়া 'বাগ্ + হরিঃ'-এই অবস্থায় 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য' - 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'ঝয়ো হোঽন্যতরস্যাম্'- এই সূত্রের দ্বারা হকারের স্থানে বিকল্পে পূর্বের সবর্ণ ঘোষ, নাদ, সংবার ও মহাপ্রাণ বর্ণ 'ঘ'কার হইল। ফলে 'বাগ্ ঘরিঃ' হইল। হকারের স্থানে পূর্বসবর্ণ না হইলে পক্ষে 'বাগ্ হরিঃ'- এইরূপ সিদ্ধ হইল।।

৭৬। শশ্ছোঽটি - ৮। ৪। ৬৩

শঃ- ৬। ১, ছঃ- ১। ১, অটি - ৭। ১.

অনুবৃত্তিঃ- ঝয়ো হোঽন্যতরস্যাম্।

।ঝয়ঃ (পরস্য) শঃ ছঃ অন্যতরস্যাম্ (ভবতি) অটি ।।

বরদরাজঃ- ঝয়ঃ পরস্য শস্য ছো বাঽটি। তদ্ শিব ইত্যত্র সস্য শ্চুত্বেন জকারে কৃতে খরি চেতি জকারস্য চকারঃ। তচ্ছিবঃ, তচ্‌শিবঃ। (ছত্বমমীতি বাচ্যম্) তচ্ছ্লোকেন।।

অনুবাদ - ঝয়্ এর পরের শকারের বিকল্পে 'ছ'কার আদেশ হয় অট্ (পরে) থাকিলে। 'তদ্ শিবঃ' - এই স্থালে দকারের শ্চুত্বের দ্বারা জকার করা হইলে 'খরি চ' - এই সূত্রের দ্বারা জকারের চকার (হইল)। (যথা-) তচ্ছিবঃ, তচ্ শিবঃ ('শশ্ছোঽটি' সূত্রে 'অটি' স্থলে 'অমি' - ইহা বলা উচিত)। (যথা-) তচ্ছ্লো কেন।।

আলোচনা - 'ঝয়ো হোঽন্যতরস্যাম্' সূত্র হইতে 'ঝয়ঃ' - এই পঞ্চম্যন্ত পদ অনুবৃত্ত হইতেছে। 'শঃ' - ইহা 'শ্' শব্দের ষষ্ঠীর একবচন। 'তদ্ + শিবঃ' - এই স্থলে 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রের সহায়তায় 'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ' এই সূত্রের দ্বারা দকারের স্থানে জকার আদেশ করিয়া 'তজ্ + শিবঃ'- এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' - 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'খরি চ' - এই সূত্রের দ্বারা জকারের চকার করিয়া 'তচ্ + শিবঃ' - এই রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় 'শশ্ছোঽটি - সূত্রের দ্বারা শকারের বিকল্পে 'ছ'কার করিয়া 'তচ্ছিবঃ' পদ হয়। ছকার না হইলে, 'তচ্ শিবঃ' এই পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ সেই শিব কিংবা তাহার শিব। 'শশ্ছোঽটি' স্থানে 'শশ্ছোঽমি'—ইহা বলা উচিত — ইহা বার্ত্তিকের অর্থ। স চাসৌ শ্লোকশ্চ কিংবা তস্য শ্লোকঃ- এই রূপ বিগ্রহ করিয়া 'তদ্ + শ্লোকেন' - এই অবস্থায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রের সহায়তায় 'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ' এই সূত্রের দ্বারা দকারের জকার করিয়া তজ্ + শ্লোকেন এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'স্থানেঽন্তরতমঃ' - এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'খরি চ' সূত্রের দ্বারা জকারের চকার করিয়া 'তচ্ + শ্লোকেন' এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'ছত্বমমীতি বাচ্যম্' - এই বার্ত্তিকের দ্বারা শকারের ছকার করিয়া তচ্ছ্লোকেন পদ সিদ্ধ হয়। এই উদাহরণে অট্ পরে নাই কিন্তু 'অম্' পরে রহিয়াছে। ফলে বার্ত্তিক অনুসারে শকারের ছকার হইল।

৭৭। মোঽনুস্বারঃ- ৮। ৩। ২৩

মঃ- ৬। ১, অনুস্বারঃ- ১।১.

অনুবৃত্তিঃ- হলি।

[মঃ পদস্য অনুস্বারঃ (ভবতি) হলি]।

বরদরাজঃ- মান্তস্য পদস্যানুস্বারো হলি। হরিং বন্দে।।

অনুবাদ - মকারান্ত পদের অনুস্বার হয় হল্ (পরে) থাকিলে। (যথা-) হরিং বন্দে।

আলোচনা - এই সূত্রটি পদাধিকারে পঠিত হইয়াছে। 'মঃ' - ইহা ষষ্ঠীর একবচনে রহিয়াছে। 'হলি সর্বেষাম্' এই সূত্র হইতে 'হলি' এই পদটি অনুবৃত্ত হইতেছে। মান্তপদের অনুস্বার হয় এই রূপ বলাতে 'অলোঽন্ত্যস্য' - এই সূত্রের সহায়তায় অন্ত্যের স্থানে অনুস্বার হইবে। 'হরিম্ + বন্দে' এই অবস্থায় হল্ পরে থাকায় মান্ত পদের অন্ত্য মকারের অনুস্বার আদেশ করিয়া 'হরিং বন্দে'

সিদ্ধ হইল।

৭৮। নশ্চাপদান্তস্য ঝলি - ৮। ৩। ২৪

নঃ ৬। ১, চ-অ০, অপদান্তস্য - ৬।১, ঝলি - ৭।১

।নঃ মঃ চ অপদান্তস্য অনুস্বারঃ (ভবতি) ঝলি (পরতঃ)।।

বরদরাজঃ- নস্য মস্য চাপদান্তস্য ঝল্যনুস্বারঃ। যশাংসি। আক্রংস্যতে। ঝলি কিম্? মন্যতে।।

অনুবাদ - অপদান্ত নকার ও মকারের অনুস্বার হয় ঝল্ (পরে) থাকিলে। (যথা-) যশাংসি। আক্রংস্যতে। 'ঝলি' বলিল কেন? মন্যতে।

আলোচনা - সূত্রে 'চ'কার থাকায় 'মঃ' (মস্য) অনুকর্ষণ করা হইতেছে। অনুস্বারের ও অনুকর্ষণ হইতেছে। 'যশান্ + সি' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'নশ্চাপদান্তস্য ঝলি' সূত্র দ্বারা অপদান্ত নকারের অনুস্বার আদেশ করিয়া 'যশাংসি' পদ সিদ্ধ হয়। 'আক্রম্ + স্যতে'—এই স্থলে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'নশ্চাপদান্তস্য ঝলি' এই সূত্রের দ্বারা অপদান্ত মকারের অনুস্বার করিয়া 'আক্রংস্যতে' পদ সিদ্ধ হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে 'হলি সর্বেষাম্' সূত্র হইতে 'হলি' পদের অনুবৃত্তি হইয়া যাইতে পারিত তাহা হইলে কেন বর্তমান সূত্রে 'ঝলি' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে। 'ঝলি' পদের গ্রহণ না করিলে 'মন্ + য়তে'—এই অবস্থায় 'হল্' পরে থাকাতে অপদান্ত 'ন'কারের অনুস্বার হইয়া যাইত কিন্তু সূত্রে 'ঝল্' বলাতে তাহা হইতে পারিল না।

৭৯। অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ—৮।৪।৫৮

অনুস্বারস্য—৬।১, যয়ি—৭।১, পরসবর্ণঃ—১।১

বরদরাজঃ—স্পষ্টম্। শান্তঃ।।

অনুবাদ—(অর্থ) স্পষ্ট। (যথা-) শান্তঃ।

আলোচনা—এইখানে কোনও পদের অনুবৃত্তি হইতেছে না বলিয়া বররাজ বলিয়াছেন 'স্পষ্টম্'। সূত্রে 'যয়ি' পদ রহিয়াছে স্পষ্ট অর্থের জন্য। কারণ অচ্ পরে থাকিলে অনুস্বার হয় না। শল্ পরে থাকিলে অনুস্বারের 'পরসবর্ণ' অসম্ভব।

ফলে স্বাভাবিক ভাবে 'যয়্' পরে থাকিলেই হয়। এই পরসবর্ণ নিত্য হয়। যথা—'শাম্ + তঃ'-এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'নশ্চাপদান্তস্য ঝলি' এই সূত্রের দ্বারা অপদান্ত মকারের 'অনুস্বার' করিয়া 'শাং + তঃ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ' এই সূত্রের দ্বারা অনুস্বারের স্থানে পরসবর্ণ হওয়ায় 'স্থানেঽন্তরতমঃ' সূত্রের সহায়তায় 'ন' আদেশ করিয়া 'শান্তঃ' পদ সিদ্ধ হইল। এই আদেশ নিত্য বলিয়া 'গঙ্গা' প্রভৃতি শব্দে নিত্যই পরসবর্ণ হয়। ফলে অনুস্বারের ব্যবহার প্রামাদিক।

৮০। বা পদান্তস্য—৮।৪।৫৯

বা—অ০, পদান্তস্য—৬।১

অনুবৃত্তিঃ—অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ।

।পদান্তস্য অনুস্বারস্য যয়ি (পরে) বা পরসবর্ণঃ (ভবতি)।।

বরদরাজঃ—ত্বঙ্করোষি, ত্বং করোষি।।

অনুবাদ—ত্বঙ্করোষি, ত্বং করোষি।।

আলোচনা—পদান্ত অনুস্বারের স্থানে বিকল্পে পরসবর্ণ আদেশ হয় 'যয়্' পরে থাকিলে। 'ত্বম্ + করোষি'—এই উদাহরণে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'মোঽনুস্বারঃ'—এই সূত্রের দ্বারা মকারের অনুস্বার করিয়া 'ত্বং + করোষি'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই দুই সূত্রের সহায়তায় পদান্ত অনুস্বারের স্থানে বিকল্পে পরসবর্ণ 'ঙ'কার আদেশ করিয়া 'ত্বঙ্করোষি' হয়। এবং পরসবর্ণ না হইলে 'ত্বংকরোষি' সিদ্ধ হয়।

৮১। মো রাজি সমঃ ক্বৌ—৮।৩।২৫

মঃ—১।১, রাজি—৭।১, সমঃ—৬।১, ক্বৌ—৭।১

অনুবৃত্তিঃ—মঃ।

।সমঃ মঃ (মকারস্য) মঃ (ভবতি) ক্বৌ রাজি (পরতঃ)।।

বরদরাজঃ—ক্বিবন্তে রাজতৌ পরে সমো মস্য ম এব স্যাৎ। সম্রাট্।।

অনুবাদ—ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত রাজ্ (ধাতু) পরে থাকিলে 'সম্' এর মকারের মকার হয়। (যথা—) সম্রাট্।

আলোচনা—'মোঽনুস্বারঃ' সূত্র হইতে 'মঃ' অনুবৃত্তি হইতেছে। ইহা ষষ্ঠ্যন্ত। 'সমঃ'ইহা অবয়বষষ্ঠী। 'প্রত্যয়গ্রহণে তদন্তগ্রহণম্' এই পরিভাষা অনুসারে ক্বিবন্ত বুঝিতে হইবে। 'ম' এর 'ম' আদেশ হওয়াতে অনুস্বার হইল না। 'সম্ + রাট্'—এই অবস্থায় ক্বিবন্ত রাজ্ ধাতুপরে থাকায় 'সম্' এর মকারের 'ম'কার আদেশ হওয়ায় 'সম্রাট্' পদ সিদ্ধ হইল। ইহার অর্থ রাজ-চক্রবর্ত্তী।

৮২। হে মপরে বা—৮।৩।২৬

হে—৭।১, ম-পরে— ৭।১, বা -অ০

অনুবৃত্তিঃ—মঃ, মঃ।

[মপরে হে (পরে) মঃ (মস্য) মঃ বা (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—মপরে হকারে পরে মস্য মো বা। কিম্ হ্মলয়তি, কিং হ্মলয়তি। (যবল- পরে যবলা বা)। কিয়্ঁ হ্যঃ, কিং হ্যঃ। কিব্ঁ হ্বলয়তি, কিং হ্বলয়তি। কিল্ঁ হ্লাদয়তি, কিং হ্লাদয়তি।।

অনুবাদ—ম-পরে আছে এমন হকার পরে থাকিলে মকারের বিকল্পে মকার আদেশ হয। (যথা—) কিম্ হ্মলয়তি, কিং হ্মলয়তি। (য, ব, ল পরে আছে এমন হকাব পবে থাকিলে মকারের বিকল্পে যবল-আদেশ হয়)। (যথা—) কিয়্ঁ হ্যঃ, কিং হ্যঃ। কিব্ঁ হ্বলয়তি, কিং হ্বলয়তি। কিল্ঁ হ্লাদয়তি, কিং হ্লাদয়তি।।

আলোচনা—'মোঽনুস্বারঃ' সূত্র হইতে 'মঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদ এবং 'মো রাজি সমঃ ক্বৌ' সূত্র হইতে 'মঃ' এই প্রথমান্ত পদ অনুবৃত্ত হইতেছে। 'মপর' শব্দের অর্থ হইল—'মঃ পরো যস্মাৎ'। 'কিম্ + হ্মলয়তি'—এই অবস্থায় মকার পরে আছে এমন হকার পরে থাকায় পূর্বের মকারের বিকল্পে মকার আদেশ করিয়া 'কিম্ হ্মলয়তি' সিদ্ধ হয়। মকার আদেশ না হইলে 'মোঽনুস্বারঃ' সূত্রের দ্বারা মকারের অনুস্বার করিয়া 'কিং হ্মলয়তি' সিদ্ধ হয়। 'যবলাঃ পরা যস্মাৎ' তস্মিন্ = যবলপরে। যবল পরক হকার পরে থাকিলে পূর্ববর্ত্তী মকারের স্থানে বিকল্পে যবল আদেশ হয়। 'কিম্ + হ্যঃ'—এই অবস্থাতে যকার পরক হকার পরে থাকায় 'তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্বস্য' 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্'—এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'যবলপরে যবলা বা' এই বার্ত্তিকের দ্বারা মকারের স্থানে

বিকল্পে 'য'কার আদেশ প্রাপ্ত হওয়ায় 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই সূত্রের সহায়তায় 'ম'কারের স্থানে অনুনাসিক যঁকার আদেশ করিয়া 'কির্যঁ হ্যঃ' সিদ্ধ হয়। যকারাদেশের অভাবপক্ষে 'কিং হ্যঃ' এই রূপ সিদ্ধ হয়। 'কিম্ + হ্বলয়তি'— এই স্থলে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'যবলপরে যবলা বা'—এই বার্ত্তিকের দ্বারা মকারের বিকল্পে 'ব'কার আদেশ করিয়া এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'ম' কারের অনুনাসিক 'বঁ'কার করিয়া কির্বঁ-হ্বলয়তি' সিদ্ধ হয়, 'ব'কারাদেশের অভাব-পক্ষে 'কিম্ + হ্বলয়তি'— এইস্থলে 'মোঽনুস্বারঃ'সূত্র দ্বারা মকারের অনুস্বার আদেশ করিয়া কিং হ্বলয়তি রূপ সিদ্ধ হয়। 'কিম্ + হ্লাদয়তি—' এই স্থলে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'যথাসংখ্যমমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'যবলপরে যবলা বা' —এই বার্ত্তিকের দ্বারা ' ম'কারের বিকল্পে 'ল'কার আদেশ করিয়া 'স্থানেঽন্তরতমঃ' সূত্রের দ্বারা অনুনাসিক 'লঁ' আদেশ করিয়া 'কিলঁ হ্লাদয়তি', এবং 'ল' কারাদেশের অভাবপক্ষে -মোঽনুস্বারঃ' সূত্র দ্বারা মকারের অনুস্বার করিয়া 'কিংহ্লা-দয়তি'— এই রূপ সিদ্ধ হয়।

৮৩। নপরে নঃ—৮।৩।২৭

ন-পরে—৭।১, নঃ—১।১.

অনুবৃত্তিঃ—হে, বা, মঃ।

[নপরে হে (পরতঃ) মঃ (মস্য) বা নঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—নপরে হকারে মস্য নো বা। কিন্ হ্নুতে, কিং হ্নুতে।।

অনুবাদ—নকার পরে আছে এমন হকার পরে থাকিলে মকারের নকার বিকল্পে হয়। (যথা—) কিন্ হ্নুতে, কিং হ্নুতে।।

আলোচনা—নঃ পরঃ যস্মাৎ, তস্মিন্ = 'নপরে'। 'কিম্ + হ্নুতে' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তার 'নপরে নঃ' এই সূত্রের দ্বারা নকারের স্থানে বিকল্পে 'ন' কার আদেশ করিয়া 'কিন্ হ্নুতে' সিদ্ধ হয়। আবার 'নকার আদেশের অভাবপক্ষে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'মোঽনুস্বারঃ'—এই সূত্রের দ্বারা মকারের অনুস্বার আদেশ করিয়া 'কিং হ্নুতে'— এই রূপ সিদ্ধ হয়।।

৮৪। আদ্যন্তৌ টকিতৌ—১।১।৪৬

আদ্যন্তৌ—১।২, টকিতৌ—১।২

বরদরাজঃ—টিৎকিতৌ যস্যোক্তৌ তস্য ক্রমাদাদ্যন্তাবয়বৌ স্তঃ।।

অনুবাদ—টিৎও কিৎ যাহার বলা হইয়াছে উহারা যথাক্রমে তাহার আদ্যবয়ব ও অন্তাবয়ব হয়।

আলোচনা—আদিশ্চ অন্তশ্চ = আদ্যন্তৌ। টশ্চ কশ্চ = টকৌ, দ্বন্দ্বসমাস। ট ও ক এই দুইটিতে যে অকার আছে উহা উচ্চারণার্থ। পরে দ্বন্দ্বসমাসনিষ্পন্ন টকৌ পদের সহিত ইৎপদের বহুব্রীহি সমাস করিলে 'টকৌ ইতৌ যয়োস্তৌ'—ট ও ক ইৎ যাহার, আদির অর্থ আদ্যবয়ব এবং অন্তের অর্থ অন্তাবয়ব, টকৌ ইতৌ যয়োঃ—এই রূপ বিগ্রহে 'ইৎ' পদটি দ্বন্দ্বের শেষে, সেই জন্য উহার অন্বয় প্রত্যেকটির সহিত হইয়া থাকে। আগমটি যদি টিৎ হয় তাহা হইলে যাহার আগম তাহার আদিতে বসিবে, এবং আগমটি যদি কিৎ হয় তাহা হইলে যাহার আগম তাহার পরে বসিবে।

৮৫। **ঙ্ণোঃ কুক্‌টুক্ শরি**—৮।৩।২৮

ঙ্ণোঃ—৬।২, কুক্‌টুক্—১।১, শরি—৭।১

অনুবৃত্তিঃ—বা ।

[ঙ্ণোঃ কুক্ টুক্ বা (ভবতঃ) শরি (পরতঃ)]।

বরদরাজঃ—বা স্তঃ। (চয়ো দ্বিতীয়াঃ শরি পৌষ্করসাদেরিতি বাচ্যম্)। প্রাঙ্‌খ্ ষষ্ঠঃ, প্রাঙ্‌ক্ষষ্ঠঃ, প্রাঙ্ ষষ্ঠঃ। সুগণ্ঠ্ ষষ্ঠঃ, সুগণ্ট্‌ষষ্ঠঃ, সুগণ্ ষষ্ঠঃ।।

অনুবাদ—বিকল্পে হয়। (চয়্ প্রত্যাহারস্থিত বর্ণের স্থানে দ্বিতীয় বর্ণ হয় বিকল্পে শর্‌পরে থাকিলে)। (যথা—) প্রাঙ্‌খ্ ষষ্ঠঃ, প্রাঙ্‌ক্ষষ্ঠঃ, প্রাঙ্ ষষ্ঠঃ। সুগণ্ঠ্ ষষ্ঠঃ, সুগণ্ট্ ষষ্ঠঃ, সুগণ্ ষষ্ঠঃ।।

আলোচনা—'হে মপরে বা'—এই সূত্র হইতে 'বা' অনুবৃত্ত হইতেছে। কুক্ চ টুক্ চ সমাহারদ্বন্দ্ব হইয়াছে। ঙকার ও ণকারের বিকল্পে যথাক্রমে কুক্ ও টুক্ আগম হয় শর্ পরে থাকিলে। 'প্রাঙ্‌ক্ + ষষ্ঠঃ'—এই উদাহরণে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্', এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'ঙ্ণোঃ

কুক্টুক্ শরি' সূত্রের দ্বারা 'ঙ'কারের 'কুক্' আগম করিয়া উহা 'কিৎ' বলিয়া 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' সূত্রের সাহায্যে অন্তাবয়ব হইয়া 'প্রাঙ্ কুক্ + ষষ্ঠঃ'—এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'প্রাঙ্ক্ + ষষ্ঠঃ'—এই অবস্থায়' তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'চয়ো দ্বিতীয়া শরি পৌষ্করসাদেরিতি বাচ্যম্'—এই বার্ত্তিকের দ্বারা 'ক'কারের খকার করিয়া 'প্রাঙ্খ্ ষষ্ঠঃ' হয়, চয় এর দ্বিতীয় বর্ণের অভাবপক্ষে 'প্রাঙ্ক্ষষ্ঠঃ' হয়, কুক্ আগমের অভাবপক্ষে 'প্রাঙ্ষষ্ঠঃ'—সিদ্ধ হয়।

৮৬। ডঃ সি ধুট্—৮।৩।২৯

ডঃ—৫।১, সি—৭।১, ধুট্—১।১

অনুবৃত্তিঃ—বা।

[ডঃ (পরস্য) সি (সস্য) ধুট্ বা (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—ডাৎপরস্য সস্য ধুড্‌বা। ষট্ৎসন্তঃ, ষট্ সন্তঃ।।

অনুবাদ—ডকারের উত্তর সকারের ধুট্ (আগম) হয় বিকল্পে। (যথা—) ষট্ৎসন্তঃ, ষট্সন্তঃ।।

আলোচনা—'তস্মাদিত্যুত্তরস্য' এই পরিভাষার দ্বারা 'সি' 'ষষ্ঠী' বিভক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়। 'হে মপরে বা'—এই সূত্র হইতে 'বা' অনুবৃত্ত হয়। 'ষট্ + সন্তঃ' এই উদাহরণে 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই সূত্রের সহায়তায় 'ঝলাং জশোঽন্তে'—এই সূত্রের দ্বারা 'ট'কারের 'ড'কার আদেশ করিয়া 'ষড্ + সন্তঃ'—এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য'এই সূত্রের সহায়তায় 'ডঃ সি ধুট্' এই সূত্রের দ্বারা সকারের ধুট্ আগম করিয়া 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' এই সূত্রানুসারে সকারের আদ্যবয়ব হওয়ায় ও অনুবন্ধলোপ করিয়া 'ষট্ + ধ্সন্তঃ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই সূত্রের দ্বারা 'ধ'কারের স্থানে 'ত'কার করিয়া 'ষট্ত্সন্তঃ'—সিদ্ধ হয়। 'ধুট্' আগমের অভাবপক্ষে ষড্ + সন্তঃ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'খরি চ'—এই সূত্রের দ্বারা ডকারের টকার করিয়া 'ষট্ সন্তঃ' সিদ্ধ হয়।

৮৭। নশ্চ—৮।৩।৩০

নঃ—৫।১, চ—অ০

অনুবৃত্তিঃ—সি, ধুট্, বা।

[নঃ (নান্তাৎ পরস্য) সি (সস্য) ধুট্ বা (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—নান্তাৎ পরস্য সস্য ধুড্ বা। সন্‌ৎসঃ, সন্‌সঃ।।

অনুবাদ—নকারান্তের পর সকারের ধুট্ বিকল্পে হয়। (যথা) সন্‌ৎসঃ, সন্‌সঃ।।

আলোচনা—এইখানে ও 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য' পরিভাষা অনুসারে 'সি' ষষ্ঠ্যন্ত 'সস্য' রূপে পরিণত হইতেছে। উদাহরণ যথা—সন্ + সঃ'—এই অবস্থায় 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'নশ্চ' এই সূত্রের দ্বারা সকারের ধুট্ আগম করিয়া 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' এই সূত্রের দ্বারা সকারের আদ্যবয়ব করিয়া ও অনুবন্ধলোপ করিয়া সন্ + ধ্‌সঃ'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'খরি চ'—এই সূত্রের দ্বারা ধকারের তকার আদেশ কবিয়া 'সন্‌ৎসঃ' সিদ্ধ হয়। ধুট্ আগমের অভাবপক্ষে 'সন্‌সঃ'—এই রূপ সিদ্ধ হয়।

৮৮। শি তুক্—৮।৩।৩১

শি—৭।১, তুক্—১।১.

অনুবৃত্তিঃ—নঃ, বা।

[(পদান্তস্য) নঃ (নকারস্য) শি (পরে) তুক্ বা (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—পদান্তস্য নস্য শে পরে তুগ্‌বা। সঞ্ছম্ভুঃ, সঞ্চ্ছম্ভুঃ, সঞ্চ্‌শম্ভুঃ' সঞ্‌শম্ভুঃ।।

অনুবাদ—পদান্ত নকারের শকার পরে থাকিলে তুক্ (আগম) বিকল্পে হয়। (যথা) সঞ্ছম্ভুঃ, সঞ্চ্ছম্ভুঃ, সঞ্চ্‌শম্ভুঃ, সঞ্‌শম্ভুঃ।।

আলোচনা—এই সূত্রটি পদাধিকারে পঠিত আছে, 'হে মপরে বা' সূত্র হইতে 'বা' অনুবৃত্ত হইতেছে। 'সন্ + শম্ভুঃ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এইসূত্রের সহায়তায় 'শি তুক্' এই সূত্রের দ্বারা নকারের বিকল্পে 'তুক্' আগম করিয়া 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' এই সূত্রের দ্বারা কিৎ বলিয়া অন্তাবয়ব হওয়ায় 'সন্ তুক্ + শম্ভুঃ'—এই অবস্থায় অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'সন্‌ত্ + শম্ভুঃ'—এই অবস্থায় 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই সূত্রের সহায়তায় 'ঝলাং জশোঽন্তে' এই

সূত্রের দ্বারা তকারের দকার করিয়া 'সন্দ্ + শম্ভুঃ' এই অবস্থায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রের সহায়তায় 'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ' এই সূত্রের দ্বারা দকারের 'জ'কার করিয়া 'সন্জ্ + শম্ভুঃ'—এই অবস্থায় পুনরায় 'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ'—এই সূত্রের দ্বারা নকারের 'ঞ'কার করিয়া সঞ্জ্ + শম্ভুঃ এই অবস্থায় 'শশ্ছোঽটি' - এই সূত্রের দ্বারা শকারের বিকল্পে 'ছ'কার করিয়া সঞ্ জ্ + ছম্ভুঃ' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'খরি চ' - এই সূত্রের দ্বারা জকারের চকার করিয়া 'সঞ্ চ্ + ছম্ভুঃ'- এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'ঝরো ঝরি সবর্ণে' এই সূত্রের দ্বারা চকারের বিকল্পে লোপ করিয়া 'সঞ্ছম্ভুঃ' সিদ্ধ হয়। লোপের অভাবপক্ষে সঞ্চ্ছম্ভুঃ' হয়, ছকার আদেশের অভাবপক্ষে 'সঞ্চ্শম্ভুঃ' হয়, 'তুক্' আগমের অভাব পক্ষে 'সঞ্ শম্ভুঃ' সিদ্ধ হয়।

৮৯। ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্ নিত্যম্ - ৮। ৩। ৩২

ঙমঃ - ৫।১, হ্রস্বাৎ - ৫।১, অচি - ৭।১, ঙমুট্ - ১।১ নিত্যম্ - ২।১.

বরদরাজঃ- হ্রস্বাৎপরো যো ঙম্ তদন্তং যৎপদং তস্মাৎপরস্যাচো ঙমুট্। প্রত্যঙ্ঙাত্মা। সুগণ্ণীশঃ। সন্নচ্যুতঃ।।

অনুবাদ - হ্রস্বের উত্তর যে 'ঙম্' তাহা অন্তে আছে এমন যে পদ তাহার উত্তর অচের ঙমুট্ (আগম হয়)। (যথা-) প্রত্যঙ্ঙাত্মা। সুগণ্ণীশঃ। সন্নচ্যুতঃ।।

আলোচনা - 'ঙমঃ' - ইহা 'ঙম্' (প্রত্যাহারের) পঞ্চমীর একবচনের রূপ। ঙমুট্ হইল আগম। এইখানে টকার ইৎ। উকার উচ্চারণের জন্য। ঙমুট্ (= ঙুট্, ণুট্, নুট্) যথা-ক্রমে হয়। হ্রস্বের পরে ঙম্ (ঙ,ণ,ন) এর যে বর্ণ থাকিবে তাহার উত্তর অচের ও যথাক্রমে ঙুট্, ণুট্ ও নুট্ আগম হইবে। 'প্রত্যঙ্ + আত্মা' এই অবস্থাতে 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য', 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' - এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্নিত্যম্' - এই সূত্রের দ্বারা 'আকারের' 'ঙুট্' আগম করিয়া এবং 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' সূত্র দ্বারা টিৎ বলিয়া আদ্যবয়ব করিয়া ও অনুবন্ধলোপ করিয়া 'প্রত্যঙ্ঙাত্মা' সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ অন্তরাত্মা। 'সুগণ্ + ঈশঃ' - এই অবস্থায় 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য', 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' - এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্ নিত্যম্' এই সূত্রের দ্বারা

'ঈ'কারের 'নুট্' আগম করিয়া এবং 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' এই সূত্রানুযায়ী টিৎ বলিয়া আদ্য-বয়ব করিয়া এবং অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'সুগন্নীশঃ' রূপ সিদ্ধ হয়। 'সন্ + অচ্যুতঃ' - এই অবস্থায় 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য', 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' - এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্‌নিত্যম্' - এই সূত্রের দ্বারা 'অ' কারের 'নুট্' আগম করিয়া এবং 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ— এই সূত্রের সহায়তায় টিৎ বলিয়া আদ্যবয়ব ও অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'সন্নচ্যুতঃ' রূপ সিদ্ধ হয়।

৯০। সমঃ সুটি - ৮।৩।৫

সমঃ- ৬।১, সুটি - ৭।১.

অনুবৃত্তি ঃ- রু

। সমঃ রু সুটি।

বরদরাজঃ- সমো রুঃ সুটি।।

অনুবাদ - 'সম্' এর 'রু' আদেশ হয় সুট্ পরে থাকিলে।

আলোচনা -'মতুবসো রু সম্বুদ্ধৌ' - এই সূত্র হইতে 'রু' এর অনুবৃত্তি হইতেছে।

৯১। অত্রানুনাসিকঃ পূর্বস্য তু বা - ৮। ৩। ২

অত্র - অ₀, অনুনাসিকঃ- ১।১, পূর্বস্য - ৬।১ তু - অ., বা- অ₀।

বরদরাজঃ- অত্র রুপ্রকরণে রোঃ পূর্বস্যানুনাসিকো বা।।

অনুবাদ - এই রুপ্রকরণে 'রু' এর পূর্বের অনুনাসিক বিকল্পে হয়।

আলোচনা - ইহা অধিকার সূত্র। এই সূত্রের উত্তর যাহার স্থানে 'রু' বিধান হয় তাহার পূর্ববর্ণের কিন্তু বিকল্পে অনুনাসিক হয়।

৯২। অনুনাসিকাৎ পরোঽনুস্বারঃ- ৮।৩।৪

অনুনাসিকাৎ - ৫।১, পরঃ- ১।১, অনুস্বারঃ- ১।১

অনুবৃত্তিঃ- পূর্বস্য, রু।

। রোঃপূর্বো অনুনাসিকাৎ অন্যঃযঃ বর্ণঃ । যস্যানুনাসিকঃ ন বিহিতঃ ততঃ] পরঃ অনুস্বারঃ (আগমঃ ভবতি) ।

বরদরাজঃ- অনুনাসিকং বিহায় রোঃ পূর্বস্মাৎ পরোঽনুস্বারাগমঃ।।

অনুবাদ - অনুনাসিককে পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ অনুনাসিক এর অভাব পক্ষে) রু এর পূর্বের বর্ণের উত্তর অনুস্বারের আগম হয়।

আলোচনা - অন্য শব্দ এইখানে অধ্যাহার করিতে হইবে। অনুনাসিকাভাবপক্ষে অনুস্বারের আগম হইবে। আগম শব্দটি পরশব্দ হইতে পাওয়া গিয়াছে।

৯৩। খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ- ৮।৩।১৫

খরবসানয়োঃ- ৭।২, বিসর্জনীয়ঃ- ১।১.

অনুবৃত্তিঃ- রঃ।

। রঃ (পদস্য) খরবসানয়োঃ (পরয়োঃ) বিসর্জনীয়ঃ (ভবতি) ।

বরদরাজঃ- খরি অবসানে চ পদান্তস্য রেফস্য বিসর্গঃ। (সংপুংকানাং সো বক্তব্যঃ) সঁস্স্কর্তা, সংস্স্কর্তা।।

অনুবাদ - খর্ পরে থাকিলে কিংবা অবসান হইলে পদান্ত রেফের বিসর্গ হয়। । সম্ পুম্ এবং কান্ এর (বিসর্গের সকার আদেশ হয়)। সঁস্স্কর্তা, সংস্স্কর্তা।

আলোচনা - সম্ + স্কর্তা এই অবস্থায় সুট্ পরে থাকায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'আলোঽন্ত্যস্য' - এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'সমঃ সুটি' - এই সূত্রের দ্বারা সকারের 'রু' আদেশ করিয়া এবং অনুবন্ধলোপ করিয়া 'সর্ + স্কর্তা' -এই অবস্থায় 'অত্রানুনাসিকঃ পূর্বস্য তু বা' - এই সূত্রের দ্বারা 'রু' - এর পূর্বের অকারের বিকল্পে অনুনাসিক আদেশ করিয়া 'সঁর্ + স্কর্তা' -এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' - এই সূত্রের সহায়তায় 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' - এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত রেফের বিসর্গ আদেশ করিয়া সঁঃ + স্কর্তা এই অবস্থায় 'সংপুংকানাং সো বক্তব্যঃ' - এই বার্ত্তিকের দ্বারা 'সম্' - এর বিসর্গের সকার আদেশ করিয়া সঁস্স্কর্তা পদ সিদ্ধ হয়, অনুনাসিকের অভাবপক্ষে 'সর্ স্কর্তা' - এই অবস্থাতে 'অনুনাসিকাৎ পরোঽনুস্বারঃ' এই সূত্রের দ্বারা রু এর পূর্বে স্থিত অকারের উত্তর অনুস্বারের আগম করিয়া 'সংর্ + স্কর্তা' -

এই রূপ অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' - এই সূত্রের সহায়তায় 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' - এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত রেফের বিসর্গ করিয়া 'সংঃ + স্কর্তা' - এই অবস্থাতে 'সংপুংকানাং সো বক্তব্যঃ' - এই বার্ত্তিকের দ্বারা 'সম্' এর বিসর্গের সকার আদেশ করিয়া 'সংস্‌স্কর্তা' এই পদ সিদ্ধ হয়।

৯৪। পুমঃ খয্যম্পরে - ৮।৩।৬

পুমঃ- ৬।১, খয়ি - ৭।১, অম্পরে - ৭।১,

অনুবৃত্তিঃ- রু।

। পুমঃ রুঃ (ভবতি) অম্পরে খয়ি (পরতঃ)।।

বরদরাজঃ- অম্‌পরে খয়ি পুমো রুঃ। পুঁস্কোকিলঃ, পুংস্কোকিলঃ।।

অনুবাদ - অম্পরক খয়্ পরে থাকিলে 'পুম্' - এর 'রু' আদেশ হয়। (যথা-) পুঁস্কোকিলঃ, পুংস্কোকিলঃ।

আলোচনা -'অম্ পরো যস্মাৎ' এই রূপ বিগ্রহ করিয়া - 'অম্পর' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'পুমান্ কোকিলঃ' - এই রূপ কর্মধারয় সমাসের বিগ্রহ করিয়া বিভক্তির লোপ প্রভৃতি কার্য করিয়া 'পুম্ + কোকিলঃ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'পুমঃ খয্যম্‌পরে' এই সূত্রের দ্বারা মকারের 'রু' আদেশ ও অনুবন্ধ লোপ করিয়া পুর্ + কোকিলঃ' এই রূপ অবস্থায় 'অত্রানুনাসিকঃ পূর্বস্য তু বা' এই সূত্রের দ্বারা 'রু' এর পূর্বের বিকল্পে 'অনুনাসিক' আদেশ করিয়া পুঁর্ + কোকিলঃ' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' - এই সূত্রের সহায়তায় 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত রেফের বিসর্গ করিয়া 'পুঁঃ + কোকিল' - এই অবস্থায় 'সংপুং-কানাং সো বক্তব্যঃ' - এই বার্ত্তিকের দ্বারা 'পুঁস্কোকিলঃ' — এই পদ সিদ্ধ হয়। অনুনাসিক আদেশের অভাবপক্ষে 'পুর্ + কোকিলঃ' - এই অবস্থায় 'অনুনাসিকাৎ পরোঽনুস্বারঃ' - এই সূত্রের দ্বারা 'রু' এর পূর্বে স্থিত উকারের উত্তর অনুস্বার আগম করিয়া 'পুংর্ কোকিলঃ' -এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' - এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত রেফের বিসর্গ সরিয়া 'পুংঃ + কোকিলঃ' এই অবস্থায় 'সংপুংকানাং সো বক্তব্যঃ' এই বার্ত্তিকের দ্বারা পুম্ এর বিসর্গের স্থানে সকার আদেশ করিয়া 'পুংস্কোকিলঃ' - এই পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ হইল পুরুষকোকিল।

৯৫। নশ্ছব্যপ্রশান্ - ৮। ৩।৭

নঃ- ৬।১, ছবি - ৭।১, অপ্রশান্ - ১।১, ষষ্ঠ্যর্থে প্রথমা।

অনুবৃত্তিঃ- অম্পরে, রু।

। অপ্রশান্ (প্রশান্বর্জিতস্য) পদস্য রুঃ (ভবতি) অম্পরে ছবি (পরতঃ) সংহিতায়াম্)।

বরদরাজঃ—অম্পরে ছবি নান্তস্য পদস্য রুঃ, নতু প্রশান্-শব্দস্য।।

অনুবাদ - অম্পরে আছে এমন ছব্ পরে থাকিলে নকারান্ত পদের 'রু' আদেশ হয়, কিন্তু প্রশান্ শব্দের হয় না।

আলোচনা - 'নঃ' -ইহা ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত। 'পদস্য' এই অধিকৃত পদের বিশেষণ ; ফলে 'যেন বিধিস্তদন্তস্য' - এই পরিভাষা অনুসারে তদন্তবিধি করিয়া 'নকারান্ত পদের' এই রূপ অর্থ হয়।

৯৬। বিসর্জনীয়স্য সঃ—৮।৩।৩৪

বিসর্জনীয়স্য—৬।১, সঃ—১।১

অনুবৃত্তিঃ—খরি।

। বিসর্জনীয়স্য সঃ (ভবতি) খরি (পরতঃ)।।

বরদরাজঃ—খরি। চক্রিঁস্ত্রায়স্ব, চক্রিং ত্রায়স্ব। অপ্রশান্ কিম্? প্রশান্ তনোতি। পদস্যেতি কিম্? হন্তি।।

অনুবাদ—খর্ পরে থাকিলে।

আলোচনা—'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ'—এই সূত্র হইতে মণ্ডূকপ্লুতি দ্বারা 'খরি' এই পদটি অনুবৃত্ত হইতেছে। চক্রিন্ + ত্রায়স্ব' - এই উদাহরণে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'নশ্ছব্যপ্রশান্' এই সূত্রের দ্বারা 'ন'কারের স্থানে রুআদেশ করিয়া ও অনুবন্ধলোপ করিয়া 'চক্রির্ + ত্রায়স্ব' - এই অবস্থায় 'অত্রানুনাসিকঃ পূর্বস্য তু বা' - এই সূত্রের দ্বারা রেফের পূর্বে বিকল্পে অনুনাসিক আদেশ করিয়া চক্রিঁর্ ত্রায়স্ব' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' - এই সূত্রের সহায়তায় 'খর-বসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' - এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত রেফের বিসর্গ করিয়া 'চক্রিঁঃ + ত্রায়স্ব' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' - এই সূত্রের সহায়তায় 'বিসর্জনীয়স্য সঃ' - এই সূত্রের দ্বারা

বিসর্গের সকার আদেশ করিয়া 'চক্রিঁস্ত্রায়স্ব' এই রূপ সিদ্ধ হয়। অনুনাসিক আদেশের অভাব পক্ষে 'চক্রির্ + ত্রায়স্ব' এই অবস্থায় 'অনুনাসিকাৎ পরোঽনুস্বারঃ' -ঐ সূত্রের দ্বারা রেফের পূর্বস্থিত বর্ণের উত্তর অনুস্বারের আগম করিয়া চক্রিংর্ + ত্রায়স্ব' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'- এই সূত্রের সহায়তায় 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' - এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত রেফের বিসর্গ করিয়া 'চক্রিংঃ + ত্রায়স্ব' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' - এই সূত্রের, সহায়তায় 'বিসর্জনীয়স্য সঃ' - এই সূত্রের দ্বারা বিসর্গের স্থানে সকার আদেশ করিয়া 'চক্রিং স্ত্রায়স্ব' এই রূপ সিদ্ধ হয়। 'নশ্ছব্যপ্রশান্' সূত্রে 'অপ্রশান্' বলিল কেন? 'প্রশান্ + তনোতি' এই স্থলে প্রশান্ শব্দ থাকায় নকারের রু প্রভৃতি আদেশ হইল না। 'নশ্ছব্যপ্রশান্' সূত্রের বৃত্তিতে 'পদস্য' অধিকারের কথা বলা হইয়াছে কেন? 'হন্ + তি' -এইখানে নকারের রু প্রভৃতি হইল না।

৯৭। নৄন্ পে - ৮।৩।১০

নৄন্ - লুপ্তষষ্ঠ্যন্তনির্দেশঃ, পে - ৭।১

অনুবৃত্তিঃ- নঃ, রু।

[নৄন্ (ইত্যেতস্য) নঃ (নকারস্য) রুঃ (ভবতি) পে (পরতঃ) সংহিতায়াম্]।

বরদরাজঃ- নৄনিত্যস্য রুর্বা পে।।

অনুবাদ - 'নৄন্' এর বিকল্পে রু আদেশ হয় পকার পরে থাকিলে।

আলোচনা - 'নৄন্' - ইহা দ্বিতীয়ান্ত শব্দস্বরূপ পরক এবং ষষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত। ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ মানা হইয়াছে সূত্রে আছে বলিয়া। 'ন্' লোপের অভাব ও সৌত্র। 'মতুবসো রু' - এই সূত্র হইতে 'রু' অনুবৃত্ত হইতেছে। 'উভয়থর্ক্ষু' সূত্র হইতে 'উভয়থা' অনুবৃত্ত হইতেছে। ইহার দ্বারাই বিকল্প বুঝাইতেছে। নৄন্ + পাহি' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'অলোঽন্ত্যস্য' এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'নৄন্ পে' এই সূত্রের দ্বারা নকারের রু আদেশ ও অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'নৄর্ + পাহি' - এই অবস্থা জাত হইল।

৯৮। কুপ্বোঃ ≍ক ≍পৌ চ - ৮।৩।৩৭.

কুপ্বোঃ- ৭।২, ≍ক ≍পৌ - ১।২, চ - অ০।

অনুবৃত্তিঃ- বিসর্জনীয়স্য

[কুপ্বোঃ চ (পরতঃ) বিসর্জনীয়স্য ᳵক ᳶপৌ (ভবতঃ)]।।

বরদরাজঃ- কবর্গে পবর্গে চ বিসর্গস্য ᳵক ᳶপৌ স্তঃ, চাদ্বিসর্গঃ। নৄঁ ᳶ পাহি, নৄঁঃ পাহি, নৄং ᳶ পাহি, নৄংঃ পাহি। নৄন্ পাহি।।

অনুবাদ - কবর্গ কিংবা পবর্গ (পরে) থাকিলে বিসর্গের স্থানে (যথাক্রমে) ᳵক এবং ᳶপ আদেশ হয়, চকার হেতু বিসর্গ ও হইবে। (যথা-) নৄঁ ᳶপাহি, নৄঁঃ পাহি, নৄং ᳶপাহি, নৄংঃ পাহি। নৄন্ পাহি।।

আলোচনা - 'নৄর্ + পাহি' এই অবস্থায় 'অত্রানুনাসিকঃ পূর্বস্য তু বা' এই সূত্রের দ্বারা বিকল্পে 'রু' এর পূর্বে অনুনাসিক আদেশ করিয়া 'নৄঁর্ + পাহি' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' - এই সূত্রের সহায়তায় 'খরবসা-নয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত রেফের বিসর্গ করিয়া 'নৄঁঃ+ পাহি' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'কুপ্বোঃ ᳵক ᳶপৌ চ' এই সূত্রের দ্বারা বিসর্গের উপধ্মানীয় আদেশ করিয়া 'নৄঁ ᳶ পাহি' - এই একটি রূপ সিদ্ধ হয়। উপধ্মানীয় আদেশ না হইলে অর্থাৎ সূত্রে চকার থাকায় বিসর্গ থাকিলে 'নৄঁঃ পাহি' - এই দ্বিতীয় রূপ সিদ্ধ হয়। আবার অনুনাসিকের অভাব পক্ষে অর্থাৎ 'নৄর্ + পাহি' এই অবস্থায় রেফের পূর্বের বর্ণের পরে অনুস্বারের আগম করিয়া 'নৄংর্ + পাহি' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি -' সূত্রের সহায়তায় খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' - এই সূত্রের দ্বারা রেফের বিসর্গ আদেশ করিয়া নৄংঃ + পাহি এই অবস্থায় - 'তস্মিনিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' - এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'কুপ্বোঃ ᳵক ᳶপৌ চ' - সূত্রের দ্বারা বিসর্গের উপধ্মানীয় আদেশ করিয়া 'নৄং ᳶ পাহি' এই তৃতীয় রূপ সিদ্ধ হয়, সূত্রে চকার থাকায় উপধ্মানীয়ের অভাবপক্ষে বিসর্গই থাকিয়া 'নৄংঃপাহি - এই চতুর্থ রূপ সিদ্ধ হয়। 'নৄন্ পে' এই সূত্রের দ্বারা 'রু' আদেশের অভাব পক্ষে নৄন্ পাহি' - এই পঞ্চম রূপ সিদ্ধ হয়।

৯৯। তস্য পরমাম্রেডিতম্ - ৮।১।২

তস্য - ৬।১, পরম্ - ১।১, আম্রেডিতম্ - ১। ১.

বরদরাজঃ- দ্বিরুক্তস্য পরমাম্রেড়িতং স্যাৎ।

অনুবাদ - দ্বিরুক্তের পরের অংশটির আম্রেড়িত সংজ্ঞা হয়।

আলোচনা - 'সর্বস্য দ্বে' এই সূত্রের ঠিক পরে বর্তমান সূত্রটি পাঠ করায় 'তস্য' এই পদের দ্বারা 'দ্বে' - অর্থাৎ দ্বিরুক্তের এই রূপ অর্থ বুঝাইতেছে।

১০০। কানাম্রেড়িতে - ৮।৩।১২

কান্ - লুপ্তষষ্ঠ্যন্তনির্দেশঃ, আম্রেড়িতে - ৭।১

অনুবৃত্তিঃ- নঃ, রুঃ।

[কান্ (ইত্যেতস্য) নঃ (নকারস্য) রুঃ (ভবতি) আম্রেড়িতে (পরতঃ) সংহিতায়াম্ (বিষয়ে)]।

বরদরাজঃ- কান্নকারস্য রুঃ স্যাদাম্রেড়িতে। কাঁস্কান্, কাংস্কান্।।

অনুবাদ - কান্ এর নকারের 'রু' আদেশ হয় আম্রেড়িত পরে থাকিলে। (যথা-) কাঁস্কান্, কাংস্কান্।।

আলোচনা - 'কান্' ইহা দ্বিতীয়ান্তশব্দস্বরূপপরক লুপ্তষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত। ষষ্ঠী বিভক্তি সৌত্র লুক্ হইয়াছে। ন লোপের অভাব ও সৌত্র। 'কান্ + কান্ ' - এই অবস্থায় 'তস্য পরমাম্রেড়িতম্' - এই সূত্র থাকায় দ্বিতীয় কান্ এর আম্রেড়িত সংজ্ঞা হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অলোঽন্ত্যস্য' এই দুইসূত্রের সহায়তায় 'কানাম্রেড়িতে' এই সূত্রের দ্বারা নকারের 'রু' আদেশ করিয়া ও অনুবন্ধ লোপ করিয়া কার্ + কান্ এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'অত্রানুনাসিকঃ পূর্বস্য তু বা' এই সূত্রের দ্বারা রেফের পূর্বে অনুনাসিক বিকল্পে আদেশ করিয়া 'কাঁর্ + কান্' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত রেফের বিসর্গ আদেশ করিয়া 'কাঁঃ + কান্' এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'সংপুংকানাং সো বক্তব্যঃ' - এই বার্ত্তিকের দ্বারা বিসর্গের স্থানে সকার আদেশ করিয়া 'কাঁস্কান্' রূপ সিদ্ধ হয়। অনুনাসিকের অভাব পক্ষে 'কার্ + কান্' এই অবস্থায় 'অনুনাসিকাৎ পরোঽনুস্বারঃ' - এই সূত্রের দ্বারা 'রু' এর পূর্বের বর্ণের পর অনুস্বার আগম করিয়া 'কাংর্ + কান্' -এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' - এই সূত্রের সহায়তায় 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত রেফের বিসর্গ

করিয়া 'সংপুংকানাং সো বক্তব্যঃ' এই সূত্রের দ্বারা বিসর্গের সকার করিয়া কাংস্কান্' - এই রূপ সিদ্ধ হয়।

•১০১। ছে চ - ৬।১।৭৩

ছে - ৭।১, চ - অ০

অনুবৃত্তিঃ- হ্রস্বস্য, তুক্।

[হ্রস্বস্য তুক্ (আগমঃ ভবতি) ছে (পরতঃ) সংহিতায়াম্]।

বরদরাজঃ- হ্রস্বস্য ছে তুক্। শিবচ্ছায়া।।

অনুবাদ - ছকার (পরে) থাকিলে হ্রস্বের তুক্ (আগম) হয়। (যথা-) শিবচ্ছায়া।

আলোচনা - 'হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্' - এই সূত্র হইতে 'হ্রস্বস্য' এবং 'তুক্' - এই পদদ্বয় অনুবৃত্ত হইতেছে। 'সংহিতায়াম্' এই সূত্রের অধিকারে ইহা পঠিত হইয়াছে। 'শিব + ছায়া' - এই অবস্থাতে হ্রস্ব-অকারের তুক্ আগম করিয়া এবং তুক্ কিৎ বলিয়া 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' - সূত্র দ্বারা অন্তাবয়ব করিয়া 'শিব তুক্ + ছায়া' এই অবস্থায় অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'শিবৎ + ছায়া' - এই অবস্থায় 'স্থানেঽন্তরতমঃ' - এই সূত্রের সহায়তায় 'ঝলাং জশোঽন্তে' এই সূত্রের দ্বারা তকারের দকার করিয়া শিবদ্ + ছায়া এই অবস্থায় 'যথা-সংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' - এই সূত্রের সহায়তায় 'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ' এই সূত্রের দ্বারা দকারের জকার করিয়া 'শিবজ্ + ছায়া' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'খরি চ' এই সূত্রের দ্বারা জকারের চর্ আদেশ প্রাপ্ত হওয়ায় 'স্থানেঽন্তরতমঃ' - এই সূত্রের দ্বারা চকার আদেশ করিয়া 'শিবচ্ছায়া' - এই পদ সিদ্ধ হয়।

১০২। পদান্তাদ্বা - ৬।১।৭৬

পদান্তাৎ - ৫।১, বা - অ.

অনুবৃত্তিঃ- তুক্, ছে, দীর্ঘাৎ।

[দীর্ঘাৎ পদান্তাৎ ছে (পরতঃ) তুক্ বা (ভবতি) সংহিতায়াম্]।

বরদরাজঃ- দীর্ঘাৎপদান্তাচ্ছে তুগ্ বা। লক্ষ্মীচ্ছায়া, লক্ষ্মীছায়া।

।। ইতি হল্সন্ধিঃ।।

অনুবাদ - পদান্ত দীর্ঘের বিকল্পে তুক্ (আগম) হয় ছকার পরে থাকিলে। (যথা-) লক্ষ্মী-চ্ছায়া, লক্ষ্মীছায়া।

।। ইতি হল্সন্ধি।।

আলোচনা - 'দীর্ঘাৎ' - এই পদে পঞ্চমী বিভক্তি রহিয়াছে। 'ছে' ইহা সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত। 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' দ্বারা দীর্ঘের তুক্ প্রাপ্ত আছে। আবার 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য' সূত্র দ্বারা 'ছ' কারের তুক্ আগম প্রাপ্ত আছে। 'উভয়নির্দেশে পঞ্চমী নির্দেশো বলবান্' এই পরিভাষা অনুযায়ী 'ছ'কারের তুক্ আগম প্রাপ্ত হওয়ায় 'সেনা-সুরাচ্ছায়া—' এই সূত্রে দীর্ঘের তুক্ আগম জ্ঞাপন হইতে বুঝিতে হইবে দীর্ঘে'রই তুক্ আগম হইবে।. 'লক্ষ্মী + ছায়া'—এই অবস্থায় 'পদান্তাদ্বা' এই সূত্রের দ্বারা দীর্ঘ ঈকারের বিকল্পে তুক্ আগম করিয়া এবং 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' সূত্র দ্বারা অন্তাবয়ব করিয়া 'লক্ষ্মীতুক্ + ছায়া'—এই অবস্থায় অনুবন্ধ লোপ করিয়া লক্ষ্মীত্ + ছায়া এই অবস্থায় 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই সূত্রের সহায়তায় 'ঝলাং জশোঽন্তে'—এই সূত্রের দ্বারা তকারের দকার করিয়া 'যথা-সংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্'—এই সূত্রের সহায়তায় 'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ' সূত্র দ্বারা দকারের জকার করিয়া 'লক্ষ্মীজ্ + ছায়া' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'খরি চ'—এই সূত্রের দ্বারা জকারের চকার করিষা 'লক্ষ্মীচ্ছায়া'—এই রূপ সিদ্ধ হয়। তুক্ আগমের অভাব পক্ষে 'লক্ষ্মীছায়া'—এই দ্বিতীয় রূপ সিদ্ধ হয়।

———o———

।। অথ বিসর্গসন্ধিঃ ।।

১০৩। বিসর্জনীয়স্য সঃ—৮।৩।৩৪

বিসর্জনীয়স্য—৬।১, সঃ—১।১

অনুবৃত্তিঃ— খরি।

[বিসর্জনীয়স্য সঃ (ভবতি) খরি (পরে)]।

বরদরাজঃ—খরি। বিষ্ণুস্ত্রাতা।।

অনুবাদ— 'খর্' পরে থাকিলে। (যথা—) বিষ্ণুস্ত্রাতা।

আলোচনা— 'বিষ্ণুঃ + ত্রাতা'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'বিসর্জনীয়স্য সঃ'—এই সূত্রের দ্বারা বিসর্গের সকার করিয়া 'বিষ্ণুস্ত্রাতা' এইরূপ সিদ্ধ হয়।

১০৪। বা শরি—৮।৩।৩৬

বা—অ., শরি—৭।১

অনুবৃত্তিঃ— বিসর্জনীয়স্য, বিসর্জনীয়ঃ।

[শরি (পরে) বিসর্জনীয়স্য বিসর্জনীয়ঃ বা (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—শরি বিসর্জনীয়স্য বিসর্গো বা। হরিঃ শেতে, হরিশ্শেতে।।

অনুবাদ— শর্ পরে থাকিলে বিসর্গের বিসর্গ বিকল্পে হয়। (যথা—) হরিঃ শেতে, হরিশ্শেতে।।

আলোচনা— 'হরিঃ+শেতে'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'বা শরি'—এই সূত্রের দ্বারা বিসর্গের বিকল্পে বিসর্গ আদেশ করিয়া 'হরিঃ শেতে'—এই রূপ সিদ্ধ হয়। বিসর্গ আদেশের অভাবপক্ষে 'হরিঃ+শেতে' এই স্থলে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'বিসর্জনীয়স্য সঃ'—এই সূত্রের দ্বারা বিসর্গের সকার আদেশ করিয়া 'হরিস্+শেতে' এই অবস্থায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্'—এই সূত্রের সহায়তায় 'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ'—এই সূত্রের দ্বারা সকারের শকার করিয়া 'হরিশ্শেতে'—এই দ্বিতীয় রূপ সিদ্ধ হয়।

১০৫। সসজুষো রুঃ—৮।২।৬৬

সসজুষঃ—৬।১, রুঃ—১।১.

বরদরাজঃ— পদান্তস্য সস্য সজুষশ্চ রুঃ স্যাৎ।।

অনুবাদ— পদান্ত সকারের এবং সজুস্ শব্দের রু আদেশ হয়।

আলোচনা— 'পদস্য' সূত্রের অধিকার রহিয়াছে। এবং উহা বিশেষণ হওয়ায় পদান্ত সকারের এবং সজুস্ শব্দের 'রু' আদেশ হয়।

১০৬। অতো রোরপ্লুতাদপ্লুতে—৬।১।১১৩

অতঃ—৫।১, রোঃ—৬।১, অপ্লুতাৎ—৫।১, অপ্লুতে—৭।১.

অনুবৃত্তিঃ— উৎ, অতি।

[অপ্লুতাৎ অতঃ (পরস্য) রোঃ উৎ (ভবতি) অপ্লুতে অতি]।.

বরদরাজঃ—অপ্লুতাদতঃ পরস্য রোরুঃ স্যাদপ্লুতেঽতি। শিবোঽর্চ্যঃ।।

অনুবাদ— অপ্লুত হ্রস্ব অকারের পর 'রু'-এর 'উ'কার আদেশ হয় অপ্লুত হ্রস্ব অকার পরে থাকিলে। (যথা—) শিবোঽর্চ্যঃ।।

আলোচনা— 'ঋত উৎ'— এই সূত্র হইতে 'উৎ' এবং 'এঙঃ পদান্তাদতি' সূত্র হইতে 'অতি' এই পদদ্বয় অনুবৃত্ত হইতেছে। 'শিবস্+অর্চ্যঃ'—এই অবস্থায় 'সসজুষো রুঃ'—এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত সকারের রু আদেশ করিয়া এবং অনুবন্ধলোপ করিয়া শিবর্+অর্চ্যঃ এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'অতো রোরপ্লুতাদপ্লুতে'—এই সূত্রের দ্বারা 'রু' এর স্থানে উকার আদেশ করিয়া শিব উ+অর্চ্যঃ এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'অদেঙ্গুণঃ', 'স্থানেঽন্তরতমঃ'— এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'আদ্গুণঃ'—এই সূত্রের দ্বারা পূর্বও পরের স্থানে গুণ একাদেশ ওকার করিয়া 'শিবো+ অর্চ্যঃ'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'এঙঃ পদান্তাদতি' এই সূত্রের দ্বারা পূর্বরূপ একাদেশ করিয়া 'শিবোঽর্চ্যঃ' এইরূপ সিদ্ধ হয়।

১০৭। হশি চ—৬।১।১১৪

হশি—৭।১, চ—অ.

অনুবৃত্তিঃ— অতঃ, রোঃ, অপ্লুতাৎ, উৎ।

[অপ্লুতাৎ অতঃ (পরস্য) রোঃ উৎ (আদেশঃ ভবতি) হশি (পরে)]।

বরদরাজঃ—তথা। শিবো বন্দ্যঃ।।

অনুবাদ— সেইরূপ (হইবে)। (যথা—) শিবো বন্দ্যঃ।

আলোচনা— অপ্লুত হ্রস্ব অকারের পর 'হশ্' থাকিলে 'রু'-এর স্থানে 'উ' আদেশ হয়। 'শিবস্+বন্দ্যঃ'—এই উদাহরণে 'সসজুষো রুঃ'—এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত সকারের স্থানে 'রু' আদেশ করিয়া ও অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'শিবর্+বন্দ্যঃ'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'হশি চ' এই সূত্রের দ্বারা 'রু' (র্) এর 'উ' আদেশ করিয়া 'শিব উ+বন্দ্যঃ'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অদেঙ্ গুণঃ', 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই তিন সূত্রের সহায়তায় 'আদ্গুণঃ'—এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে গুণ 'ও'কার করিয়া 'শিবোবন্দ্যঃ' রূপ সিদ্ধ হয়।

১০৮। ভোভগোঅঘোঅপূর্বস্য যোঽশি—৮।৩।১৭

ভোভগোঅঘোঅপূর্বস্য—৬।১, যঃ—১।১, অশি—৭।১

অনুবৃত্তিঃ— রোঃ।

[ভো-ভগো-অঘো-অপূর্বস্য রোঃ যঃ (আদেশঃ ভবতি) অশি (পরে)]।

বরদরাজঃ—এতৎপূর্বস্য রোর্যাদেশোঽশি। দেবা ইহ, দেবাযিহ। ভোস্ ভগোস্ অঘোস্ ইতি সান্তা নিপাতাঃ। তেষাং রোর্যত্বে কৃতে।।

অনুবাদ— এইগুলি পূর্বে আছে এমন 'রু' এর স্থানে 'য'কার আদেশ হয় অশ্ পরে থাকিলে। (যথা-) দেবা ইহ, দেবায়িহ। ভোস্ ভগোস্ অঘোস্ এইগুলি সকারান্ত নিপাত। তাহাদের 'রু' এর 'য' করিয়া—

আলোচনা— সূত্রে 'ভগো+অঘো'—এইখানে এবং অঘো+অপূর্বস্য'—এইখানে সন্ধির অভাব 'সৌত্র' বুঝিতে হইবে। 'সূত্রে কৃতঃ' অথবা সূত্রে লব্ধঃ=সৌত্রঃ। সূত্রে সন্ধ্য-ভাব পাওয়া যাইতেছে। 'দেবস্ + ইহ' এই অবস্থায় 'সসজুষো রুঃ'—এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত সকারের 'রু' এবং অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'দেবার্+ইহ'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'ভোভগোঅঘোঅপূর্বস্য যোঽশি' এই সূত্রের

দ্বারা রেফের যকার আদেশ করিয়া 'দেবায়্+ইহ'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'লোপঃ শাকল্যস্য'—এই সূত্রের দ্বারা যকারের বিকল্পে লোপ করিয়া 'দেবা ইহ' এইরূপ সিদ্ধ হয়, লোপের অভাবপক্ষে 'দেবায়িহ'—এইরূপ সিদ্ধ হয়। ভোস্, ভগোস্ এবং অঘোস্—এইগুলি সকারান্ত—নিপাত বুঝিতে হইবে।

১০৯। হলি সর্বেষাম্—৮।৩।২২

হলি—৭।১, সর্বেষাম্—৬।৩

অনুবৃত্তিঃ— ভোভগোঅঘোঅপূর্বস্য, যঃ, লোপঃ।

[ভোভগোঅঘোঅপূর্বস্য যঃ (যস্য) লোপঃ (ভবতি) হলি (পরে)]।

বরদরাজঃ—ভোভগোঅঘোঅপূর্বস্য যস্য লোপঃ স্যাদ্ধলি। ভো দেবাঃ। অঘো নমস্তে। অঘো যাহি।।

অনুবাদ— ভো, ভগো, অঘো এবং অবর্ণ পূর্বে আছে এমন যকারের লোপ হয় হল্ পরে থাকিলে। (যথা-) ভো দেবাঃ। ভগো নমস্তে। অঘো যাহি।

আলোচনা— 'ভোস্+দেবাঃ'—এই অবস্থায় 'সসজুষো রুঃ'—এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত সকারের 'রু' আদেশ ও অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'ভোর্+দেবাঃ'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'ভোভগোঅঘোঅপূর্বস্য যোঽশি' এই সূত্রের দ্বারা 'র্' এর যকার আদেশ করিয়া 'ভোয্+দেবাঃ'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'হলি সর্বেষাম্'—এই সূত্রের দ্বারা যকারের লোপ করিয়া 'ভো দেবাঃ' এইরূপ সিদ্ধ হয়। 'ভগোস্+নমস্তে'—এই অবস্থায় 'সসজুষো রুঃ' এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত সকারের 'রু' আদেশ করিয়া ও অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'ভগোর্+নমস্তে'—এইরূপ অবস্থা জাত হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'ভোভগোঅঘোঅপূর্বস্য যোঽশি'—এই সূত্রের দ্বারা রেফের যকার করিয়া 'ভগোয্+নমস্তে'—এইরূপ অবস্থা জাত হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'হলি সর্বেষাম্'—এই সূত্রের দ্বারা যকারের লোপ করিয়া 'ভগো নমস্তে' এইরূপ সিদ্ধ হয়। 'ভগো' ইহার অর্থ 'ভগবন্'। 'অঘোস্+যাহি'—এইরূপ অবস্থায় 'সসজুষো রুঃ'—এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত সকারের 'রু' আদেশ ও অনুবন্ধ লোপ

করিয়া 'অঘোর্+যাহি' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'ভোভগোঅঘোঅপূর্বস্য যোঽশি'—এই সূত্রের দ্বারা রেফের যকার আদেশ করিয়া অঘোয্+যাহি এই অবস্থাজাত হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'হলি সর্বেষাম্'—এই সূত্রের দ্বারা যকারের লোপ করিয়া 'অঘো যাহি' এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়।

১১০। রোঽসুপি—৮।২।৬৯

রঃ—১।১, অসুপি—৭।১

অনুবৃত্তিঃ— অহন্,

[অহ্নঃ রঃ (ভবতি) অসুপি]।

বরদরাজঃ—অহ্নো রেফাদেশো ন তু সুপি। অহরহঃ। অহর্গণঃ।।

অনুবাদ— 'অহন্' এর রেফ আদেশ হয়, কিন্তু সুপ্ পরে থাকিলে হয় না। (যথা—) অহরহঃ। অহর্গণঃ।

আলোচনা— 'অহন্+অহঃ'—এই অবস্থায় 'রোঽসুপি' এই সূত্রের দ্বারা নকারের 'র' আদেশ করিয়া 'অহরহঃ' রূপ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ হইল—প্রতিদিন। 'অহন্+গণঃ'—এই অবস্থায় 'রোঽসুপি'—সূত্রের দ্বারা নকারের 'র' আদেশ করিয়া 'অহর্গণঃ' রূপ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ দিনসমূহ।

১১১। রো রি—৮।৩।১৪

রঃ—৬।১, রি—৭।১

অনুবৃত্তিঃ— লোপঃ

[রঃ (রেফস্য) রি (পরে) লোপঃ (ভবতি) সংহিতায়াম্]।

বরদরাজঃ—রেফস্য রেফে পরে লোপঃ।।

অনুবাদ—রেফ পরে থাকিলে রেফের লোপ হয়।

আলোচনা— 'ঢো ঢে লোপঃ' সূত্র হইতে 'লোপঃ' পদটি অনুবৃত্ত হইতেছে।

১১২। ঢ্রলোপে পূর্বস্য দীর্ঘোঽণঃ—৬।৩।১১১

ঢ্রলোপে—৭।১, পূর্বস্য—৬।১, দীর্ঘঃ—১।১, অণঃ—৬।১

বরদরাজঃ—ঢরেফয়োর্লোপনিমিত্তয়োঃ পূর্বস্যাণো দীর্ঘঃ। পুনা রমতে। হরীরম্যঃ। শম্ভূরাজতে। অণঃ কিম্? তৃঢঃ। বৃঢঃ। মনস্ রথ ইত্যত্র রুত্বে কৃতে হশি চেত্যুত্বে রোরীতি লোপে চ প্রাপ্তে।।

অনুবাদ— ঢ এবং রেফের লোপ নিমিত্তক 'ঢ' এবং রেফ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী 'অণ্'-এর দীর্ঘ হয়। (যথা-) পুনা রমতে। হরী রম্যঃ। শম্ভূ রাজতে। 'অণঃ' বলিল কেন? তৃঢঃ। বৃঢঃ। 'মনস্+রথঃ' এই অবস্থায় (সকারের) রু আদেশ করায় 'হশি চ' দ্বারা রু এর উকার আদেশ এবং 'রো রি' দ্বারা লোপ প্রাপ্ত হওয়ায়।

আলোচনা— ঢ্ চ রেফশ্চ=ঢ্রৌ, তৌ লোপয়তীতি=ঢ্রলোপঃ। এইখানে কর্ম উপপদ থাকায় ণ্যন্ত ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় করা হইয়াছে। এবং উপপদ সমাস হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল ঢলোপনিমিত্তক এবং রেফ লোপ. নিমিত্তক; সেই লোপের জন্য 'ঢো ঢে লোপঃ,' 'রো রি' সূত্রদ্বয় রহিয়াছে। 'পুনর্+রমতে' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'রো রি'—এই সূত্রের দ্বারা পূর্ববর্ত্তী রেফের লোপ করিয়া 'পুন+রমতে'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'ঢ্রলোপে পূর্বস্য দীর্ঘোঽণঃ'—এই সূত্রের দ্বারা পূর্বের অকারের দীর্ঘ করিয়া 'পুনা রমতে'—এই সিদ্ধ হয়। 'হরিস্+ রম্যঃ'—এই অবস্থায় 'সসুজুষো রুঃ'—এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত সকারের 'রু' আদেশ করিয়া এবং অনুবন্ধলোপ করিয়া 'হরির্+রম্যঃ'—এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'রো রি'—এই সূত্রের দ্বারা পূর্ববর্ত্তী রেফের লোপ করিয়া 'হরি+রম্যঃ'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'ঢ্রলোপে পূর্বস্য দীর্ঘোঽণঃ' এই সূত্রের দ্বারা ইকারের দীর্ঘ করিয়া 'হরী রম্যঃ' এইরূপ সিদ্ধ হয়। শম্ভুস্+রাজতে—এই অবস্থায় 'সসজুষো রুঃ'—এই সূত্র দ্বারা পদান্ত সকারের রু আদেশ এবং অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'শম্ভুর্+রাজতে'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি

নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'রো রি'—সূত্রের দ্বারা পূর্ববর্ত্তী রেফের লোপ করিয়া শম্ভু+রাজতে এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'ঢ্রলোপে পূর্বস্য দীর্ঘোঽণঃ'—এই সূত্রের দ্বারা 'উ'কারের দীর্ঘ আদেশ করিয়া 'শম্ভূ রাজতে' এইরূপ সিদ্ধ হয়। 'অণঃ' বলিল কেন? তৃহ্+ক্ত > তৃহ্-ত > তৃঢ্+ ত > তৃঢ্-ধ > তৃঢ্-ঢ > তৃ ঢ। 'তৃঢঃ'—এইখানে ঋকারের দীর্ঘ হইয়া যাইত। কিন্তু সূত্রে 'অণ্' বলায় দীর্ঘ—ঋ হইতে পারিল না। এইরূপে—বৃহ+ ক্ত > বৃহ্-ত > বৃঢ্-ধ > বৃঢ্-ঢ > বৃঢ। বৃঢঃ'—এইখানে সূত্রে 'অণঃ' না বলিলে ঋকারের দীর্ঘ হইয়া যাইত। 'মনস্+রথঃ' এই অবস্থায় 'সসজুষো রুঃ' এই সূত্রের দ্বারা সকারের 'রু' আদেশ ও অনুবন্ধলোপ করিয়া 'মনর্+ রথঃ'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'হশি চ'—এই সূত্রের দ্বারা রেফের উকার প্রাপ্ত আছে। আবার 'রো রি' সূত্রের দ্বারা পূর্ববর্ত্তী রেফের লোপ ও প্রাপ্ত রহিয়াছে।

১১৩। বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্—১।৪।২

বিপ্রতিষেধে—৭।১, পরম্—১।১, কার্যম্—১।১

বরদরাজঃ—তুল্যবলবিরোধে পরং কার্যং স্যাৎ। ইতি লোপে প্রাপ্তে। পূর্বত্রাসিদ্ধমিতি রোরীত্যস্যাসিদ্ধত্বাদুত্বমেব। মনোরথঃ।।

অনুবাদ— তুল্যবল বিরোধে পর (সূত্রের) কার্য হয়। এইভাবে (পর সূত্র 'রো রি' দ্বারা) লোপ প্রাপ্ত হওয়ায় 'পূর্বত্রাসিদ্ধম্'—এই সূত্রের দ্বারা 'রো রি' এর অসিদ্ধত্বহেতু ('হশি চ' সূত্রের দ্বারা) উকার-ই হয়। মনোরথঃ।।

আলোচনা—'বি-প্রতি-বিধ্+ঘঞ্'=বিপ্রতিষেধঃ। 'স্বস্মিন্ স্বস্মিন্ লক্ষ্যে চরিতার্থে সতি একস্মিন্ যুগপৎ প্রাপ্তিঃ=তুল্যবলবিরোধঃ। বিপ্রতিষেধ শব্দের অর্থ তুল্যবলবিরোধ। 'হশি চ' সূত্র 'শিবো বন্দ্যঃ' উদাহরণে চরিতার্থ আছে। আবার 'রো রি' সূত্র 'পুনা রমতে' উদাহরণে চরিতার্থ আছে। আবার 'মনর্+রথঃ'—এই অবস্থায় দুইটি সূত্রের একসাথে প্রাপ্তি আছে বলিয়া বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ তুল্যবলবিরোধ রহিয়াছে। এইরূপ স্থলে পরবর্ত্তী সূত্র বলবান্ হইত। ফলে 'রো রি' সূত্র পরবর্ত্তী বলিয়া 'রো রি' সূত্রের দ্বারা লোপের প্রাপ্তি হয়। কিন্তু 'পূর্বত্রাসিদ্ধম্' সূত্রের দ্বারা 'রো রি' লাগার পর ও উহার অসিদ্ধত্ব হেতু পুনরায় 'উকার' হইয়া যায়। ফলে

'মন-উ+রথঃ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—'অদেঙ্ গুণঃ' 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই তিন সূত্রের সহায়তায় 'আদ্গুণঃ'—এই সূত্রের দ্বারা পূর্বও পরের স্থানে গুণ একাদেশ করিয়া 'মনোরথঃ' পদ সিদ্ধ হয়।

১১৪। এতত্তদোঃ সুলোপোঽকোরনঞ্সমাপে হলি—৬।১।১৩২

এতত্তদোঃ—৬।২, সুলোপঃ—১।১, অকোঃ—৬।২, অনঞ্ সমাসে—৭।১, হলি—৭।১

বরদরাজঃ—অককারয়োরেতত্তদোর্যঃ সুস্তস্য লোপো হলি ন তু নঞ্সমাসে। এষ বিষ্ণুঃ। স শম্ভুঃ। অকোঃ কিম্? এষকো রুদ্রঃ। অনঞ্ সমাসে কিম্? অসঃ শিবঃ। হলি কিম্? এষোঽত্র।।

অনুবাদ— অন্তে ককার নাই এমন এতদ্ ও তদ্ শব্দের 'সু' বিভক্তির লোপ হয় হল্ পরে থাকিলে, কিন্তু 'নঞ্' সমাস হইলে হইবে না। (যথা-) এষ বিষ্ণুঃ। স শম্ভুঃ। 'অকোঃ' কেন বলা হইল? 'এষকো রুদ্রঃ'। 'অনঞ্ সমাসে'—কেন বলা হইল? অসঃ শিবঃ। 'হলি'—কেন বলা হইল? এষোঽত্র।।

আলোচনা— অবিদ্যমানঃ ককারঃ যয়োস্তৌ=অকৌ, তয়োঃ=অকোঃ। 'এষস্+বিষ্ণুঃ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'এতত্তদোঃ সুলোকোরনঞ্সমাসে হলি' এই সূত্রের দ্বারা সকারের লোপ করিয়া 'এষ বিষ্ণুঃ' সিদ্ধ হয়। 'সস্+শম্ভুঃ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'এতত্তদোঃ সুলোপোঽ-কোরনঞ্ সমাসে হলি' এই সূত্রের দ্বারা সকারের লোপ করিয়া 'এষ বিষ্ণুঃ' সিদ্ধ হয়। 'সস্ + শম্ভুঃ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'এতত্তদোঃ সুলোঽকোরনঞ্ সমাসে হলি' সূত্রের দ্বারা সকারের লোপ করিয়া 'স শম্ভুঃ' রূপ সিদ্ধ হয়। 'অকোঃ' কেন বলিল অকচ্ প্রত্যয়যুক্ত এষক শব্দের উত্তর সুবিভক্তি ও অনুবন্ধ লোপ করিয়া এষকস্+রুদ্রঃ' এই অবস্থায় ককারান্ত বলিয়া 'সু' এর

লোপ হইল না। সকারের রু ও অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'হশি চ'—এই সূত্রের দ্বারা রেফের 'উ'কার আদেশ করিয়া 'এষক উ+রুদ্রঃ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অদেঙ্ গুণঃ', 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই তিন সূত্রের সহায়তায়, 'আদ্ গুণঃ'—এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে গুণ একাদেশ করিয়া 'এষকো রুদ্রঃ' এইরূপ সিদ্ধ হয়। 'অনঞ্-সমাসে' কেন বলা হইল? নঞ্ সমাস থাকিলে সু-এর লোপ হয় না। যথা—ন সঃ=অসঃ। 'অসস্+শিবঃ'—এই অবস্থায় সকারের রু ও বিসর্গ করিয়া 'অসঃ+শিবঃ'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'বিসর্জনীয়স্য সঃ'—এই সূত্রের দ্বারা বিসর্গের সকার আদেশ করিয়া 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্'—এই সূত্রের সহায়তায় 'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ'—এই সূত্রের দ্বারা সকারের শকার করিয়া 'অসশ্শিবঃ'—সিদ্ধ হয়। 'হলি' কেন বলা হইল? 'হলি' বলায় 'এষস্+অত্র'—এই অবস্থায় পরে 'হল্' না থাকায় 'স'কারের লোপ হইল না। ফলে সকারের 'রু' ও অনুবন্ধ লোপ করিয়া এষ-র্+অত্র এই অবস্থায় 'অতো রোরপ্লুতাদপ্লুতে' সূত্রের দ্বারা 'রু'এর 'উ' আদেশ করিয়া 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অদেঙ্গুণঃ', 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিন সূত্রের সহায়তায় 'আদ্গুণঃ' সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে গুণ একাদেশ ওকার করিয়া 'এষো+অত্র' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'এঙঃ পদান্তাদতি' এই সূত্রের দ্বারা পূর্বরূপ একাদেশ করিয়া 'এষোঽত্র' সিদ্ধ হয়।

১১৫। সোঽচি লোপে চেৎপাদপূরণম্—৬।১।১৩৪

সঃ—ষষ্ঠ্যর্থে প্রথমা, অচি—৭।১, লোপে—৭।১, চেৎ—অ., পাদপূরণম্—১।১.

অনুবৃত্তিঃ— সুলোপঃ।

[সঃ (ইত্যেতস্য) অচি (পরতঃ) সুলোপঃ (ভবতি) সংহিতায়াম্ লোপে (সতি) পাদপূরণম্ চেৎ]।

বরদরাজঃ—'স' ইত্যস্য সোর্লোপঃ স্যাদচি পাদশ্চেল্লোপে সত্যেব পূর্যেত। সেমামবিড্ঢি প্রভৃতিম্। সৈষ দাশরথী রামঃ।।

ইতি বিসর্গসন্ধি

ইতি পঞ্চসন্ধিপ্রকরণম্।

অনুবাদ— 'সস্' এর 'সু' এর লোপ হয় অচ্ পরে থাকিলে, (এই শর্তে যে) লোপ হইলেই যদি (কোন শ্লোকের) পাদ পূরণ হয় (নতুবা নহে)। (যথা-) সেমামবিড্ঢি প্রভৃতিম্। সৈষ দাশরথী রামঃ।।

ইতি বিসর্গ-সন্ধিঃ

ইতি পঞ্চসন্ধিপ্রকরণ।।

আলোচনা— 'সস্+ইমামবিড্ঢি—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'সোঽচি লোপে চেৎ পাদপূরণম্'—এই সূত্রের দ্বারা 'সু' এর সকারের লোপ করিয়া 'স+ইমামবিড্ঢি—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অদেঙ্ গুণঃ', 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই তিন সূত্রের সহায়তায় 'আদ্ গুণঃ'—এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে গুণ একার একাদেশ করিয়া 'সেমামবিড্ঢি হইয়াছে। 'সসু+এষঃ'—এই অবস্থায় অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'সস্+এষঃ'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'সোঽচি লোপে চেৎপাদপূরণম্' সূত্রের দ্বারা স্কারের লোপ করিয়া 'স+এষঃ'—এইরূপ অবস্থাজাত হইলে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', বৃদ্ধিরাদৈচ্' 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিন সূত্রের সহায়তায় 'বৃদ্ধিরেচি' সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি 'ঐ' কার একাদেশ করিয়া 'সৈষঃ' সিদ্ধ হয়। 'দাশরথিস্+রামঃ' এই অবস্থায় সকারের 'রু' ও অনুবন্ধলোপ করিয়া দাশরথির্+রামঃ'—এই অবস্থায় 'রো রি' সূত্রের দ্বারা পূর্বরকারের লোপ করিয়া 'দাশরথি+রামঃ' এই অবস্থায় 'ঢ্রলোপে পূর্বস্য দীর্ঘোঽণঃ' সূত্র দ্বারা ইকারের দীর্ঘ করিয়া 'দাশরথী রামঃ' সিদ্ধ হয়। 'সৈষস্+দাশরথিঃ' এই স্থলে ও 'এতত্তদোঃ—' সূত্রের দ্বারা 'সু' এর লোপ হইয়াছে। 'সস্+ইমামবিড্ঢি এবং 'সস্+এষঃ'—এই উভয়স্থলে সকারের 'রু' ও তাহার স্থানে যকার করিয়া লোপ করিলে ও অসিদ্ধত্ব হেতু পুনরায় যথাক্রমে গুণও বৃদ্ধি হইতে পারিত না। ফলে বর্তমান সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

—o—

।। অথ ষড়্‌লিঙ্গেষু অজন্তপুঁল্লিঙ্গাঃ।।

১১৬। অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্—১।২।৪৫

অর্থবৎ—১।১, অধাতুঃ—১।১, অপ্রত্যয়ঃ—১।১, প্রাতিপদিকম্—১।১.

বরদরাজঃ—ধাতুং প্রত্যয়ং প্রত্যয়ান্তং চ বর্জয়িত্বা অর্থবচ্ছব্দস্বরূপং প্রাতিপদিক-সংজ্ঞং স্যাৎ।।

অনুবাদ— ধাতু, প্রত্যয় ও প্রত্যয়ান্ত ছাড়া অর্থবিশিষ্ট শব্দ-স্বরূপের (শব্দের) প্রাতিপদিক সংজ্ঞা হয়।

আলোচনা— অনন্তর সু, ঔ, জস্, অম্, ঔট্.......ইত্যাদি প্রত্যয় বলা হইবে। সেইখানে 'ঙ্যাপ্ প্রাতিপদিকাৎ'—এই অধিকার সূত্র ঙী—অন্ত, আবন্ত এবং প্রাতিপদিকের উত্তর 'সু' প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি বিহিত হইবে। সুতরাং এইখানে প্রশ্ন হইতেছে সেই প্রাতিপদিক কি? সেই প্রশ্ন সমাধানের জন্য বরদরাজ বর্তমান সূত্রটির অবতারণা করিয়াছেন। অর্থঃ অস্য অস্তি=অর্থবৎ, অর্থাৎ যাহার অর্থ আছে। সূত্রে অর্থবৎ শব্দটি নপুংসক লিঙ্গ হওয়ায় 'শব্দস্বরূপম্' এই বিশেষ্য পদটির অধ্যাহার করা হইয়াছে এবং অধাতু ও অপ্রত্যয়ঃ তাহার (শব্দস্বরূপের) বিশেষণ। ন ধাতুঃ=অধাতুঃ, নঞ্‌তৎপুরুষ। এইখানে 'অপ্রত্যয়' ইহার আবর্তন হইতেছে ফলে প্রত্যয় ভিন্ন এবং প্রত্যয়ান্ত ভিন্ন বুঝিতে হইবে। অতএব যাহা ধাতু নয়, যাহা প্রত্যয় নয় এবং যাহা প্রত্যয়ান্ত নয় এমন অর্থবান্ শব্দকে প্রাতিপদিক বলা হইবে। যেমন—কিম্, ইদম্, সর্ব, দ্বি প্রভৃতি।

১১৭। কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ—১।২।৪৬

কৃত্তদ্ধিত-সমাসাঃ—১।৩, চ—অ.।

অনুবৃত্তিঃ— প্রাতিপদিকম্।

[কৃত্তদ্ধিতসমাসাঃ প্রাতিপদিকম্ (ভবন্তি)]।

বরদরাজঃ—কৃত্তদ্ধিতান্তৌ সমাসাশ্চ তথা স্যুঃ।

অনুবাদ— কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত এবং সমাস সেইরূপ (প্রাতিপদিক সংজ্ঞক) হয়।

আলোচনা— কৃচ্চ, তদ্ধিতশ্চ সমাসাশ্চ=কৃত্তদ্ধিতসমাসাঃ, দ্বন্দ্ব-সমাস। পূর্বসূত্র হইতে 'প্রাতিপদিকম্'—ইহার অনুবর্তন হইতেছে এবং বহুবচনান্ত রূপে বিপরিণাম হইতেছে। কৃদন্ত ও তদ্ধিতান্তের প্রত্যয়ান্ত বলিয়া পূর্ব— সূত্রের দ্বারা অপ্রাপ্তিতে বর্তমান সূত্রে কৃত্তদ্ধিতের গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল কৃৎ এবং তদ্ধিতের প্রাতিপদিক সংজ্ঞাতে প্রয়োজন নাই বলিয়া 'সংজ্ঞাবিধৌ প্রত্যয়-গ্রহণে তদন্ত গ্রহণং নাস্তি'— এই পরিভাষার দ্বারা তদন্তের নিষেধ লাগিবে না। এই জন্য পূর্ব সূত্রে সংজ্ঞা বিধিতে ও প্রত্যয়-গ্রহণ পরিভাষার দ্বারা তদন্ত লাভ হওয়ায় প্রত্যয়ান্তের পর্য্যুদাস আছে। কেহ কেহ 'অর্থবৎ' - ইহার অনুবর্তন করিয়া তৎসামর্থ্যে 'তদন্তবিধি' হয় — ইহা বলিয়াছেন। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত, তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত এবং সমাসের প্রাতিপদিক সংজ্ঞা হয়। কৃদন্তের উদাহরণ যথা - কর্তৃ, ভর্তৃ, কারক, পাচক প্রভৃতি। তদ্ধিতান্তের উদাহরণ যথা- বৈয়াকরণ, দাশরথি, ঔপগব, ঐতিহাসিক প্রভৃতি। সমাসের উদাহরণ যথা - রাজপুরুষ, পীতাম্বর, হরিহর, পঙ্কজ প্রভৃতি।

১১৮। স্বৌজসমৌট্ছষ্টাভ্যাম্ভিস্ঙেভ্যাম্ভ্যস্ঙসিভ্যাম্ভ্যস্ -ঙসোসাম্ঙ্যোস্সুপ্ - ৪।১।২.

স্বৌজস - - - - - - - - সুপ্ - ১।১.

বরদরাজঃ- সু ঔ জস্ ইতি প্রথমা। অম্ ঔট্ শস্ - ইতি দ্বিতীয়া। টা ভ্যাম্ ভিস্ ইতি তৃতীয়া। ঙে ভ্যাম্ ভ্যস্ - ইতি চতুর্থী। ঙসি ভ্যাম্ ভ্যস্ - ইতি পঞ্চমী। ঙস্ ওস্ আম্ ইতি ষষ্ঠী। ঙি ওস্ সুপ্ - ইতি সপ্তমী।।

অনুবাদ - সু ঔ জস্ - ইহা প্রথমা। অম্ ঔট্ শস্ - ইহা দ্বিতীয়া। টা ভ্যাম্ ভিস্ - ইহা তৃতীয়া। ঙে ভ্যাম্ ভ্যস্ - ইহা চতুর্থী। ঙসি ভ্যাম্ ভ্যস্ - ইহা পঞ্চমী। ঙস্ ওস্ আম্-ইহা ষষ্ঠী। ঙি ওস্ সুপ্ - ইহা সপ্তমী।

১১৯। ঙ্যাপ্প্রাতিপদিকাত্ - ৪।১।১.

ঙ্যাপ্প্রাতিপদিকাৎ - ৫।১.

১২০। **প্রত্যয়ঃ**- ৩।১।১.

প্রত্যয় ঃ- ১।১.

১২১। **পরশ্চ** - ৩।১।২

পরঃ ১।১, চ - অ。।

বরদরাজঃ- ইত্যধিকৃত্য। ঙ্যন্তাদাবন্তাৎ প্রাতিপদিকাচ্চ পরে স্বাদয়ঃ প্রত্যয়াঃ স্যুঃ।।

অনুবাদ - ইহারা (প্রত্যয়ঃ, পরশ্চ, ঙ্যাপ্প্রাতিপদিকাৎ) অধিকার সূত্র। ঙী (ঙীষ্, ঙীপ্, ঙীন্) অন্ত, আপ্ (টাপ্, ডাপ্, চাপ্) - অন্ত এবং প্রাতিপদিকের উত্তর সু প্রভৃতি প্রত্যয় পরে (বিহিত) হয়।

১২২। **সুপঃ** ১।৪।১০৩

সুপঃ- ৬।১

অনুবৃত্তিঃ- একবচন-দ্বিবচন-বহুবচনান্যেকশঃ।

[সুপঃ একবচন-দ্বিবচন-বহুবচনান্যেকশঃ (ভবতি)]

বরদরাজঃ- সুপস্ত্রীণি ত্রীণি বচনান্যেকশ একবচনদ্বিবচনবহুবচনসংজ্ঞানি স্যুঃ।।

অনুবাদ - সুপের তিনটি তিনটি যথাক্রমে একটি একটি করিয়া একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

১২৩। **দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে** - ১।৪।২২

দ্ব্যেকয়োঃ- ৬।২, দ্বিবচনৈকবচনে - ১।২

বরদরাজঃ- *দ্বিত্বৈকত্বয়োরেতে স্তঃ।।*

অনুবাদ - দ্বিত্ব এবং একত্ব (অর্থ বুঝাইতে) এইগুলি (দ্বিবচন এবং একবচন) হয়।

১২৪। **বিরামোঽবসানম্ - ১।৪।১১০**

বিরামঃ-১।১, অবসানম্ - ১।১.

বরদরাজঃ- বর্ণানামভাবোঽবসানসংজ্ঞঃ স্যাৎ রুত্ববিসর্গৌ। রামঃ।।

অনুবাদ - বর্ণগুলির অভাবকে অবসান বলা হয়। সকারের 'রু' (এবং তাহার) বিসর্গ (হইল)। রামঃ।

আলোচনা - 'অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্' - এই সূত্রের দ্বারা 'রাম' এর প্রাতিপদিকসংজ্ঞা হওয়ায় 'ঙ্যাপ্প্রাতিপদিকাৎ', 'স্বৌজস - - -', 'প্রত্যয়ঃ' 'পরশ্চ' - এই চারিটি সূত্রের সহায়তায় 'রাম' এই প্রতিপদিকের উত্তর ২১ টি প্রত্যয়ের একটির প্রাপ্তি হওয়ায় 'সুপঃ', ' দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈক-বচনে' - এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় একত্ব বিবক্ষায় 'সু' যুক্ত হইয়া 'রাম - সু' এই অবস্থায় 'উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ' এই সূত্রের দ্বারা উকারের ইৎসংজ্ঞা করিয়া ও 'তস্য লোপঃ' সূত্রের দ্বারা তাহার লোপ বিধান করিয়া এবং 'অদর্শনং লোপঃ' সূত্রের দ্বারা তাহার অদর্শন হওয়ায় 'রাম-স্' -এই অবস্থায় 'সুপ্তিঙন্তং পদম্' - এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত বলিয়া সকারের 'স-সজুষো রুঃ' সূত্রের দ্বারা 'রু' আদেশ করিয়া এবং অনুবন্ধ লোপ (উকারের ইৎ ও লোপ) করিয়া 'রামর্' - এই অবস্থায় 'বিরামোঽবসানম্' - এই সূত্র দ্বারা অবসান সংজ্ঞা হওয়ায় এবং পরে অবসান থাকায় 'তস্মিন্নিতি -' সূত্রের সাহায্যে 'খরবসানয়ো-র্বিসর্জনীয়ঃ' - সূত্রের দ্বারা পদান্ত রেফের বিসর্গ করিয়া 'রামঃ' - পদ সিদ্ধ হইল।

১২৫। **সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ - ১।২।৬৪**

সরূপাণাম্ - ৬।৩, একশেষঃ- ১।১, একবিভক্তৌ-৭।১.

বরদরাজঃ- *একবিভক্তৌ যানি সরূপাণ্যেব দৃষ্টানি তেষামেক এব শিষ্যতে।*

অনুবাদ - **একটিই বিভক্তি পরে থাকিলে সমান-রূপ (তুল্যাকৃতি শব্দ) যদি দেখা যায় তাহা হইলে একটি রূপ অবশিষ্ট থাকিবে।**

১২৬। **প্রথময়োঃ পূর্বসবর্ণঃ- ৬।১।১০২**

প্রথময়োঃ -৭।২, পূর্বসবর্ণঃ- ১।১.

অনুবৃত্তিঃ- অকঃ, দীর্ঘঃ, অচি, একঃ।

[অকঃ (পরস্য) প্রথময়োঃ অচি একঃ পূর্বসবর্ণঃ দীর্ঘঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ- অকঃ প্রথমাদ্বিতীয়য়োরচি পূর্বসবর্ণদীর্ঘ একাদেশঃ স্যাৎ। ইতি প্রাপ্তে।।

অনুবাদ - অকের পর প্রথমা ও দ্বিতীয়ার অচ্ থাকিলে পূর্বের সবর্ণ দীর্ঘ একাদেশ হয়। এই রূপ প্রাপ্তিতে।

১২৭। **নাদিচি - ৬।১।১০৪**

ন - অ০, আৎ - ৫।১, ইচি - ৭।১.

অনুবৃত্তিঃ- দীর্ঘঃ, পূর্বসবর্ণঃ।

[আৎ ইচি (পরে) ন পূর্বসবর্ণঃ দীর্ঘঃ (ভবতি]।

বরদরাজঃ- আদিচি ন পূর্বসবর্ণদীর্ঘঃ। 'বৃদ্ধিরেচি'। রামৌ।।

অনুবাদ - অবর্ণের পর ইচ্ থাকিলে পূর্ব সবর্ণ দীর্ঘ একাদেশ হয় না। 'বৃদ্ধিরেচি' রামৌ।

আলোচনা - 'রাম রাম - ঔ' এই অবস্থায় 'সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ' - এই সূত্রের দ্বারা রাম শব্দের একশেষ হইয়া 'রাম ঔ' এই অবস্থায় 'বৃদ্ধিরেচি' সূত্রের দ্বারা বৃদ্ধি একাদেশ প্রাপ্ত হওয়ায় 'প্রথময়োঃ পূর্বসবর্ণঃ' সূত্র দ্বারা বৃদ্ধিকে বাধা দিয়া পূর্বসবর্ণদীর্ঘ প্রাপ্তিতে 'নাদিচি' সূত্রের দ্বারা পূর্বসবর্ণ নিষিদ্ধ হইল 'ইচ্' আছে বলিয়া। ফলে 'রাম-ঔ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'বৃদ্ধিরাদৈচ্', 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিন সূত্রের সহায়তায় 'বৃদ্ধিরেচি' সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি 'ঔ' একাদেশ করিয়া 'রামৌ' পদ সিদ্ধ হইল।

১২৮। **বহুষু বহুবচনম্ - ১।৪।২১**

বহুষু - ৭।৩, বহুবচনম্ - ১।১

বরদরাজঃ- বহুত্ববিবক্ষায়াং বহুবচনং স্যাৎ।।
অনুবাদ - বহুত্ব (অর্থ) বুঝাইলে বহুবচন হয়।

১২৯ চুটূ - ১।৩।৭

অনুবৃত্তিঃ- উপদেশে, ইৎ, আদিঃ, প্রত্যয়স্য।
[উপদেশে প্রত্যয়স্য আদিঃ চুটূ ইতৌ- (ভবতঃ)]।

বরদরাজঃ- প্রত্যয়াদ্যৌ চুটূ ইতো স্তঃ।।

অনুবাদ - প্রত্যয়ের আদিতে (আছে এমন) চবর্গ এবং টবর্গের ইৎ সংজ্ঞা হয়।

১৩০। বিভক্তিশ্চ - ১।৪।১০৪

বিভক্তিঃ- ১।১, চ - অ$_{o}$।

অপবৃত্তি ঃ- সুপ্, তিঙ্।
[সুপ্ তিঙ্ চ বিভক্তিঃ (ভবতি)।

বরদরাজঃ- সুপ্তিঙৌ বিভক্তিসংজ্ঞৌ স্তঃ।।

অনুবাদ - সুপ্ এবং তিঙ্ এর বিভক্তিসংজ্ঞা হয়।

১৩১। ন বিভক্তৌ তুস্মাঃ- ১।৩।৪

ন - অ$_{o}$, বিভক্তৌ - ৭।১, তুস্মাঃ- ১।৩

অনুবৃত্তিঃ- ইৎ।
[বিভক্তৌ তুস্মাঃ ন ইৎ]।

বরদরাজঃ- বিভক্তিস্থাস্তবর্গসমা নেতঃ। ইতি সস্য নেত্ত্বম্। রামাঃ।।

অনুবাদ - বিভক্তিতে আছে এমন তবর্গ, সকার এবং মকারের ইৎ সংজ্ঞা হয় না। এইভাবে সকারের ইৎ সংজ্ঞা হইল না। রামাঃ।

আলোচনা - 'রাম রাম রাম - জস্' এই অবস্থায় রাম শব্দের একশেষ হওয়ায় এবং জস্ এর জকারের 'চুটূ' সূত্রের দ্বারা ইৎসংজ্ঞা এবং 'তস্য লোপঃ' সূত্র দ্বারা লোপ বিধান করিয়া 'অদর্শনং লোপঃ' দ্বারা অদর্শন হওয়ায় 'রাম অস্' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' - এই সূত্রের সহায়তায় 'প্রথময়োঃ পূর্বসবর্ণঃ' সূত্রের দ্বারা পূর্বসবর্ণ দীর্ঘ একাদেশ করিয়া

'রামাস্' এই অবস্থায় 'সুপ্তিঙন্তং পদম্' - এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত ধরিয়া 'সসজুষো রুঃ' সূত্রের দ্বারা সকারের 'রু' আদেশ এবং অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'রামা র্'—এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'বিরামোঽবসানম্' এই সূত্রের দ্বারা অবসান সংজ্ঞা হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'— এই সূত্রের সহায়তায় 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত রেফের বিসর্গ করিয়া 'রামাঃ' — পদ সিদ্ধ হইল। এই খানে প্রশ্ন হইতে পারে যে - 'রাম-অস্' এই অবস্থায় 'হলন্ত্যম্' এই সূত্রের দ্বারা 'সকারের' ইত্ এবং লোপ কেন হইল না। তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে - 'জস্' ইহা 'বিভক্তিশ্চ' সূত্রের দ্বারা বিভক্তি সংজ্ঞক হওয়ায় এবং 'ন বিভক্তৌ তুস্মাঃ' সূত্রের দ্বারা বিভক্তিস্থিত সকারের ইৎ সংজ্ঞা হইল না বলিয়া লোপ ও হইল না।

১৩২। **একবচনং সম্বুদ্ধিঃ- ২।৩।৪৯**

একবচনম্ - ১।১, সম্বুদ্ধিঃ- ১।১।

অনুবৃত্তিঃ- প্রথমা, সম্বোধনে।

[সম্বোধনে প্রথমায়াঃ একবচনং সম্বুদ্ধিঃ (ভবতি]।

বরদরাজঃ- সম্বোধনে প্রথমায়া একবচনং সম্বুদ্ধিসংজ্ঞং স্যাৎ।।

অনুবাদ - সম্বোধনে প্রথমার একবচনের সম্বুদ্ধি সংজ্ঞা হয়।

১৩৩। **যস্মাত্প্রত্যয়বিধিস্তদাদি প্রত্যয়েঽঙ্গম্ - ১।৪।১৩**

যস্মাৎ - ৫।১, প্রত্যয়বিধিঃ- ১।১, তদাদি - ১।১, প্রত্যয়ে - ৭।১, অঙ্গম্ - ১।১.

বরদরাজঃ- যঃ প্রত্যয়ো যস্মাৎ ক্রিয়তে তদাদিশব্দস্বরূপং তস্মিন্নঙ্গং স্যাৎ।।

অনুবাদ - যে প্রত্যয় যাহার উত্তর বিহিত হয়, সেই প্রত্যয় পরে থাকিলে তাহার আদির অঙ্গ সংজ্ঞা হয়।

আলোচনা - 'রাম - অম্' - এই অবস্থায় 'অম্' প্রত্যয় রামের উত্তর বিহিত হইয়াছে এবং এই 'অম্' প্রত্যয় পরে আছে বলিয়া 'রাম' - এর অঙ্গ-' সংজ্ঞা হইয়াছে।

১৩৪। **এঙ্হ্রস্বাৎ সম্বুদ্ধেঃ- ৬।১।৬৯**

এঙ্হ্রস্বাৎ - ৫।১, সম্বুদ্ধেঃ - ৬।১.

অনুবৃত্তিঃ লোপঃ, হল্।

[এঙ্হ্রস্বাৎ সম্বুদ্ধেঃ হল্ লোপঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ- এঙন্তাদ্ধ্রস্বান্তাচ্চাঙ্গাদ্ধল্ লুপ্যতে সম্বুদ্ধেশ্চেৎ। হে রামৌ। হে রামাঃ।।

অনুবাদ - এঙন্ত এবং হ্রস্বান্ত অঙ্গের পরবর্ত্তী সম্বুদ্ধির হলের লোপ হয়। হে রাম। হে রামৌ। হে রামাঃ।

আলোচনা - 'হে রাম সু' - এই অবস্থায় অনুবন্ধ(১) লোপ করিয়া 'হে রাম স্' এই অবস্থায় 'যস্মাৎ প্রত্যয়বিধিস্তদাদি প্রত্যয়েঽঙ্গম্' - এই সূত্রের দ্বারা 'রাম' - এর 'অঙ্গ' সংজ্ঞা হওয়ায় এবং 'একবচনং সম্বুদ্ধিঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'স্' - এর সম্বুদ্ধি সংজ্ঞা হওয়ায় 'এঙ্হ্রস্বাৎ সম্বুদ্ধেঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'স্' এর লোপ করিয়া 'হে রাম' এই রূপ সিদ্ধ হয়। এই রূপে পূর্ববৎ (প্রথমা বিভক্তির ন্যায়) 'হে রামৌ', 'হে রামাঃ' এই রূপ গুলি সিদ্ধ হয়।

১৩৫। **অমি পূর্ব ঃ- ৬।১।১০৭**

অমি - ৭।১, পূর্ব ঃ- ১।১

অনুবৃত্তিঃ- অকঃ, অচি, একঃ।

[অকঃ অমি অচি পূর্বঃ একঃ (আদেশঃ ভবতি)]।

বরদরাজঃ- অকোঽম্যচি পূর্বরূপমেকাদেশঃ। রামম্। রামৌ।।

অনুবাদ - 'অক্' এর পর 'অম্' এর 'অচ্' থাকিলে পূর্বরূপ একাদেশ হয়। (যথা-) রামম্। রামৌ।

আলোচনা - 'রাম-অম্' - এই অবস্থায় 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' এই সূত্র দ্বারা সবর্ণ দীর্ঘ প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাকে বাধা দিয়া 'অতো গুণে' সূত্র দ্বারা গুণ পরে

---

১) ইৎসংজ্ঞাযোগ্যত্বম্ অনুবন্ধত্বম্। ইৎসংজ্ঞার যোগ্যতাকে অনুবন্ধ লোপ বলা হয়।

থাকায় পররূপ প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাকে বাধা দিয়া 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' - এই সূত্রের সহায়তায় 'অমি পূর্বঃ' - এই সূত্রের দ্বারা পূর্বরূপ একাদেশ করিয়া 'রামম্' এই পদ সিদ্ধ হয়। 'রাম - ঔট্' এই অবস্থায় অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'রাম - ঔ' - এই অবস্থায় প্রথমার দ্বিবচনের ন্যায় 'রামৌ' পদ সিদ্ধ হয়।

১৩৬। **লশক্বতদ্ধিতে - ১।৩।৮**

ল-শ-কু - ১।১, অতদ্ধিতে - ৭।১.

অনুবৃত্তিঃ- প্রত্যয়স্য, আদিঃ, উপদেশে।
[উপদেশে প্রত্যয়স্য অতদ্ধিতে আদি ল-শ-কু(১) ইৎ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ- তদ্ধিতবর্জপ্রত্যয়াদ্যা লশকবর্গা ইতঃ স্যুঃ।

অনুবাদ - তদ্ধিত প্রত্যয় ভিন্ন প্রত্যয়ের আদিতে স্থিত ল, শ, ও কবর্গের 'ইৎ' সংজ্ঞা হয়।

১৩৭। **তস্মাচ্ছসো নঃ পুংসি - ৬।১।১০৩**

তস্মাৎ - ৫।১, শসঃ- ৬।১, নঃ- ১।১, পুংসি - ৭।১

বরদরাজঃ- পূর্বসবর্ণদীর্ঘাৎ পরো যঃ শসঃ সস্তস্য নঃ স্যাৎ পুংসি।।

অনুবাদ - পূর্বসবর্ণ-দীর্ঘের পরস্থিত শসের 'স'কারের 'ন'কার হয় পুংলিঙ্গে।

১৩৮। **অট্কুপ্বাঙ্নুম্ব্যবায়েঽপি - ৮।৪।২.**

অট্-কু-প্বাঙ্-নুম্-ব্যবায়ে - ৭।১, অপি- অ০।

অনুবৃত্তিঃ- রষাভ্যাম্ নো ণঃ সমানপদে ।
[অট্-কু-প্বাঙ্-নুম্-ব্যবায়েঽপি রষাভ্যাম্ নো ণঃ সমান-পদে]।

বরদরাজঃ- অট্ কবর্গঃ পবর্গ আঙ্ নুম্ এতৈর্ব্যস্তৈর্যথাসংভবং

---

(১) ল-শ-কু-ইতি সমাহার-দ্বন্দ্বঃ।

মিলিতৈশ্চ ব্যবধানেঽপি রষাভ্যাং পরস্য নস্য ণঃ সমানপদে। ইতি প্রাপ্তে।।

অনুবাদ - অট্, কবর্গ, পবর্গ, আঙ্ এবং নুম্ এই সমস্ত বর্ণ অথবা ইহাদের কোন একটি বর্ণ ব্যবধান থাকিলে একপদে স্থিত র ও ষকারের পরবর্ত্তী 'ন' কারের 'ণ'কার হয়। এই (সূত্রের) প্রাপ্তি হইলে—

১৩৯। **পদান্তস্য - ৮।৪।৩৭**

পদান্তস্য - ৬।১

অনুবৃত্তিঃ- ন, অট্-কু-প্বাঙ্নুম্ব্যবায়েঽপি, রষাভ্যাম্, নো ণঃ, সমানপদে।

[অট্কুপ্বাঙ্নুম্ব্যবায়েঽপি রষাভ্যাম্ (উত্তরস্য) পদান্তস্য নঃ ণঃ ন (ভবতি)]।

বরদরাজঃ- নস্য নো ন। রামান্।।

অনুবাদ - অট্, কবর্গ, পবর্গ, আঙ্ এবং নুম্ এই সমস্ত, বর্ণ অথবা ইহাদের কোন একটি বর্ণ ব্যবধান থাকিলেও একপদে স্থিত র ও ষকারের পরবর্ত্তী পদের অন্তেস্থিত 'ন' কারের 'ণ' কার হয় না। রামান্।

আলোচনা - 'রাম শস্' এই অবস্থায় 'লশক্বতদ্ধিতে' এই সূত্রের দ্বারা শ-কারের ইৎ সংজ্ঞা এবং লোপ করিয়া 'রাম-অস্' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'প্রথময়োঃ পূর্বসবর্ণঃ' এই সূত্রের দ্বারা পূর্বসবর্ণ দীর্ঘ একাদেশ করিয়া 'রামাস্' - এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'তস্মাচ্ছসো নঃ পুংসি' এই সূত্রের দ্বারা 'স্'কারের 'ন'কার আদেশ করিয়া 'রামান্' পদ সিদ্ধ হয়। এই স্থলে লক্ষণীয় 'অট্কুপ্বাঙ্ নুম্ব্যবায়েঽপি' এই সূত্রের দ্বারা 'রামান্' এইখানে নকারের 'ণ'কার প্রাপ্ত হওয়ায় ' পদান্তস্য' -এই সূত্রের নিষেধ থাকায় 'ন'কারের 'ণ'কার হইল না।

১৪০। **টাঙসিঙসামিনাৎস্যাঃ- ৭।১।১২**

টা-ঙসি-ঙসাম্ - ৬।৩, ইনাৎস্যাঃ- ১।৩

অনুবৃত্তিঃ- অতঃ।

[অতঃ অঙ্গাৎ) টা - ঙসি- ঙসাম্ ইনাৎ স্যাঃ (ভবন্তি)]।

বরদরাজঃ- অদন্তাট্টাদীনামিনাদয়ঃ স্যুঃ। ণত্বম্। রামেণ।।

অনুবাদ - হ্রস্ব অকারান্ত (অঙ্গের) পরস্থিত 'টা', 'ঙসি', এবং 'ঙস্' এর স্থানে (যথাক্রমে) 'ইন', 'আৎ' এবং 'স্য' আদেশ হয়। (ন-কারের) 'ণ'কার হয়। রামেণ।

আলোচনা - 'রাম-টা' -এই অবস্থায় 'চুটূ' এই সূত্রের দ্বারা টকারের ইৎ সংজ্ঞা ও লোপ করিয়া 'রাম-আ' এই অবস্থায় অঙ্গের অধিকারে থাকায়, 'যস্মাৎ প্রত্যয়-বিধিস্তদাদি প্রত্যয়েঽঙ্গম্' এই সূত্রের দ্বারা 'রাম' — এর অঙ্গ সংজ্ঞা হওয়ায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' -এই সূত্রের সহায়তায় 'টাঙসিঙসামিনাৎস্যাঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'আ' এর স্থানে 'ইন' আদেশ করিয়া 'রাম-ইন' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অদেঙ্গুণঃ' 'স্থানেঽন্তরতমঃ' —এই তিন সূত্রের সহায়তায় 'আদ্গুণঃ' - এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে গুণ 'এ'কার করিয়া 'রামেন' - এই অবস্থায় 'অট্কুপ্বাঙ্নুম্ব্যবায়েঽপি' এই সূত্রের দ্বারা 'ন'কারের 'ণ'কার করিয়া 'রামেণ' পদ সিদ্ধ হয়।

১৪১। সুপি চ — ৭।৩।১০২

সুপি - ৭।১, চ - অ০।

অনুবৃত্তিঃ - অতঃ, দীর্ঘঃ, যঞি।

[যঞি সুপি অতঃ অঙ্গস্য চ দীর্ঘঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ- যঞাদৌ সুপি অতোঽঙ্গস্য দীর্ঘঃ। রামাভ্যাম্।।

অনুবাদ - 'যঞ্' আদিতে আছে এমন সুপ্ পরে থাকিলে 'হ্রস্ব'-অকারান্ত অঙ্গের দীর্ঘ হয়।

আলোচনা - 'রাম রাম-ভ্যাম্' - এই অবস্থায় 'সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ' - এই সূত্র দ্বারা একশেষ করিয়া 'রাম-ভ্যাম্' - এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'সুপি চ' - এই সূত্রের দ্বারা অকারান্ত অঙ্গের হ্রস্ব অকারের দীর্ঘ করিয়া 'রামাভ্যাম্' পদ সিদ্ধ হয়।

১৪২। অতো ভিস ঐস্ - ৭।১।৯

অতঃ- ৫।১, ভিসঃ- ৬।১, ঐস্ - ১।১.

বরদরাজঃ- 'অনেকাল্‌শিৎ সর্বস্য'। রামৈঃ।

অনুবাদ - (হ্রস্ব-অকারান্ত অঙ্গের পর 'ভিস্' এর স্থানে 'ঐস্' আদেশ হয়)। 'অনেকাল্ শিৎ সর্বস্য'। (আদেশটি অনেক বর্ণ বিশিষ্ট হইলে তথা শকার ইৎ হইলে উহা সম্পূর্ণের স্থানে হইবে)। রামৈঃ।

আলোচনা - 'রাম রাম রাম - ভিস্' এই অবস্থায় একশেষ করিয়া 'রাম-ভিস্' - এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'যস্মাৎ প্রত্যয়বিধিস্তদাদি প্রত্যয়েঽঙ্গম্' - এই সূত্র দ্বারা 'রাম' এর অঙ্গসংজ্ঞা হওয়ায় 'অনেকাল্ শিৎ সর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় আদেশটি অনেক বলিয়া অক্ষরবিশিষ্ট 'অতো ভিস ঐস্' —এই সূত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ 'ভিস্' - এর স্থানে 'ঐস্' আদেশ করিয়া 'রাম ঐস্' এইরূপ অবস্থা জাত হওয়ায়, 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'বৃদ্ধিরাদৈচ্', 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'বৃদ্ধিরেচি — এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব এবং পরের স্থানে বৃদ্ধি 'ঐ' একাদেশ হওয়ায় 'রামৈস্' এই অবস্থা জাত হওয়ায়, 'সুপ্তিঙন্তং পদম্' - এই সূত্রের দ্বরা 'রামৈস্' এর পদ সংজ্ঞা হওয়ায় 'সসজুষো রুঃ' - এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত সকারের 'রু' আদেশ করিয়া এবং অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'রামৈর্' - এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'বিরামোঽবসানম্' এই সূত্রের দ্বারা অবসান সংজ্ঞা হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' - এই সূত্রের সহায়তায় 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' - এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত রেফের বিসর্গ করিয়া রামৈঃ' এই পদ সিদ্ধ হয়।

১৪৩। ঙের্যঃ- ৭।১।১৩

ঙেঃ - ৬।১, যঃ-১।১.

অনুবৃত্তিঃ- অতঃ।

[অতঃ অঙ্গাৎ (পরস্য) ঙেঃ যঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ- অতোঽঙ্গাৎ পরস্য ঙের্যাদেশঃ।।

অনুবাদ - হ্রস্ব-অকারান্ত অঙ্গের পর 'ঙে' এর স্থানে 'য' আদেশ হয়।

১৪৪। **স্থানিবদাদেশোঽনল্বিধৌ - ১।১।৫৬**

স্থানিবৎ - অ০, আদেশঃ- ১।১, অনল্বিধৌ - ৭।১

বরদরাজঃ- আদেশঃ স্থানিবত্স্যান্ন তু স্থান্যলাশ্রয়বিধৌ। ইতি স্থানিবত্ত্বাৎ সুপি চেতি দীর্ঘঃ। রামায়। রামাভ্যাম্।

অনুবাদ - আদেশ স্থানীর মত হয় কিন্তু স্থানিভূত যে অল্ তদাশ্রয়বিধিতে হইবে না। এই ভাবে স্থানিবত্ত্বহেতু 'সুপি চ' -এই সূত্রের দ্বারা দীর্ঘ হইল। রামায়। রামাভ্যাম্।

আলোচনা - যাহা আদিষ্ট হয় তাহাকে আদেশ বলা হয়। যাহার স্থানে আদেশ হয় তাহাকে স্থানী বলা হয়। আদেশ স্থানীর ন্যায় গণ্য। অর্থাৎ যাহার স্থানে যাহা আদেশ করা হয় তাহাকে তাহার ন্যায় গণ্য করিতে হইবে কিন্তু স্থানিভূত যে 'অল্' তাহার আশ্রয়বিধিতে হইবে না। অল্বিধি =অলাশ্রয়বিধি। এই অল্বিধি চারি প্রকার ১) অলা বিধিঃ- তৃতীয়াতৎপুরুষ, উদাহরণ যথা - ব্যূঢোরস্কেন। ২) অলঃ পরস্য বিধিঃ- পঞ্চমীতৎপুরুষ। উদাহরণ যথা - দ্যৌঃ। ৩) অলো বিধিঃ- ষষ্ঠী-তৎপুরুষ। উদাহরণ যথা - দ্যুকামঃ। ৪) অলি বিধিঃ- সপ্তমী তৎপুরুষ। উদাহরণ যথা ক ইষ্টঃ। 'রাম-ঙে'-এই অবস্থায় অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'রাম-এ' এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'যস্মাৎপ্রত্যয়বিধিস্তদাদি প্রত্যয়েঽ-ঙ্গম্' -এই সূত্রের দ্বারা 'রাম' -এর অঙ্গ সংজ্ঞা হওয়ায় 'ঙের্যঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'এ'কারের 'য' আদেশ করিয়া 'রাম-য' - এই অবস্থায় 'স্থানিবদাদেশোঽনল্বিধৌ' - এই সূত্রের দ্বারা আদেশ 'য' - এর স্থানিবদ্ভাব অর্থাৎ - 'সুপ্' মানিয়া 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' - এই সূত্রের সহায়তায় 'যঞ্' আদিতে আছে এমন 'সুপ্' পরে আ... বলিয়া 'সুপি চ' সুত্রের দ্বারা অকারের দীর্ঘ আদেশ করিয়া রামায় পদ সিদ্ব হয়। রামাভ্যাম্ পূর্ববৎ সিদ্ধ হয়।

১৪৫। **বহুবচনে ঝল্যেৎ - ৭।৩।১০৩**

বহুবচনে - ৭।১, ঝলি - ৭।১, এৎ - ১।১

অনুবৃত্তিঃ- সুপি, অতঃ।

[অতঃ অঙ্গস্য এৎ (আদেশঃ ভবতি) ঝলি বহুবচনে সুপি]।

বরদরাজঃ- ঝলাদৌ বহুবচনে সুপ্যতোঽঙ্গস্যেকারঃ। রামেভ্যঃ। সুপি কিম্? পচধ্বম্।।

অনুবাদ - ঝল্ আদিতে আছে এমন বহুবচন 'সুপ্' পরে থাকিলে হ্রস্ব 'অকারান্ত অঙ্গের একার আদেশ হয়। রামেভ্যঃ। সুপ্ না থাকিলে কি হইবে? পচধ্বম্।।

আলোচনা - 'অতো দীর্ঘো যঞি' এই সূত্র হইতে 'অতঃ' পদ এবং 'সুপি চ' - এই সূত্র হইতে 'সুপি' এইপদ অনুবৃত্ত হইতেছে। এবং 'ঝলি' সুপি পদের বিশেষণ হওয়ায় 'যেনবিধিস্তদন্তস্য' - পরিভাষা বলে 'ঝলন্ত' অর্থ হইয়া যাওয়ায় 'যস্মিন্ বিধি-' ইত্যাদি পরিভাষা অনুসারে ঝলাদি অর্থ হয়। 'রাম রাম রাম ভ্যস্' - এই অবস্থায় 'সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ' সূত্র দ্বারা একশেষ হওয়ায় 'রাম ভ্যস্' - এই অবস্থায় 'বহুবচন' বিভক্তি পরে থাকায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' - এই সূত্রের সহায়তায় 'বহুবচনে ঝল্যেৎ' - এই সূত্রের দ্বারা অকারান্ত অঙ্গসংজ্ঞকের, হ্রস্ব অকারের একার করিয়া 'রামেভ্যস্' - এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'সুপ্তিঙন্তং পদম্' - এই সূত্র দ্বারা পদসংজ্ঞা হওয়ায় সকারের 'রু' এবং তাহার বিসর্গ করিয়া 'রামেভ্যঃ' পদ সিদ্ধ হয়। বর্তমান সূত্রে 'সুপি' পদের অনুবৃত্তি থাকায় 'পচ-ধ্বম্' -তে 'ধ্বম্ - ঝলাদি বহুবচন হইলেও 'সুপ্' না থাকায় অকারের একার হইল না।

১৪৬। বাঽবসানে - ৮।৪।৫৬

বা - অ$_{০}$, অবসানে - ৭।১.

অনুবৃত্তিঃ- ঝলাম্, চর্।

[অবসানে ঝলাং চরঃ বা (ভবতি)]।

বরদরাজঃ- অবসানে ঝলাং চরো বা। রামাৎ, রামাদ্। রামাভ্যাম্। রামেভ্যঃ। রামস্য।।

অনুবাদ - অবসান (পরে) থাকিলে 'ঝল্' এর 'চর্' হয় বিকল্পে। (যথা-) রামাৎ, রামাদ্। রামাভ্যাম্। রামেভ্যঃ। রামস্য।

আলোচনা - 'ঝলাং জশ্ ঝশি' - সূত্র হইতে 'ঝলাম্' এবং 'অভ্যাসে চর্চ' সূত্রে হইতে 'চর্' - পদের অনুবৃত্তি হইতেছে। 'রাম' - এই প্রাতিপদিকের উত্তর পঞ্চমীর একবচনে 'ঙসি' বিভক্তি যুক্ত হইয়া এবং অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'রাম-অস্' - এই অবস্থায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্', 'অনেকাল্শিৎ সর্বস্য' - এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'টাঙসিঙসামিনাৎস্যাঃ' - এই সূত্রের দ্বারা 'অস্' - এর স্থানে 'আত্' আদেশ করিয়া 'রাম-আত্' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' - এই সূত্রের সহায়তায় 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' - এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে দীর্ঘ একাদেশ করিয়া 'রামাৎ' - এই অবস্থায় 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই সূত্রের সহায়তায় 'ঝলাং জশোঽন্তে' এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত তকারের 'দ'কার আদেশ করিয়া 'রামাদ্' এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'বিরামোঽবসানম্' - এই সূত্রের দ্বারা অবসান সংজ্ঞা হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', - 'স্থানেঽন্তরতমঃ' - এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'বাঽবসানে' এই সূত্রের দ্বারা 'দ'কারের বিকল্পে তকার করিয়া 'রামাৎ', 'চর্' আদেশের অভাবপক্ষে 'রামাদ্' এই পদদ্বয় সিদ্ধ হয়। পূর্ববৎ প্রক্রিয়াতে 'রামাভ্যাম্' এবং 'রামেভ্যঃ' পদ হয়। 'রাম • ঙস্' এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'রাম - অস্' এই অবস্থায় 'যথাসংখ্য মনুদেশঃ সমানাম্', -'অনেকাল্শিৎ সর্বস্য'- এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'টাঙসিঙসামিনাৎস্যাঃ'- এই সূত্রের দ্বারা 'অস্' - এর স্থানে 'স্য' আদেশ করিয়া 'রামস্য'- পদ সিদ্ধ হয়।

১৪৭। ওসি চ - ৭।৩।১০৪

ওসি - ৭।১, চ - অ০।

অনুবৃত্তিঃ- অতঃ, এত্।

[অতঃ (অঙ্গস্য) এৎ চ (আদেশঃ ভবতি) ওসি (পরতঃ)]।

বরদরাজঃ- অতোঽঙ্গস্যৈকারঃ। রাময়োঃ।।

অনুবাদ - (হ্রস্ব) অকারান্ত অঙ্গের একার আদেশ হয় (ওস্ পরে থাকিলে)।

আলোচনা - 'অতো দীর্ঘো যঞি' - সূত্র হইতে 'অতঃ' এবং 'বহুবচনে ঝল্যেৎ' - সূত্র হইতে 'এৎ' পদদ্বয় অনুবৃত্ত হইতেছে। 'অঙ্গস্য' অধিকার রহিয়াছে। 'রাম ওস্' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের

সহায়তায় 'ওসি চ' - এই সূত্রের দ্বারা অঙ্গের অকারান্ত অকারের 'একার' আদেশ করিয়া 'রামে - ওস্' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'যথাসংখ্যম্.........' এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'এচোঽয়বায়াবঃ' সূত্রের দ্বারা একারের স্থানে 'অয়্' আদেশ করিয়া 'রাময়োস্' - এই অবস্থায় সকারের 'রু' এবং বিসর্গ করিয়া 'রাময়োঃ' পদ হয়।

১৪৮। হ্রস্বনদ্যাপো নুট্ - ৭।১।৫৪

হ্রস্বনদ্যাপঃ- ৫।১, নুট্ - ১।১

অনুবৃত্তিঃ- আমি,

[হ্রস্বনদ্যাপঃ (পরস্য) আমি নুট্ (আগমঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ- হ্রস্বান্তান্নদ্যন্তাদাবন্তাচ্চাঙ্গাৎ পরস্যামো নুডাগমঃ।।

অনুবাদ - হ্রস্বান্ত, নদী-অন্ত এবং আবন্ত অঙ্গের পর 'আম্' এর 'নুট্' (আগম) হয়।

আলোচনা - 'অঙ্গস্য' সূত্রের অধিকার আছে, এবং পঞ্চমী বিভক্তিতে পরিণত হইয়াছে। 'পরস্য' পদের অধ্যাহার করা হইতেছে। 'হ্রস্বশ্চ নদী চ আপ্ চ' তেষাং সমাহারঃ হ্রস্বনদ্যাপ্ তস্মাৎ 'হ্রস্বনদ্যাপঃ' সমাহারদ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে। 'আমি সর্বনাম্নঃ সুট্' সূত্র হইতে 'আমি' - অনুবৃত্ত হইতেছে। 'উভয়নির্দেশে পঞ্চমীনির্দেশো বলীয়ান্' এই ন্যায় অনুসারে 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য' সূত্র দ্বারা 'আমি' ইহা ষষ্ঠ্যন্ত হইয়া 'আমঃ' অর্থাৎ আমের নুট্ আগম হয়।

১৪৯। নামি - ৬।৪।৩

নামি - ৭।১।

অনুবৃত্তিঃ- দীর্ঘঃ।

[(অচঃ) অঙ্গস্য দীর্ঘঃ (ভবতি) নামি (পরতঃ)]।

বরদরাজঃ- অজন্তাঙ্গস্য দীর্ঘঃ। রামাণাম্ রামে। রাময়োঃ। সুপি এত্বে কৃতে।।

অনুবাদ - অজন্ত অঙ্গের দীর্ঘ হয় (নাম্ পরে থাকিলে)। (যথা-) রামাণাম্। রামে। রাময়োঃ। সুপ্ পরে থাকায় একার আদেশ হওয়ায়-

আলোচনা - 'ঢ্রলোপে পূর্বস্য দীর্ঘোঽণঃ' এই সূত্র হইতে 'দীর্ঘঃ' পদ অনুবৃত্ত হয়। দীর্ঘ আদেশ হওয়ায় 'অচঃ' এই পদের উপস্থিতি হয়। অঙ্গাধিকারে সূত্র পঠিত হওয়ায় এবং তাহার বিশেষণ 'অচঃ' হওয়ায় 'অজন্তস্য' এই রূপ অর্থ হয়। 'রাম - আম্' - এই অবস্থায় 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য'- এই সূত্রের সহায়তায় 'হ্রস্বনদ্যাপো নুট্' - এই সূত্রের দ্বারা 'আম্' - এর 'নুট্' আগম করিয়া এবং 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' সূত্র দ্বারা 'আম্' এর আদ্যবয়ব করিয়া ও অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'রাম নাম্' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' - এই সূত্রের সহায়তায় 'নামি' - এই সূত্রের দ্বারা অকারের দীর্ঘ করিয়া 'রামানাম্' এই অবস্থায় 'অট্কুপ্বাঙ্‌নুম্ ব্যবায়েঽপি' এই সূত্র দ্বারা নকারের ণকার করিয়া 'রামাণাম্' - পদ সিদ্ধ হয়। 'রাম -ঙি' এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'রাম-ই' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অদেঙ্গুণঃ', 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিন সূত্রের সহায়তায় 'অদেঙ্ গুণঃ' - এই সূত্রের দ্বাবা পূর্বও পরের স্থানে গুণ একার আদেশ করিয়া 'রামে' - পদ সিদ্ধ হয়। 'রাময়োঃ পূর্ববৎ প্রক্রিয়াতে হইবে। 'রাম-সুপ্' এই অবস্থায় অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'রাম-সু' - এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' — এই সূত্রের সহায়তায় বহুবচন 'সু' পরে থাকায় 'বহুবচনে ঝল্যেৎ' সূত্রের দ্বারা অকারের একার করিয়া 'রামেষু' এই অবস্থা জাত হইলে—

১৫০। আদেশপ্রত্যয়য়োঃ- ৮।৩।৫৯

আদেশপ্রত্যয়য়োঃ- ৬।২

অনুবৃত্তিঃ- সঃ, ইণ্কোঃ, অপদান্তস্য, মূর্ধন্যঃ।

। ইণ্কোঃ (পরস্য) অপদান্তস্য আদেশপ্রত্যয়য়োঃ সঃ (সকারস্য) মূর্ধন্যঃ (ভবতি) ।।

বরদরাজঃ- ইণ্কুভ্যাং পরস্যাপদান্তস্যাদেশস্য প্রত্যয়াবয়বশ্চ যঃ সস্তস্য মূর্ধন্যাদেশঃ। ঈষদ্বিবৃতস্য সস্য তাদৃশ এব ষঃ। রামেষু। এবং কৃষ্ণাদয়োঽপ্যদন্তাঃ।।

অনুবাদ - ইণ্ এবং কবর্গের পর অপদান্ত আদেশের এবং প্রত্যয়ের অবয়বের যে 'স'কার তাহার মূর্ধন্য আদেশ হয়। ঈষদ্বিবৃত সকারের সেই রূপ (ইষদ্বিবৃত) ই ষকার হইল। (যথা-) রামেষু। এই রূপেই কৃষ্ণ প্রভৃতি হ্রস্ব অকারান্ত শব্দ হইবে।

আলোচনা - 'রামেসু' - এই অবস্থায় 'আদেশপ্রত্যয়য়োঃ-' এই সূত্রের দ্বারা অপদান্ত প্রত্যয়ের অবয়বের সকারের মূর্ধন্য আদেশ করিয়া ঈষদ্‌বিবৃত সকারের মূর্ধাস্থানীয় ঈষদ্ বিবৃত ষকারই হইয়া 'রামেষু' পদ হইল। রাম শব্দের রূপসমূহ নিম্নরূপঃ-

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	রামঃ	রামৌ	রামাঃ
দ্বিতীয়া	রামম্	রামৌ	রামান্
তৃতীয়া	রামেণ	রামাভ্যাম্	রামৈঃ
চতুর্থী	রামায়	রামাভ্যাম্	রামেভ্যঃ
পঞ্চমী	রামাৎ, রামাদ্	রামাভ্যাম্	রামেভ্যঃ
ষষ্ঠী	রামস্য	রাময়োঃ	রামাণাম্
সপ্তমী	রামে	রাময়োঃ	রামেষু
সম্বোধন	হে রাম	হে রামৌ	হে রামাঃ

এই রূপে কৃষ্ণ, মুকুন্দ, দেব প্রভৃতি হ্রস্ব-অকারান্ত শব্দ রাম শব্দের ন্যায় হইবে।

১৫১। সর্বাদীনি সর্বনামানি - ১।১।২৭

সর্বাদীনি - ১।৩ , সর্বনামানি - ১।৩

বরদরাজঃ- সর্ব বিশ্ব উভ উভয় ডতর ডতম অন্য অন্যতর ইতর ত্বৎ ত্ব নেম সম সিম। পূর্বপরাবরদক্ষিণোত্তরপরাধরাণি ব্যবস্থায়ামসংজ্ঞায়াম্। স্বমজ্ঞাতিধনাখ্যায়াম্। অন্তরং বহির্যোগোপসংব্যানয়োঃ। ত্যদ্ তদ্ যদ্ এতদ্ ইদম্ অদস্ এক দ্বি যুষ্মদ্ অস্মদ্ ভবতু কিম্।।

অনুবাদ - (সর্ব প্রভৃতির সর্বনাম সংজ্ঞা হয়)। সর্ব, বিশ্ব, উভ, উভয়, ডতর-প্রত্যয়ান্ত শব্দ, ডতম প্রত্যয়ান্তশব্দ, অন্য, অন্যতর, ইতর, ত্বৎ, ত্ব,

নেম, সম, সিম। পূর্ব, পর, অবর, দক্ষিণ, উত্তর অপর ও অধর শব্দ ব্যবস্থা এবং সংজ্ঞাভিন্ন অর্থে। স্ব শব্দ জ্ঞাতি ও ধন ভিন্ন অর্থে (সর্বনামসংজ্ঞক হয়)। অন্তরশব্দ বাহ্য ও পরিধানীয় অর্থ বুঝাইলে (সর্বনাম সংজ্ঞা হয়)। তাদ্, তদ্, যদ, এতদ্, ইদম্, অদম্, এক, দ্বি, যুষ্মদ্, অস্মদ্, ভবতু কিম্ (ইহাদের সর্বনাম সংজ্ঞা হয়)।

আলোচনা - সর্বঃ আদিঃ যেষাম্ তানি সর্বাদীনি - তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি। সেই হেতু সর্ব শব্দের ও সর্বনাম সংজ্ঞা হয়। এই সূত্রটি অঙ্গাধিকারে পঠিত আছে বলিয়া 'পদাঙ্গাধিকারে তস্য চ তদন্তস্য চ' এই পরিভাষা অনুসারে 'সর্বাদ্যন্ত' শব্দের ও সর্বনাম সংজ্ঞা হয়। ফলে 'পরমসর্বস্মৈ' পদ হয়। এবং 'দ্বন্দ্বে চ' সূত্রস্থ নিষেধ ও সার্থক হয়। 'বর্ণাশ্রমেতরাণাম্' এই দ্বন্দ্বসমাস নিষ্পন্ন পদ ও সিদ্ধ হয়। 'ব্যবস্থা' শব্দের অর্থ হইল—'স্বাভিধেয়াপেক্ষাবধিনিয়মো ব্যবস্থা'। নিজের অর্থের অপেক্ষা মানিয়া যে অবধির নিয়ত আকাঙ্ক্ষা হয় উহাকে ব্যবস্থা বলা হয়। যেমন - 'পূর্বঃ গ্রামঃ'- কাহা হইতে পূর্বে'- এই রূপ আকাঙ্ক্ষা হয়। এই প্রকার 'পূর্বঃ ফাল্গুনঃ' এই খানে ও কাহার থেকে পূর্বে এই রূপ আকাঙ্ক্ষা হয়—ইহা ব্যবস্থা। 'স্ব' শব্দের চারিটি অর্থ—আত্মা, আত্মীয়, জ্ঞাতি, ধন। জ্ঞাতি ও ধন ভিন্ন অর্থে অর্থাৎ, আত্মা ও আত্মীয় অর্থে 'স্ব' শব্দের সর্বনাম সংজ্ঞা হয়। 'সর্বনাম' সংজ্ঞা মহাসংজ্ঞা ইহা ব্যুৎপত্তিনিমিত্তকশব্দ। 'সর্বেষাং নামানি'-যাহা সকলের নাম হয়। অর্থাৎ সকলের হইয়া প্রযুক্ত হইতে পারে। এইখানে ণত্বাভাব ও সূত্রকার নিপাতন করিয়াছেন 'ত্বৎ' এবং 'ত্ব' সব্দ অন্যার্থবাচী। সিম শব্দ সর্বার্থবাচক। অবর শব্দ লঘ্বর্থবাচক। অধরশব্দ নীচার্থক। উপসংব্যান = পরিধানীয়।

১৫২। জসঃ শী - ৭।১।১৭

জসঃ- ৬।১, শী- লুপ্তপ্রথমান্তনির্দেশঃ।

অনুবৃত্তিঃ- অতঃ, সর্বনাম্নঃ।

[অতঃ সর্বনাম্নঃ জসঃ শী (অদেশঃ ভবতি)]

বরদরাজঃ- অদন্তাৎসর্বনাম্নো জসঃ শী স্যাৎ। অনেকাল্ত্বাৎ সর্বাদেশঃ। সর্বে।।

অনুবাদ - হ্রস্ব অকারান্ত সর্বনামসংজ্ঞক শব্দের(উত্তর) জস্ এর শী (আদেশ) হয়। অনেক অল্ আছে বলিয়া সম্পূর্ণের স্থানে আদেশ হইতেছে। সর্বে।

আলোচনা - 'অতো ভিস ঐস্' এই সূত্র হইতে 'অতঃ' পদ, 'সর্বনাম্নঃ স্মৈ' - এই সূত্র হইতে 'সর্বনাম্নঃ' - এই পদ অনুবৃত্ত হইতেছে। 'অতঃ' বিশেষণ হওয়ায় 'অদন্ত' বুঝাইতেছে। 'শী' দীর্ঘোচ্চারণ 'নপুংসকাচ্চ' - এই উত্তর সূত্রের জন্য। সর্বশব্দের উত্তর প্রথমার বহুবচনে 'জস্' বিভক্তি যুক্ত হইযা ও অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'সর্ব অস্' এই অবস্থায় - 'সর্বাদীনি সর্বনামানি' - সূত্র দ্বারা 'সর্ব' এর সর্বনাম সংজ্ঞা হওয়ায় 'জসঃ শী' সূত্র দ্বারা 'জস্' এর 'শী' আদেশ করিয়া এবং 'অনেকাল্-শিৎ সর্বস্য' সূত্রেব সহায়তায় আদেশটি অনেক বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া সমগ্র 'অস্' এর স্থানে 'শী' আদেশ করিয়া এবং অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'সর্ব-ঈ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অদেঙ্ গুণঃ', 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'আদ্ গুণঃ' - এই সূত্রেব দ্বাবা পূর্ব ও পরের স্থানে গুণ একাদেশ একার করিয়া 'সর্বে' পদ সিদ্ধ হয়।

১৫৩। সর্বনাম্নঃ স্মৈ - ৭।১।১৪

সর্বনাম্নঃ- ৫।১, স্মৈ - ১।১

অনুবৃত্তিঃ- ঙেঃ, অতঃ।

[অতঃ সর্বনাম্নঃ ঙেঃ স্মৈ (আদেশঃ ভবতি)]।

বরদরাজঃ- অতঃ সর্বনাম্নো ঙেঃ স্মৈ। সর্বস্মৈ।।

অনুবাদ - হ্রস্ব অকারান্ত সর্বনাম সংজ্ঞক শব্দের উত্তর 'ঙে' - এর স্থানে 'স্মৈ' আদেশ হয়। (যথা -) সর্বস্মৈ।

আলোচনা - 'অতো ভিস ঐস্' সূত্র হইতে 'অতঃ' পদ এবং 'ঙের্যঃ' সূত্র হইতে 'ঙেঃ' এই পদ অনুবৃত্ত হইতেছে। 'ঙে' শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে 'ঙসি-ঙসোশ্চ' এই বক্ষ্যমাণ সূত্র দ্বারা পূর্বরূপ একাদেশ করিয়া এবং রুত্ব ও বিসর্গ করিয়া 'ঙেঃ' পদ হয়। 'সর্ব - ঙে' - এই অবস্থায় অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'সর্ব - এ' এই অবস্থায় 'সর্বাদীনি সর্বনামানি' - সূত্রের

দ্বারা 'সর্ব' এর সর্বনাম সংজ্ঞা হওয়ায় 'সর্বনাম্নঃ স্মৈ' সূত্র দ্বারা 'এ'-কারের স্মৈ আদেশ করিয়া 'সর্বস্মৈ' পদ সিদ্ধ হয়।

১৫৪। ঙসিঙ্যোঃ স্মাৎস্মিনৌ - ৭।১।১৫

ঙসিঙ্যোঃ- ৬।২, স্মাৎস্মিনৌ - ১।২.

অনুবৃত্তিঃ- সর্বনাম্নঃ ঙসিঙ্যোঃ স্মাৎস্মিনৌ (আদেশৌ ভবতঃ)।।

বরদরাজঃ- অতঃ সর্বনাম্নঃ এতয়োরেতৌ স্তঃ। সর্বস্মাৎ।।

অনুবাদ - হ্রস্ব অকারান্ত সর্বনাম (সংজ্ঞক শব্দ) এর উত্তর 'ঙসি' - ও 'ঙি' এর স্থানে (যথাক্রমে) এই দুইটি (স্মাৎ ও স্মিন্) আদেশ হয়। (যথা-) সর্বস্মাৎ।।

আলোচনা—'ঙসিশ্চ ঙিশ্চ' তয়োঃ ঙসিঙ্যোঃ দ্বন্দ্বসমাস। 'অতো ভিস ঐস্' সূত্র হইতে 'অতঃ' 'সর্বনাম্নঃ স্মৈ' সূত্র হইতে 'সর্বনাম্নঃ' পদ অনুবৃত্ত হইতেছে। 'সর্ব+ ঙসি' এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'সর্ব অস্'—এই অবস্থায় 'সর্বাদীনি সর্বনামানি'—এই সূত্রের দ্বারা 'সর্ব' এর সর্বনাম সংজ্ঞা হওয়ায় 'যথা-সংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্', 'অনেকাল্‌শিৎ সর্বস্য'—এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'ঙসিঙ্যোঃ স্মাৎস্মিনৌ' এই সূত্রের দ্বারা 'অস্' এর স্থানে 'স্মাৎ' আদেশ করিয়া 'সর্বস্মাৎ' পদ সিদ্ধ হয়।

১৫৫। আমি সর্বনাম্নঃ সুট্—৭।১। ৫২

আমি—৭।১, সর্বনাম্নঃ—৫।১, সুট্—১।১,

অনুবৃত্তিঃ—আত্।

[আত্ সর্বনাম্নঃ (উত্তরস্য) আমি সুট্ (আগমঃ ভবতি)]।

বদরাজঃ—অবর্ণান্তাৎপরস্য সর্বনাম্নো বিহিতস্যামঃ সুডাগমঃ। এত্বষত্বে। সর্বেষাম্। সর্বস্মিন্। শেষং রামবৎ। এবং বিশ্বাদয়োঽপ্যদন্তাঃ। উভশব্দো নিত্যং দ্বিবচনান্তঃ। উভৌ ২। উভাভ্যাম্ ৩। উভয়োঃ ২। তস্যেহ পাঠোঽকজর্থঃ।

(১) কতর, কতম, যতর, যতম, ততর, ততম্, একতর, একতম—শব্দসমূহ ডতরান্ত ও ডতমান্ত।

উভয়শব্দস্য দ্বিবচনং নাস্তি। উভয়ঃ। উভয়ে। উভয়ম্। উভয়ান্। উভয়েন। উভয়ৈঃ। উভয়স্মৈ। উভয়েভ্যঃ। উভয়স্মাৎ। উভয়েভ্যঃ। উভয়স্য। উভয়েষাম্। উভয়স্মিন্ উভয়েষু। ডতরডতমৌ প্রত্যয়ৌ। প্রত্যয়গ্রহণে তদন্তগ্রহণমিতি তদন্তা গ্রাহ্যাঃ। নেম ইত্যর্ধে। সমঃ সর্বপর্যায়স্তুল্যপর্যায়স্তু ন, যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানামিতি জ্ঞাপকাৎ।।

অনুবাদ— অবর্ণান্ত সর্বনামের উত্তর বিহিত আম্ এর 'সুট্' আগম হয়। 'এ' কার আদেশ এবং 'ষ' কার আদেশ (হইল)। (যথা—) সর্বেষাম্। সর্বস্মিন্। অবশিষ্ট (রূপ) রামশব্দের ন্যায়। এই রূপে 'বিশ্ব' প্রভৃতি হ্রস্ব-অকারান্ত ও (বুঝিতে হইবে)। 'উভ'শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত (রূপে ব্যবহৃত হয়)। উভৌ, উভৌ। উভাভ্যাম্, উভাভ্যাম্, উভাভ্যাম্। উভয়োঃ, উভয়োঃ। (উভশব্দের) এইখানে (সর্বাদিগণে) পাঠ অকচ্ প্রত্যয়ের জন্য। উভয় শব্দের দ্বিবচন নাই, উভয়ঃ। উভয়ে। উভয়ম্। উভয়ান্। উভয়েন। উভয়ৈঃ। উভয়স্মৈ। উভয়েভ্যঃ। উভয়স্মাৎ। উভয়েভ্যঃ। উভয়স্য। উভয়েষাম্। উভয়স্মিন্। উভয়েষু। ডতর এবং ডতম প্রত্যয়। 'প্রত্যয়গ্রহণে তদন্তগ্রহণম্' (প্রত্যয়ের গ্রহণ থাকিলে তদন্তের গ্রহণ হয়)—এই নিয়ম অনুসারে তদ[১]ন্তের গ্রহণ হয়। 'নেম' ইহা 'অর্ধ অর্থে'। 'সম' শব্দের অর্থ এইখানে সর্ব, তুল্য অর্থ কিন্তু (এইখানে গৃহীত) হয় না, 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্'—এই সূত্র জ্ঞাপন হেতু।

আলোচনা—'আজ্জসেরসুক্'-সূত্র হইতে 'আৎ' পদের অনুবৃত্তি হয়। 'অঙ্গস্য' সূত্রের অধিকার থাকায় তাহার 'পঞ্চমী' বিভক্ত্যন্ত বিপরিণাম হয়। 'অঙ্গাৎ' পদের বিশেষণ 'আৎ' হওয়ায় 'আদন্ত' বুঝিতে হইবে। বিহিতস্য পদের বিশেষণ 'সর্বনাম্নঃ' থাকায় 'উভয়নির্দেশে পঞ্চমী নির্দেশো বলীয়ান্' এই ন্যায়ের দ্বারা 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য' পরিভাষা অনুসারে 'আমি' ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত হইয়া যাইবে। ফলে—অবর্ণান্তাদ্ সর্বনাম্নো বিহিতস্যামঃ সুডাগমঃ স্যাৎ'—এইরূপ বুঝিতে হইবে। সর্ব-আম্' এই অবস্থায় 'সর্ব'

এর সর্বনাম সংজ্ঞা হওয়ায় 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'আমি সর্বনাম্নঃ সুট্' এই সূত্রের দ্বারা 'আম্' এর সুট্ আগম করিয়া এবং 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' সূত্র দ্বারা'সুট্' 'টিৎ' বলিয়া আদ্যবয়ব করিয়া ও অনুবন্ধলোপ করিয়া 'সর্ব—সাম্'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'যস্মাৎ প্রত্যয়বিধিস্তদাদি প্রত্যয়েঽঙ্গম্' এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'বহুবচনে ঝল্যেৎ' এই সূত্রের দ্বারা অকারান্ত অঙ্গের 'এ'কার আদেশ করিয়া 'সর্বে সাম্' এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'আদেশপ্রত্যয়য়োঃ'—সূত্রের দ্বারা সকারের 'ষ'কার আদেশ করিয়া 'সর্বেষাম্' পদ সিদ্ধ হয়। 'সর্ব-ঙি' এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'সর্ব-ই' এই অবস্থায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্', 'অনেকাল্‌শিৎ সর্বস্য' এই দুইটি সূত্রের সহায়তায় 'ঙসিঙ্যোঃ স্মাৎস্মিনৌ' এইসূত্রের দ্বারা 'ই'কারের স্থানে 'স্মিন্' আদেশ করিয়া 'সর্বস্মিন্' পদ সিদ্ধ হয়। অবশিষ্ট রূপগুলি রাম শব্দের মতো হইবে। 'উভ' শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত। আর সর্বনাম শব্দের বৈশিষ্ট্য একবচন ও বহুবচনেই দেখা যায়। তাহা হইলে 'উভ' শব্দের পাঠ সর্বাদিগণপাঠে কিজন্য? এই প্রশ্নের উত্তরে বরদরাজ বলিয়াছেন—'অব্যয়-সর্বনাম্নামকচ্ প্রাক্ টেঃ' এই বক্ষ্যমাণ সূত্রের দ্বারা যাহাতে উভশব্দের উত্তর ও 'অকচ্' প্রত্যয় হইতে পারে তাহাব জন্য। সর্বনাম না হইলে অকচ্ হইতে পারিত না। উভয় শব্দের আবার দ্বিবচন হয় না। যদি দ্বিবচন পাওযা যায় তাহা হইলে ঐ উভয় শব্দ 'তয়' প্রত্যয়ান্ত বুঝিতে হইবে। ফলে—'উভয়ঃ, উভয়ে, উভয়ম্ উভয়ান্'—এইরূপ পদ হয়। উভয় শব্দের উত্তর 'জস্' বিভক্তি যুক্ত হইয়া ও অনুবন্ধ লোপ করিয়া উভয় -অস্'-এই অবস্থায় 'সর্বাদীনি সর্বনামানি' সূত্রের দ্বারা 'উভয়' এর, সর্বনাম সংজ্ঞা হওয়ায় 'অনেকাল্‌শিৎ সর্বস্য' এইসূত্রের সহায়তায় 'জসঃ শী' এই সূত্রের দ্বারা 'অস্' এর 'শী' আদেশ করিয়া ও অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'উভয়-ঈ' এই অবস্থায় পূর্ব ও পরের স্থানে গুণ একাদেশ করিয়া 'উভয়ে' পদ সিদ্ধ হয়। 'উভয়েষাম্' ও 'উভয়স্মিন্' পদ ও সর্বশব্দের মতো হয়। 'সম' শব্দের দুইটি অর্থ—সর্ব ও তুল্য। এইখানে সর্ব অর্থই গ্রহণীয়। তুল্য অর্থ নহে। 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রে 'সমানাম্' প্রয়োগ হইতে বুঝা যায় তুল্যার্থ—বাচী সমশব্দের সর্বনাম সংজ্ঞা হয় না। তুল্যার্থের ও সর্বনাম সংজ্ঞা হইলে সূত্রকার সমেষাম্' বলিতেন।

১৫৬। **পূর্বপরাবরদক্ষিণোত্তরাপরাধরাণি ব্যবস্থায়াম-সংজ্ঞায়াম্—১।১।৩৪**

পূর্বপরাবরদক্ষিণোত্তরা-পরাধরাণি—১।৩, ব্যবস্থায়াম্—৭।১,অসংজ্ঞায়াম্—৭।১.

অনুবৃত্তিঃ—বিভাষা জসি, সর্বনামানি।

[পূর্বপরাবরদক্ষিণোত্তরাপরাধরাণি বিভাষা জসি সর্বনামানি (ভবন্তি) ব্যবস্থায়ামসংজ্ঞায়াম্]।

বরদরাজঃ—এতেষাং ব্যবস্থায়ামসংজ্ঞায়াং চ সর্বনামসংজ্ঞা গণসূত্রাৎ সর্বত্র যা প্রাপ্তা সা জসি বা স্যাৎ। পূর্বে, পূর্বাঃ। অসংজ্ঞায়াং কিম্? উত্তরাঃ কুরবঃ। স্বাভিধেয়াপেক্ষাবধিনিয়মো ব্যবস্থা। ব্যবস্থায়াং কিম্? দক্ষিণা গাথকাঃ, কুশলা ইত্যর্থঃ।।

অনুবাদ—ইহাদের (পূর্ব, পর, অবর, দক্ষিণ, উত্তর, অপর, অধর) ব্যবস্থা বুঝাইতে ও সংজ্ঞা-ভিন্ন অর্থে যে সর্বনাম সংজ্ঞা গণসূত্রের দ্বারা প্রাপ্ত ছিল, তাহা 'জস্' পরে থাকিলে বিকল্পে হয়। (যথা—) পূর্বে পূর্বাঃ। 'অসংজ্ঞায়াম্'—কেন বলা হইয়াছে? (যথা—) উত্তরাঃ কুরবঃ। নিজের (পূর্বাদি শব্দের) অভিধেয়ের অপেক্ষায় অবধির নিয়ম হইল ব্যবস্থা। 'ব্যবস্থায়াম্' কেন বলা হইয়াছে? (এইরূপ জিজ্ঞাসাতে) 'দক্ষিণা গাথকাঃ, অর্থ কুশল (গাথক)।

আলোচনা—'সর্বাদীনি সর্বনামানি'—সূত্র হইতে 'সর্বনামানি' পদ এবং 'বিভাষা জসি' সূত্র হইতে 'জসি' পদ অনুবৃত্ত হইতেছে। সর্বাদি গণপাঠে পূর্ব প্রভৃতি সাতটি শব্দের নিত্য সর্বনাম সংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল। বর্তমান সূত্রের দ্বারা তাহাদের জস্ পরে থাকায় বিকল্পে সর্বনাম সংজ্ঞা হইবে, ব্যবস্থা[১]

---

(১) ব্যবস্থা-পূর্ব প্রভৃতি শব্দের যে বাচ্য অর্থ, তাহার অপেক্ষায় অবধি (সীমা স্থির করাকে ব্যবস্থা বলা হয়। অর্থাৎ যে দিগ্‌বোধক পূর্ব, পর, অবর প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অবধি স্থির করা হয়—স্বাভিধেয়াপেক্ষাবধিনিয়মঃ ব্যবস্থা।

ও সংজ্ঞা ভিন্ন অর্থ বুঝাইলে। 'পূর্ব-জস্'—এই অবস্থাতে অনুবন্ধ লোপ করিয়া পূর্ব-অম্ এই অবস্থায় 'পূর্বপরাবর—' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা পূর্বাদি শব্দের বিকল্পে সর্বনাম সংজ্ঞা হওয়ায় 'জসঃ শী' এই সূত্রের দ্বারা 'অস্' এর 'শী' আদেশ করিয়া এবং 'অনেকাল্‌শিৎ সর্বস্য' দ্বারা সম্পূর্ণের স্থানে আদেশ করিয়া এবং অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'পূর্ব ঈ' এই অবস্থায় পূর্ব ও পরের স্থানে গুণ একার করিয়া 'পূর্বে' পদ সিদ্ধ হয়। সর্বনাম সংজ্ঞার অভাব পক্ষে 'পূর্ব-অস্' এই অবস্থায় 'প্রথময়োঃ পূর্বসবর্ণঃ' সূত্রের দ্বারা পূর্বসবর্ণ দীর্ঘ একাদেশ করিয়া 'পূর্বাস্' এই অবস্থায় সকারের 'রু' ও বিসর্গ করিয়া 'পূর্বাঃ' এই পদ সিদ্ধ হয়। 'অসংজ্ঞায়াম্' কেন বলা হইয়াছে এইরূপ জিজ্ঞাসায় বরদরাজ বলিতেছেন—'উত্তরাঃ কুরবঃ' 'উত্তর' শব্দের দ্বারা 'কুরু' দেশ বুঝাইতেছে, এবং উহা নিত্য বহুবচনান্ত। এইখানে সুমেরুকে অবধি করিয়া 'উত্তর' শব্দে ব্যবস্থা বুঝাইয়াছে। কিন্তু সংজ্ঞা বুঝানোর জন্য সর্বনাম সংজ্ঞা না হওয়ায় উত্তর শব্দের বহুবচনে 'উত্তরাঃ' পদ হইতেছে। 'ব্যবস্থায়াম্'—কেন বলা হইতেছে? ইহার উত্তরে বরদরাজ বলিতেছেন—পূর্বাদি শব্দের নিয়মের দ্বারা অবধি সাপেক্ষই বিদ্যমান থাকিতে হইবে। তাহা না হইলে অর্থাৎ ব্যবস্থা না বুঝাইলে সর্বনাম হইবে না। যথা—দক্ষিণা গাথকাঃ। দক্ষিণ শব্দে কোন অবধির অপেক্ষা নেই। এইখানে দক্ষিণ শব্দটি তাহাদের চির প্রসিদ্ধ 'দিক্' অর্থ ত্যাগ করিয়া কুশল অর্থে পর্যবসিত হইয়াছে ; তাই 'দক্ষিণে' হইল না।

১৫৭। **স্বমজ্ঞাতিধনাখ্যায়াম্—১।১।৩৫**

স্বম্—১।১, অজ্ঞাতিধনাখ্যায়াম্—৭।১.

অনুবৃত্তিঃ—বিভাষা, জসি, সর্বনামানি।

[অজ্ঞাতিধনাখ্যায়াম্ স্বম্ বিভাষা সর্বনাম (ভবতি) জসি (পরতঃ)]।

বরদরাজঃ—জ্ঞাতিধনান্যবাচিনঃ স্ব-শব্দস্য প্রাপ্তা সংজ্ঞা জসি বা। স্বে, স্বাঃ, আত্মীয়াঃ আত্মান ইতি বা। জ্ঞাতিধনবাচিনস্তু স্বাঃ, জ্ঞাতয়োঽর্থা বা।।

অনুবাদ—জ্ঞাতি ও ধন ভিন্ন অর্থে স্ব-শব্দের প্রাপ্ত (সর্বনাম) সংজ্ঞা জস্ পরে থাকিলে বিকল্পে হয়। (যথা—) স্বে, স্বাঃ, অর্থ—নিজ-সম্বন্ধীয় বা স্বয়ম্। জ্ঞাতি বা ধন অর্থ বুঝাইলে স্বাঃ, জ্ঞাতি বা অর্থ।

১৫৮। **অন্তরং বহির্যোগোপসংব্যানয়োঃ—১।১।৩৬**

অন্তরম্—১।১, বহির্যোগোপসংব্যানয়োঃ—৭।২,

অনুবৃত্তিঃ—বিভাষা জসি, সর্বনামানি।

[বহির্যোগোপসংব্যানয়োঃ (গম্যমানয়োঃ) অন্তরম্ বিভাষা সর্বনাম (সংজ্ঞং ভবতি) জসি (পরতঃ)]।

বরদরাজঃ—বাহ্যে পরিধানীয়ে চার্থেঽন্তরশব্দস্য প্রাপ্তা সংজ্ঞা জসি বা, অন্তরে, অন্তরা বা গৃহাঃ, বাহ্যা ইত্যর্থঃ। অন্তরে, অন্তরা বা শাটকাঃ, পরিধানীয়া ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—বাহ্য এবং পরিধানীয় অর্থে অন্তর শব্দের প্রাপ্ত সর্বনাম সংজ্ঞা জস্ পরে থাকিলে বিকল্পে হয়। (যথা—) অন্তরে, অন্তরা বা গৃহাঃ, ইহার অর্থ বাহ্য। অন্তরে অন্তরা বা শাটকাঃ—ইহার অর্থ পরিধানীয়।

১৫৯। **পূর্বাদিভ্যো নবভ্যো বা—৭।১।১৬**

পূর্বাদিভ্যঃ—৫।১, নবভ্যঃ—৫।১, বা-অ

অনুবৃত্তিঃ—ঙসিঙ্যোঃ, স্মাৎস্মিনৌ, সর্বনাম্নঃ, অতঃ।

[অতঃ সর্বনাম্নঃ পূর্বাদিভ্যঃ নবভ্যঃ ঙসিঙ্যোঃ স্মাৎস্মিনৌ বা (ভবতঃ)]।

বরদরাজঃ—এভ্যো ঙসিঙ্যোঃ স্মাৎস্মিনৌ বা স্তঃ। পূর্বস্মাৎ, পূর্বাৎ। পূর্বস্মিন্, পূর্বে। এবং পরাদীনাম্। শেষং সর্ববৎ।।

অনুবাদ—এই (পূর্বাদি নয়টি) শব্দেব উত্তর ঙসি এবং ঙি এর স্থানে যথাক্রমে স্মাৎ এবং স্মিন্ বিকল্পে হয়। (যথা—) পূর্বস্মাৎ, পূর্বাৎ। পূর্বস্মিন্, পূর্বে। এইরূপ পর প্রভৃতি শব্দের রূপ হইবে। অবশিষ্ট পদ সর্বশব্দের মতো।

আলোচনা—পূর্বাদি নয়টি হইতেছে—পূর্ব, পর অবর, দক্ষিণ, উত্তর, অপর, অধর, স্ব, অন্তর। 'পূর্ব-ঙসি'—এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'পূর্ব-অস্' এই অবস্থায় 'সর্বাদীনি সর্বনামানি' এই সূত্রের দ্বারা সর্বনাম সংজ্ঞা হওয়ায় 'যথা-সংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্', 'অনেকাল্‌শিৎ সর্বস্য'—এই দুইটি সূত্রের সহায়তায় 'পূর্বাদিভ্যো নবভ্যো বা' এই সূত্রের দ্বারা 'অস্' এর স্থানে বিকল্পে 'স্মাৎ' আদেশ করিয়া 'পূর্বস্মাৎ' পদ সিদ্ধ হয়। 'স্মাৎ'—আদেশের অভাব পক্ষে পূর্বাৎ এই পদ সিদ্ধ হয়। 'পূর্ব-ঙি'

এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'পূর্ব-ই' এই অবস্থায় 'সর্বাদীনি সর্বনামানি'—সূত্রের দ্বারা সর্বনাম সংজ্ঞা হওয়ায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্', 'অনেকাল্‌শিৎ সর্বস্য' এই দুইটি সূত্রের সহায়তায় 'পূর্বাদিভ্যো নবভ্যো বা'—এই সূত্রের দ্বারা 'ঙি' এর বিকল্পে 'স্মিন্' আদেশ করিয়া 'পূর্বস্মিন্' পদ হয়। 'স্মিন্' এর অভাবপক্ষে 'পূর্ব—ই'—এই অবস্থায় গুণ একাদেশ করিয়া 'পূর্বে' এই পদসিদ্ধ হয়। এইরূপে 'পর' প্রভৃতি শব্দের রূপ হইবে। অবশিষ্ট রূপগুলি সর্ব শব্দের ন্যায় হইবে।

১৬০। প্রথম-চরম-তয়াল্পার্ধকতিপয়-নেমাশ্চ—১।১।৩৩

প্রথম-চরম.......... নেমাঃ—১।৩, চ—অ

অনুবৃত্তিঃ—বিভাষা, জসি, সর্বনামানি।

[প্রথম-চরম.......নেমাশ্চ জসি (পরতঃ) বিভাষা সর্বনামানি (ভবন্তি)]।

বরদরাজঃ—এতে জসি উক্তসংজ্ঞা বা স্যুঃ। প্রথমে, প্রথমাঃ। তয়ঃ প্রত্যয়ঃ। দ্বিতয়ে, দ্বিতয়াঃ। শেষং রামবৎ। নেমে, নেমাঃ। শেষং সর্ববৎ। (তীয়স্য ঙিৎসু বা) দ্বিতীয়স্মৈ, দ্বিতীয়ায়েত্যাদি। এবং তৃতীয়ঃ। নির্জরঃ।।

অনুবাদ—এই (শব্দ) গুলি জস্ পরে থাকিলে সর্বনাম সংজ্ঞক বিকল্পে হয়। (যথা) প্রথমে, প্রথমাঃ। তয় (ইহা) প্রত্যয়। দ্বিতয়ে, দ্বিতয়াঃ। অবশিষ্ট রামশব্দের ন্যায়। নেমে, নেমাঃ। অবশিষ্ট সর্বশব্দের ন্যায়। তীয়—প্রত্যয়ান্ত শব্দের বিকল্পে সর্বনাম সংজ্ঞা হয় ঙিৎ পরে থাকিলে। (যথা—) দ্বিতীয়স্মৈ দ্বিতীয়ায়—ইত্যাদি। এইরূপে 'তৃতীয়ঃ'। নির্জরঃ।।

আলোচনা—'বিভাষা জসি'—ইহা এবং 'সর্বনামানি' পদ অনুবৃত্ত হইতেছে। ত্র স্থিত নেম শব্দের উত্তর 'জস্' থাকায় এবং অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'নেম অস্' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'অনেকাল্‌শিৎ সর্বস্য'—এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'প্রথমচরমতয়াল্পার্ধকতিপয়নেমাশ্চ'—এই সূত্রের দ্বারা বিকল্পে সর্বনাম সংজ্ঞা হওয়ায় এবং 'জসঃ শী' সূত্রের দ্বারা শী আদেশ করিয়া এবং অনুবন্ধলোপ করিয়া 'নেম-ঈ'-এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'অদেঙ্‌গুণঃ' 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিনটিসূত্রের সহায়তায় 'আদ্ গুণঃ' সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে গুণ একার

করিয়া 'নেমে' পদ হয়। সর্বনামসংজ্ঞা না হইলে 'নেমাঃ' পদ হয়। দ্বিতীয় শব্দের উত্তর 'ঙে' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া এবং অনুবন্ধলোপ করিয়া 'দ্বিতীয় এ'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'তীয়স্য ঙিৎসু বা'—এই বার্ত্তিকের দ্বারা 'দ্বিতীয়' শব্দের বিকল্পে সর্বনাম সংজ্ঞা করিয়া 'সর্বনাম্নঃ স্মৈ' এই সূত্রের দ্বারা 'এ' এর 'স্মৈ' আদেশ করিয়া 'দ্বিতীয়স্মৈ' পদ সিদ্ধ হয়। সর্বনাম সংজ্ঞা না হইলে 'দ্বিতীয়-এ' এই অবস্থায় 'ঙের্যঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'এ' এর যকার আদেশ করিয়া 'দ্বিতীয় য' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'সুপি চ' এই সূত্রের দ্বরো অকারান্ত অঙ্গের দীর্ঘ করিয়া 'দ্বিতীয়ায়' পদ সিদ্ধ হইল। 'দ্বিতীয়' শব্দের জস্ বিভক্তিতে বিকল্পে সর্বনাম সংজ্ঞা হওয়ায় দ্বিতয়ে, দ্বিতয়াঃ পদদ্বয় সিদ্ধ হয়। অবশিষ্ট পদগুলি রাম শব্দের ন্যায় হইবে। নেম শব্দের রূপ 'জস্' বিভক্তি ভিন্ন অন্য বিভক্তিতে সর্বশব্দের মতো হইবে। নির্জর শব্দের প্রথমার একবচনে 'রু'ত্ব ও বিসর্গ করিয়া নির্জরঃ' পদ সিদ্ধ হয়। 'নিষ্ক্রান্তঃ জরায়াঃ' এই রূপ বিগ্রহে 'নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে প্রথময়া' এই বার্ত্তিকের দ্বারা সমাস হইয়াছে। ইহার অর্থ দেব।

১৬১। **জরায়া জরসন্যতরস্যাম্—৭।২।১০১.**

জরায়াঃ—৬।১, জরস্—১।১,

অন্যতরস্যাম্—৭।১.

অনুবৃত্তিঃ—অচি, বিভক্তৌ।

[অজাদৌ বিভক্তৌ (পরতঃ) জারায়া অন্যতরস্যাম্ জরস্ (আদেশঃ ভবতি)]।

বরদরাজঃ—অজাদৌ বিভক্তৌ। (পঃ) পদাঙ্গাধিকারে তস্য চ তদন্তস্য চ। (প০) নির্দিশ্যমানস্যাদেশা ভবন্তি। (প০) একদেশবিকৃতমনন্যবৎ, ইতি জরশব্দস্য জরস্। নির্জরসৌ। নির্জরস ইত্যাদি। পক্ষে-হলাদৌ চ রামবৎ। বিশ্বপাঃ।।

অনুবাদ—অজাদি বিভক্তি (পরে) থাকিলে। (পরিভাষা) 'পদস্য' এই সূত্রের অধিকারে এবং 'অঙ্গস্য'—এই সূত্রের অধিকারে তাহার (স্থানে) আদেশ হয়, এবং

তদন্তের (স্থানে) ও আদেশ হয়। (পরিভাষা) উচ্চার্যমাণের স্থানে আদেশ হয়। (পরিভাষা) একদেশ বিকৃত হইলেও অন্যের মতো হয় না।—এইভাবে 'জর' শব্দের 'জরস্' আদেশ হয়। (যথা—)নির্জরসৌ। 'নির্জরসঃ' ইত্যাদি। 'জরস্' আদেশের অভাব পক্ষে এবং হলাদি বিভক্তি পরে থাকিলে (নির্জর শব্দের) রাম শব্দের মতো রূপ হয়। বিশ্বপাঃ।।

আলোচনা—'অষ্টন আ বিভক্তৌ'—এই সূত্র হইতে 'বিভক্তৌ' এবং 'অচি র ঋতঃ' এই সূত্র হইতে 'অচি' অনুবৃত্ত হইতেছে। 'অচি' বিশেষণপদ, 'বিভক্তৌ' বিশেষ্যপদ। 'যস্মিন্ বিধি—'পরিভাষা দ্বারা 'তদাদি'র বোধ হওয়ায় অর্থ হইল 'অজাদি বিভক্তি' পরে থাকিলে 'জরা' এর 'জরস্' আদেশ হয় বিকল্পে। এইখানে প্রশ্ন উঠে সূত্রে 'জরা' শব্দের 'জরস্' আদেশের কথা বলা হইয়াছে। 'নির্জর' শব্দতো 'জরা' নহে। তাহা হইলে কিভাবে হইবে? বরদরাজ—পরিভাষার উদ্ধার করিলেন পদাধিকারে এবং অঙ্গাধিকারে তাহার এবং তদন্তের স্থানে আদেশ হইবে। 'জরায়া জরসন্যতরস্যাম্' সূত্রটি 'অঙ্গস্য' (পা. সূ.—৬।৪।১) সূত্রের অধিকারে পঠিত হইয়াছে। ফলে 'জরা' শব্দের স্থানে এবং 'জরা'শব্দান্তের স্থানে ও আদেশ হয় বিকল্পে অজাদি বিভক্তি পরে থাকিলে। নির্জর শব্দ জরাশব্দান্ত। এখন প্রশ্ন উঠে 'জরা'-এরস্থানে জরস্ আদেশ হইবে অথবা 'নির্জর' এর স্থানে আদেশ হইবে? ইহার উত্তরে বরদরাজ পরিভাষার উদ্ধার করিতেছেন, 'নির্দিশ্যমানস্যাদেশা ভবন্তি।' নির্দিশ্যমানের অর্থাৎ উচ্চার্যমাণের স্থানে আদেশ হয়। অর্থাৎ 'জরা' এর স্থানে আদেশ হইবে। আবার প্রশ্ন উঠে সূত্রে আছে 'জরা' এর স্থানে 'জরস্' হয়। উদাহরণে আছে 'জর'। ফলে জরা না থাকায় 'জরস্' কিভাবে হইবে। তাহার উত্তরে বরদরাজ পরিভাষা উদ্ধার করিতেছেন—'একদেশবিকৃতমনন্যবৎ'। একদেশবিকৃত হইলে ও অন্যের মতো হয় না এইখানে সমাসের নিয়মে 'উপসর্জন' বলিয়া হ্রস্ব হইয়াছে। ফলে উহাকে 'জরা' মানিয়া 'জরস্' হইতে কোন বাধা নাই। অতএব নির্জর—ঔ'-এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'জরায়া জরসন্যতরস্যাম্'—এই সূত্রের দ্বারা এবং উদ্ধৃত তিনটি পরিভাষার সহায়তায় 'জর' এর স্থানে বিকল্পে 'জরস্' আদেশ করিয়া 'নির্জরসৌ'—পদ সিদ্ধ হয়। জরস্ আদেশের অভাবপক্ষে-নির্জরৌ পদ হয়। ইহা 'রামৌ' পদের ন্যায় হইয়াছে। অজাদি বিভক্তি

পরে থাকিলে জরস্ আদেশ হইবে বিকল্পে। পক্ষেও হলাদি বিভক্তি পরে থাকিলে রাম শব্দবৎ রূপ সিদ্ধ হইবে। রূপগুলি এইরূপঃ—

নির্জরঃ	নির্জরসৌ, নিজরৌ	নির্জরসঃ, নির্জরাঃ
নির্জরসম্, নির্জরম্	নির্জবসৌ, নির্জরৌ	নির্জরসঃ, নির্জরান্
নির্জরসা, নির্জরেণ	নির্জরাভ্যাম্	নির্জরৈঃ
নির্জরসে, নির্জরায়	নির্জরাভ্যাম্	নির্জরেভ্যঃ
নির্জরসঃ, নির্জরাৎ	নির্জরাভ্যাম্	নির্জরেভ্যঃ
নির্জরসঃ, নির্জরস্য	নির্জরসোঃ, নির্জরয়োঃ	নির্জরসাম্, নির্জরাণাম্,
নির্জরসি, নির্জরে	নির্জরসোঃ, নির্জরয়োঃ	নির্জরেষু
হে নির্জর	হে নির্জরসৌ, হে নির্জরৌ	হে নির্জরসঃ, হে নির্জরাঃ।

বিশ্বং পাতি রক্ষতি এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া বিশ্বপা শব্দ গঠিত হয়। বিশ্বপা শব্দের প্রথমার একবচনে রুত্ব ও বিসর্গ করিয়া বিশ্বপাঃ পদ সিদ্ধ হয়।

১৬২। দীর্ঘাজ্জসি চ—৬।১।১০৫

দীর্ঘাৎ—৫।১, জসি—৭।১, চ-অ.

অনুবৃত্তিঃ— ন ইচি, পূর্বসবর্ণঃ, দীর্ঘঃ।

।দীর্ঘাৎ জসি ইচি চ (পরে) ন পূর্বসবর্ণঃ দীর্ঘঃ (ভবতি)।।

বরদরাজঃ—দীর্ঘাজ্জসি ইচি চ পরে পূর্বসবর্ণদীর্ঘো ন স্যাৎ বিশ্বপৌ বিশ্বপাঃ। হে বিশ্বপাঃ। বিশ্বপাম্। বিশ্বপৌ।।

অনুবাদ— দীর্ঘের উত্তর জস্ কিংবা ইচ্ থাকিলে পূর্বসবর্ণ দীর্ঘ হয় না। (যথা—) বিশ্বপৌ। বিশ্বপাঃ। হে বিশ্বপাঃ। বিশ্বপাম্। বিশ্বপৌ।

আলোচনা— 'প্রথময়োঃ পূর্বসবর্ণঃ' সূত্র হইতে 'পূর্বসবর্ণঃ' 'নাদিচি' সূত্র হইতে 'ন' এবং 'ইচি' পদ অনুবৃত্ত হইতেছে। ফলে অর্থ হয় দীর্ঘের পর জস্ কিংবা ইচ্ থাকিলে পূর্বসবর্ণ দীর্ঘ একাদেশ হয় না। 'বিশ্বপা ঔ'— এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই সূত্রত্রয়ের সহায়তায় 'বৃদ্ধিরেচি' সূত্রের দ্বারা পূর্বও পরের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ করিয়া বিশ্বপৌ পদ সিদ্ধ হয়। 'বিশ্বপা - জস্' - এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'বিশ্বপা - অস্' - এই অবস্থায় 'দীর্ঘাজ্জসি চ' সূত্রের দ্বারা 'প্রথময়োঃ পূর্বসবর্ণঃ' সূত্রের নিষেধ থাকায় 'অকঃ

সবর্ণে দীর্ঘঃ' - এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে দীর্ঘ একাদেশ করিয়া 'বিশ্বপাস্' - এই অবস্থা জাত হওয়ায় সকারের রুত্ব ও বিসর্গ করিয়া 'বিশ্বপাঃ' পদ সিদ্ধ হয়। 'বিশ্বপা-অম্' - এই অবস্থায় 'অমি পূর্বঃ' এই সূত্রের দ্বারা পূর্বরূপ একাদেশ করিয়া 'বিশ্বপাম্' পদ সিদ্ধ হয়।

১৬৩। সুডনপুংসকস্য - ১।১।৪৩

সুট্ - ১।১, অনপুংসকস্য - ৬।১

অনুবৃত্তিঃ- সর্বনামস্থানম্ ।

| -সুট্ সর্বনামস্থানম্ (ভবতি) অনপুংসকস্য ।।

বরদরাজঃ- স্বাদিপঞ্চবচনানি সর্বনামস্থানসংজ্ঞানি স্যুরক্লীবস্য।।

অনুবাদ - সু প্রভৃতি পাঁচটি বচন (সু, ঔ, জস্, অম্, ঔট্) 'সর্বনামস্থান' সংজ্ঞক হয়; ক্লীবলিঙ্গের (বেলায়) হয় না।

আলোচনা - 'শি সর্বনাম-স্থানম্' এই সূত্র হইতে 'সর্বনামস্থানম্' পদেব অনুবৃত্তি হইতেছে। 'সুট্' বলিতে - সু, ঔ, জস্, অম্, ঔট্ বুঝায়। এই পাঁচটির পুংলিঙ্গে এবং স্ত্রীলিঙ্গে 'সর্বনামস্থান' সংজ্ঞা হয়।

১৬৪। স্বাদিষ্বসর্বনামস্থানে - ১।৪।১৭

স্বাদিষু - ৭।৩, অসর্বনামস্থানে - ৭।১.

অনুবৃত্তিঃ- পদম্ ।

বরদরাজঃ- কপ্প্রত্যয়াবধিষু স্বাদিষ্বসর্বনামস্থানেষু পূর্বং পদং স্যাৎ।।

অনুবাদ - সু ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া কপ্ প্রত্যয় পর্য্যন্ত অসর্বনামস্থান প্রত্যয় পরে থাকিলে পূর্বেরটি 'পদ' সংজ্ঞক হয়।

আলোচনা - সূত্রকার 'সুপি' না বলিয়া 'স্বাদি' বলিয়াছেন, তাহাতে অধিক কিছু বলিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে ব্যাখ্যার দ্বারা 'কপ্প্রত্যয়াবধি' বুঝাইয়াছেন। 'স্বৌজসমৌট্..........' (৪।১।২) সূত্রের 'সু' হইতে 'উরঃ প্রভৃতিভ্যঃ কপ্' (৫।৪।১৫১) সূত্রের কপ্ প্রত্যয় পর্যন্ত প্রত্যয়ের কথা সূত্রে বলা

হইয়াছে। যেমন - 'রাম-ভ্যাম্' এই অবস্থায় - 'রাম' এর পদ সংজ্ঞা হয়।

১৬৫। যচি ভম্ - ১।৪।১৮

যচি - ৭।১, ভম্ - ১।১.

অনুবৃত্তিঃ- স্বাদিষ্বসর্বনামস্থানে।

[যচি স্বাদিষ্বসর্বনামস্থানে (পরতঃ) 'ভম্' (ভবতি)]।

বরদরাজঃ- যাদিষ্বজাদিষু চ কপ্প্রত্যয়াবধিষু স্বাদিষ্বসর্বনামস্থানেষু পূর্বং ভসংজ্ঞং স্যাৎ।।

অনুবাদ- সু ইত্যাদি হইতে কপ্ প্রত্যয় পর্য্যন্ত প্রত্যয় গুলির মধ্যে যকারাদি এবং অজাদি অসর্বনামস্থান প্রত্যয় পরে থাকিলে পূর্বেরটি 'ভ' সংজ্ঞক হয়।

আলোচনা—'য্ চ অচ্চ'—এই রূপ বিগ্রহের দ্বারা সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া 'স্বাদিষ্ব-সর্বনামস্থানে' এই সূত্র অনুবর্তন করিয়া যচি পদের বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ 'যচি' পদ বিশেষণ। 'যস্মিন্ বিধি—'এই পরিভাষানুসারে যকারাদি এবং অজাদি এইরূপ অর্থ হয়। যেমন—'রাম-ঙে'—এই অবস্থায় অনুবন্ধ লোপ হওয়ায় 'রাম-এ' এই অবস্থায় 'রাম'-এর ভসংজ্ঞা হইল।

১৬৬। আকডারাদেকা সংজ্ঞা—১।৪।১

আ-অ, কডারাৎ-৫।১, একা—১।১, সংজ্ঞা-১।১

বরদরাজঃ—ইত ঊর্ধ্বং কডারা কর্মধারয় ইত্যতঃ প্রাগেকস্যৈকৈব সংজ্ঞা জ্ঞেয়া। যা পরাঽনবকাশা চ।।

অনুবাদ—এই সূত্র হইতে 'কডারা কর্মধারয়' এই সূত্রের পূর্ব পর্য্যন্ত একটির একটিই সংজ্ঞা হয় বুঝিতে হইবে। যাহা পরবর্ত্তী এবং অনবকাশ তাহাই হইবে।

আলোচনা—সূত্রে 'আঙ্' ইহা মর্যাদা, অভিবিধি নহে। এই দুই সূত্রের মধ্যবর্ত্তী সূত্রসমূহের দ্বারা এক জায়গায় একাধিক সংজ্ঞার প্রাপ্তি হইলে যাহা অষ্টাধ্যায়ীতে পরবর্ত্তী এবং যাহা অনবকাশ অর্থাৎ অপবাদ সেই সংজ্ঞা সূত্রটির দ্বারা সংজ্ঞা লাভ করিবে।

১৬৭। আতো ধাতোঃ-৬।৪।১৪০

আতঃ-৬।১, ধাতোঃ-৬।১

অনুবৃত্তিঃ—লোপঃ ।

[ভস্য অঙ্গস্য আতো ধাতোঃ লোপঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—আকারান্তো যো ধাতুস্তদন্তস্য ভস্যাঙ্গস্য লোপঃ। অলোঽন্ত্যস্য। বিশ্বপঃ। বিশ্বপা। বিশ্বপাভ্যামিত্যাদি। এবং শঙ্খধ্মাদয়ঃ। ধাতোঃ কিম্? হাহান্। হরিঃ। হরী।।

অনুবাদ—অকারান্ত যে ধাতু তদন্ত 'ভ' সংজ্ঞক অঙ্গের লোপ হয়। 'অলোঽন্ত্যস্য' (লোপ অন্ত্য অল্ এর হয়)। (যথা-) বিশ্বপঃ। বিশ্বপা। বিশ্বপাভ্যামিত্যাদি। এইরূপে 'শঙ্খধ্মা' প্রভৃতি শব্দ। সূত্রে 'ধাতোঃ' না বলিলে কি হইবে? হাহান্। হরিঃ। হরী।

আলোচনা—'অঙ্গস্য', 'ভস্য'-এই দুইটি সূত্রের অধিকারে রহিয়াছে। 'অল্লোপোঽনঃ'-এই সূত্র হইতে 'লোপঃ' পদটির অনুবৃত্তি হইতেছে। 'বিশ্বপা-শস্' এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া বিশ্বপা অস্'-এই অবস্থায় 'যচি ভম্' এই সূত্রের দ্বারা 'বিশ্বপা'-এর 'ভ' সংজ্ঞা হওয়ায় এবং 'ভূবাদয়ো ধাতবঃ' সূত্র দ্বারা পা' এর ধাতুসংজ্ঞা হওয়ায় আলোঽন্ত্যস্য সূত্রসহায়তায় 'ধাতোঃ' এই সূত্রের দ্বারা আকারের লোপ হওয়ায় 'বিশ্বপস্'-এই অবস্থায় পদান্তসকারের রু ও বিসর্গ করিয়া 'বিশ্বপঃ' পদ সিদ্ধ হয়। এইখানে 'পদ'ও 'ভ' এই উভয় সংজ্ঞার প্রাপ্ত ছিল। কিন্তু 'আকডারাদেকা সংজ্ঞা' সূত্রানুসারে 'যচি ভম্' পর সূত্র এবং অপবাদ সূত্র হওয়ায় 'ভ' সংজ্ঞাই-হইল। 'বিশ্বপা-টা'-এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'বিশ্বাপা-আ' এই অবস্থায় 'আতো ধাতোঃ' সূত্রদ্বারা আকারের লোপ করিয়া 'বিশ্বপা' পদ সিদ্ধ হয়। 'শঙ্খং ধমতি' এইরূপ বিগ্রহের দ্বারা শঙ্খধ্মা-শব্দ গঠিত হয়। তাহার রূপ ও বিশ্বপা শব্দের মতো হয়। এইরূপে আদি শব্দের দ্বারা সোমপা প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। হাহা শব্দের অর্থ গন্ধর্ব। এইখানে ধাতু না থাকায় শস্ বিভক্তিতে আকারের লোপ হইল না। ফলে হাহান্ পদ সিদ্ধ হইল। 'হরি-সু' এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ এবং পদান্ত সকারের 'রু' এবং বিসর্গ করিয়া 'হরিঃ' পদ সিদ্ধ হয়। 'হরি-ঔ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'প্রথময়োঃ পূর্বসবর্ণঃ' এই সূত্রের দ্বারা পূর্বের সবর্ণদীর্ঘ একাদেশ করিয়া 'হরী' পদ সিদ্ধ হয়।

১৬৮। জসি চ—৭।৩।১০৯

জসি-৭।১, চ-অ.

অনুবৃত্তিঃ—হ্রস্বস্য গুণঃ।

।হ্রস্বস্য অঙ্গস্য গুণঃ (ভবতি) জসি (পরে)।।

বরদরাজঃ—হ্রস্বান্তস্যাঙ্গস্য গুণঃ। হরয়ঃ।।

অনুবাদ—হ্রস্বান্ত অঙ্গের গুণ হয়। (যথা-) হরয়ঃ।।

আলোচনা—হ্রস্বস্য বিশেষণ রহিয়াছে অঙ্গস্য পদের। ফলে 'যেন বিধিস্তদন্তস্য' সূত্রের সহায়তায় 'হ্রস্বান্তের'—এইরূপ বুঝিতে হইবে। হরি—জস্'—এই অবস্থায় অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'হরি-অস্'-এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য,' 'অদেঙ্ গুণঃ'. 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'জসি চ' সূত্রের দ্বারা ইকারের গুণ একার করিয়া 'হরে-অস্' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি—' 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই দুইটি সূত্রের সহায়তায় একারের অয়্ আদেশ করিয়া 'হরযস্' এই অবস্থা জাত হওয়ায় পদান্ত সকারের রু ও বিসর্গ করিয়া হরয়ঃ পদ সিদ্ধ হইল।

১৬৯। হ্রস্বস্য গুণঃ-৭।৩।১০৮

হ্রস্বস্য-৬।১, গুণঃ-১।১

অনুবৃত্তিঃ—সম্বুদ্ধৌ।

বরদরাজঃ—সম্বুদ্ধৌ। হে হরে। হরিম্। হরী। হরীন্।।

অনুবাদ—সম্বুদ্ধি পরে থাকিলে। (যথা—) হে হরে। হরিম্। হরী। হরীন্।

আলোচনা—'সম্বুদ্ধৌ চ' এই সূত্র হইতে 'সম্বুদ্ধৌ' ইহা অনুবৃত্ত হইতেছে। এই সূত্রটি 'অঙ্গস্য' সূত্রের অধিকারে পঠিত আছে। 'হে হরি সু' এই অবস্থায় অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'একবচনং সম্বুদ্ধিঃ' এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'সম্বুদ্ধৌ চ'—এই সূত্রের দ্বারা অঙ্গসংজ্ঞক ইকারের গুণ প্রাপ্ত হওয়ায় 'অদেঙ্গুণঃ' 'স্থানেঽন্তরতমঃ'—এই সূত্রের সহায়তায় ইকারের গুণ একার হওয়ায় 'হে হরে স্' এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'এঙ্ হ্রস্বাৎসম্বুদ্ধেঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'স'কারের লোপ করিয়া 'হে হরে' পদ সিদ্ধ হয়। 'হরি-অম' এই

অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'অমি পূর্বঃ'—এই সূত্রের দ্বারা পূর্বও পরের স্থানে পূর্বরূপ একাদেশ করিয়া 'হরিম্' পদ সিদ্ধ হয়। হরি-ঔ=হরী। 'হরি-শস্' এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'হরি-অস্' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'—এই সূত্রের সহায়তায় 'প্রথময়োঃ পূর্বসবর্ণঃ' এই সূত্রের দ্বারা পূর্বও পরের স্থানে পূর্বসবর্ণ দীর্ঘ একাদেশ করিয়া 'হরীস্' এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'তস্মাচ্ছসো নঃ পুংসি'—এই সূত্রের দ্বারা সকারের নকার করিয়া 'হরীন্' পদ সিদ্ধ হয়।

১৭০। শেষো ঘ্যসখি—১।৪।৭

শেষঃ—১।১, ঘি-১।১, অসখি—১।১

অনুবৃত্তিঃ—যূ, হ্রস্বঃ।

[যূ শেষঃ হ্রস্বঃ অসখি ঘি (সংজ্ঞা ভবতি)]

বরদরাজঃ—শেষ ইতি স্পষ্টার্থম্। হ্রস্বৌযাবিদুতৌ তদন্তং সখিবর্জং ঘিসংজ্ঞম্।।

অনুবাদ—'শেষঃ' ইহা স্পষ্ট অর্থের জন্য। হ্রস্ব যে ইকারান্ত এবং উকারান্ত এবং সখিশব্দ ভিন্ন তাহার 'ঘি' সংজ্ঞা হয়।

আলোচনা—'যূ স্ত্র্যাখ্যৌ—' সূত্র হইতে 'যূ' অনুবৃত্ত হইতেছে। 'ঙিতি হ্রস্বশ্চ' সূত্র হইতে 'হ্রস্বঃ' অনুবৃত্ত হইতেছে। অর্থ হইতেছে কথিত যে 'যূ' (নদী সংজ্ঞা) তাহা হইতে অবশিষ্ট 'যে' হ্রস্ব 'ই' এবং 'উ' তাহার ঘিসংজ্ঞা হয় 'সখি' শব্দ ভিন্ন হইলে।

১৭১। আঙো নাঽস্ত্রিয়াম্-৭।৩।১২০

আঙঃ-৬।১, না-১।১, অস্ত্রিয়াম্-৭।১.

অনুবৃত্তিঃ—ঘেঃ।

[ঘেঃ (পরস্য) আঙঃ না (ভবতি) অস্ত্রিয়াম্]।

বরদরাজঃ—ঘেঃ পরস্যাঙো না স্যাদস্ত্রিয়াম্ আঙিতি টাসংজ্ঞা। হরিণা হরিভ্যাম্। হরিভিঃ।।

অনুবাদ—'ঘি' এর পরে স্থিত 'আঙ্' এর 'না' আদেশ হয় স্ত্রীলিঙ্গ না থাকিলে। 'আঙ্' ইহার দ্বারা 'টা' বুঝিতে হইবে। হরিণা হরিভ্যাম্। হরিভিঃ।

আলোচনা—'হরি-টা'—এই অবস্থায়-'শেষো ঘ্যসখি' এই সূত্রের দ্বারা 'হরি' ইহার 'ঘি' সংজ্ঞা করিয়া 'আঙো নাঽস্ত্রিয়াম্' এই সূত্রের দ্বারা 'আ'কারের 'না' আদেশ করিয়া 'হরিনা' এই অবস্থাজাত হওয়ায় 'অট্কুপ্বাঙ্নুম্ ব্যবায়েঽপি' এই সূত্রের দ্বারা নকারের ণকার আদেশ করিয়া 'হরিণা' পদ সিদ্ধ হয়। হরি+ভ্যাম্=হরিভ্যাম্। 'হরি—ভিস্'-এই অবস্থায় পদান্তসকারের রুত্ব ও বিসর্গ করিয়া 'হরিভিঃ' পদ সিদ্ধ হয়।

১৭২। ঘের্ঙিতি-৭।৩।১১১

ঘেঃ-৬।১, ঙিতি-৭।১

অনুবৃত্তিঃ—গুণঃ, সুপি।

[ঘেঃ ঙিতি সুপি গুণঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—ঘিসংজ্ঞস্য ঙিতি সুপি গুণঃ। হরয়ে। হরিভ্যাম্। হরিভ্যঃ।।

অনুবাদ—'ঘি' সংজ্ঞকের ঙিৎ সুপ্ (পরে) থাকিলে গুণ হয়। (যথা-) হরয়ে। হরিভ্যাম্। হরিভ্যঃ।।

আলোচনা—'সুপি চ'-সূত্র হইতে 'সুপি' এবং 'হ্রস্বস্য গুণঃ'-সূত্র হইতে 'গুণঃ' পদের অনুবৃত্তি হইতেছে। ইহা 'যণ্' আদেশের অপবাদ। 'হরি-ঙে'-এই অবস্থায় অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'হরি-এ'-এই অবস্থায় 'শেষো ঘ্যসখি'-সূত্রের দ্বারা 'হরি'-ইহার 'ঘি'-সংজ্ঞা করিয়া 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'অদেঙ্ গুণঃ', 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'ঘের্ঙিতি' সূত্রের দ্বারা ইকারের গুণ একার করিয়া 'হরে-এ'-এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্'-এই দুইটি সূত্রের সহায়তায় 'এচোঽয়বায়াবঃ' এই সূত্রের দ্বারা একারের 'অয়্' আদেশ করিয়া 'হরয়ে' পদ সিদ্ধ হয়। হরি+ভ্যাম্ = হরিভ্যাম্। হরি+ভ্যস্ = হরিভ্যঃ।

১৭৩। ঙসিঙসোশ্চ—৬।১।১১০

ঙসিঙসোঃ—৭।২, চ-অ০

অনুবৃত্তিঃ—এঙঃ, অতি, পূর্বঃ।

[এঙঃ ঙসিঙসোশ্চ অতি (পূর্বপরয়োঃ) পূর্বঃ একঃ (আদেশঃ ভবতি)]।

বরদরাজঃ—এঙো ঙসিঙসোরতি পূর্বরূপমেকাদেশঃ। হরেঃ ২। হর্যোঃ ২। হরীণাম্।।

অনুবাদ—এঙ্ এর পর ঙসি ও ঙস্ এর হ্রস্ব অকার থাকিলে পূর্ব ও পরের স্থানে পূর্বরূপ একাদেশ হয়। (যথা-) হরেঃ ২। হর্যোঃ ২। হরীণাম্।।

আলোচনা—'এঙঃ পদান্তাদতি'-এই সূত্র হইতে 'এঙঃ', 'অতি' পদদ্বয়, এবং 'অমি পূর্বঃ' হইতে 'পূর্বঃ' পদ অনুবৃত্ত হয়। 'একঃ পূর্ব-পরয়োঃ'-ইহার অধিকার আছে। 'হরি-ঙসি' এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'হরি-অস্'-এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'-এই সূত্রের সহায়তায় 'ঙসিঙসোশ্চ'-এই সূত্রের দ্বারা পূর্বরূপ একাদেশ করিয়া 'হরেস্'-এই অবস্থায় পদান্ত সকারের রুত্ব ও বিসর্গ করিয়া 'হরেঃ' পদ সিদ্ধ হয়। এই রূপে ষষ্ঠীর একবচনে 'ঙস্' বিভক্তিযুক্ত হইলে ও 'হরেঃ' পদ সিদ্ধ হয়। 'হরি,—ওস্' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'স্থানেঽন্তরতমঃ'-এই দুইটি সূত্রের সহায়তায় ইকারের যকারাদেশ করিয়া 'হর্যোস্' এই অবস্থায় পদান্ত সকারের 'রু' ও বিসর্গ করিয়া 'হর্যোঃ' পদ সিদ্ধ হয়। সপ্তমীর দ্বিবচনে 'ওস্' বিভক্তিতে ও একইভাবে 'হর্যোঃ পদ সিদ্ধ হইবে। 'হরি-আম্'—এই অবস্থায় 'হ্রস্বনদ্যাপো নুট্'—এই সূত্রের দ্বারা 'আম্' এর 'নুট্' আগম করিয়া 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ'-সূত্রের সহায়তায় 'নুট্' টিৎ বলিয়া 'আম্' এর আদ্যবয়ব করিয়া 'হরি-নুট্ আম্'-এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'হরি নাম্' এইরূপ অবস্থা জাত হওয়ায় 'যস্মাৎ প্রত্যয়বিধিস্তদাদি প্রত্যয়েঽঙ্গম্'—এই সূত্রের দ্বারা 'হরি'-ইহার অঙ্গসংজ্ঞা করিয়া 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'নামি' সূত্রের দ্বারা' ইকারের দীর্ঘ করিয়া হরীনাম্—এইরূপ অবস্থা জাত হওয়ায় 'অট্কুপ্বাঙ্নুম্ব্যবায়েঽপি'—এই সূত্রের দ্বারা নকারের 'ণ'-কার করিয়া 'হরীণাম্' পদ সিদ্ধ হয়।

১৭৪। অচ্চ ঘেঃ-৭।৩।১১৯

অৎ-১।১, চ-অ., ঘেঃ-৬।১

অনুবৃত্তিঃ—ঙেঃ, ইদুদ্ভ্যাম্, ঔৎ।

[ইদুদ্ভ্যাম্ (উত্তরস্য) ঙেঃ ঔৎ ঘেঃ অচ্চ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—ইদুদ্ভ্যামুত্তরস্য ঙেরৌৎ, ঘেরচ্চ। হরৌ। হরিষু। এবং কব্যাদয়ঃ।।

অনুবাদ—হ্রস্ব ইকার এবং হ্রস্ব উকারের পরে 'ঙি' এর 'ঔ' (আদেশ) হয় এবং 'ঘি'-এর হ্রস্ব অকার হয়। (যথা-) হরৌ। হরিষু। এইরূপে কবি ইত্যাদি শব্দ।

আলোচনা—'ঙেরাম্ নদ্যাম্নীভ্যঃ'-সূত্র হইতে 'ঙেঃ' পদ, 'ইদুদ্ভ্যাম্' সূত্র এবং 'ঔৎ' সূত্রটিও অনুবৃত্ত হয়। 'হরি ঙি'-এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'হরি ই'-এই অবস্থায় 'শেযো ঘ্যসখি' এই সূত্রের দ্বারা 'হরি' ইহার 'ঘি' সংজ্ঞা হওয়ায় 'অচ্চ ঘেঃ'-সূত্রের দ্বাবা 'ঙি'-এর 'ঔ' আদেশ এবং 'ঘি' এর ইকারের 'অ'কার আদেশ করিয়া 'হর ঔ'-এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ'-এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'বৃদ্ধিরেচি'—সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ 'ঔ' কার আদেশ করিয়া 'হরৌ' পদ সিদ্ধ হয়। 'হরি-সুপ্'-এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'হরি সু' এই অবস্থায় 'আদেশপ্রত্যয়য়োঃ' এই সূত্রেব দ্বারা সকারের ষকাব করিয়া 'হরিষু' পদ সিদ্ধ হয়। এইরূপে কবি, শ্রীপতি, অগ্নি, রবি প্রভৃতি শব্দ।

১৭৫। অনঙ্ সৌ-৭।১।৯৩

অনঙ্-১।১, সৌ-৭।১

অনুবৃত্তিঃ—সখ্যুরসম্বুদ্ধৌ।

[সখ্যুঃ (অঙ্গস্য) অনঙ্ (আদেশঃ ভবতি) অসম্বুদ্ধৌ সৌ]।

বরদরাজঃ—সখ্যুরঙ্গস্যানঙাদেশোঽসম্বুদ্ধৌ সৌ।।

অনুবাদ—সখি অঙ্গের অনঙ্ আদেশ হয় অসম্বুদ্ধি 'সু' (পরে) থাকিলে।

আলোচনা—'সখ্যুরসম্বুদ্ধৌ-এই সমগ্র সূত্রটি অনুবৃত্ত হইতেছে। 'অঙ্গস্য' সূত্রের অধিকার আছে। প্রথমার একবচনে যে 'সু' সেই 'সু'-এর সপ্তমীর একবচনে 'সৌ' পদ হয়।

১৭৬। অলোঽন্ত্যাৎ পূর্ব উপধা—১।১।৬৫

অলঃ—৫।১, অন্ত্যাৎ—৫।১, পূর্বঃ—১।১, উপধা—১।১।

বরদরাজঃ—অন্ত্যাদলঃ পূর্বো বর্ণ উপধাসংজ্ঞঃ।।

অনুবাদ—অন্ত্যবর্ণের পূর্ব-বর্ণটির উপধা সংজ্ঞা হয়।

আলোচনা—'রাজন্+সু'-এই অবস্থায় জকারোত্তরবর্ত্তী অকারের উপধা সংজ্ঞা হয়।

১৭৭। সর্বনামস্থানে চাসম্বুদ্ধৌ—৬।৪।৮

সর্বনামস্থানে-৭।১, চ-অ., অসম্বুদ্ধৌ-৭।১

অনুবৃত্তিঃ—নোপধায়াঃ, দীর্ঘঃ।

[ন (নান্তস্য) উপধায়াঃ দীর্ঘঃ (ভবতি) অসম্বুদ্ধৌ সর্বনামস্থানে চ (পরতঃ)]

বরদরাজঃ—নান্তস্যোপধায়া দীর্ঘোঽসম্বুদ্ধৌ সর্বনামস্থানে।।

অনুবাদ—নকারান্তের উপধার দীর্ঘ হয় অসম্বুদ্ধি সর্বনামস্থান পরে থাকিলে।

আলোচনা—'ন'-ইহা লুপ্তষষ্ঠীক পদ। উহা 'অঙ্গস্য' পদের বিশেষণ। ফলে অঙ্গাধিকার থাকায় 'নান্তস্য' অর্থ হয়। 'ঢ্রলোপে পূর্বস্য দীর্ঘোঽণঃ' সূত্র হইতে 'দীর্ঘঃ' পদের অনুবৃত্তি হয়।

১৭৮। অপৃক্ত একাল্ প্রত্যয়ঃ—১।২।৪১

অপৃক্তঃ-১।১, একাল্-১।১, প্রত্যয়ঃ-১।১

বরদরাজঃ—একাল্ প্রত্যয়ো যঃ সোঽপৃক্ত-সংজ্ঞঃ স্যাৎ।।

অনুবাদ—একটি অক্ষর বিশিষ্ট যে প্রত্যয় তাহার অপৃক্ত সংজ্ঞা হয়।

আলোচনা—একশ্চাসৌ অল্ চ=একাল্, কর্মধারয়সমাস। 'রাম-সু' এই অবস্থায় অনুবন্ধ-লোপ করায় 'রাম স্'-এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'স্'-এর বর্ত্তমান সূত্রের দ্বারা অপৃক্ত সংজ্ঞা হইল।

১৭৯। হল্ঙ্যাব্ভ্যো দীর্ঘাৎ সুতিস্যপৃক্তং হল্—৬।১।৬

হল্ঙ্যাব্ভ্যঃ-৫।৩, দীর্ঘাৎ-৫।১, সুতিসি-১।১,

অপৃক্তম্-১।১, হল্-১।১

অনুবৃত্তিঃ—লোপঃ।

[হল্ঙ্যাব্ভ্যো দীর্ঘাৎ (পরং) সুতিসি (ইত্যেতৎ) অপৃক্তং হল্ লুপ্যতে]।।

বরদরাজঃ—হলন্তাৎপরং দীর্ঘৌ যৌ ঙ্যাপৌ তদন্তাচ্চ পরং সুতিসীত্যেতদপৃক্তং হল্ লুপ্যতে।।

অনুবাদ—হলন্তের উত্তর, দীর্ঘ ঙী—অন্ত এবং আবন্তের উত্তর সু, তি, সি এর অপৃক্ত হল্ এর লোপ হয়।

আলোচনা—হল্ চ ঙী চ আপ্ চ; তেভ্যঃ হল্ঙ্যাব্ভ্যঃ, দ্বন্দ্বসমাস। 'পরম্' ইহার অধ্যাহার হইতেছে। 'দীর্ঘাৎ' ইহা ঙী ও আপ্ এর বিশেষণ হইতেছে। অসম্ভব বলিয়া হল্ এর বিশেষণ হইতেছে না। 'সু-তি-সি'-পদেও সমাহারদ্বন্দ্বসমাস হইতেছে।

১৮০। নলোপঃ প্রাতিপদিকান্তস্য-৮।২।৭

ন—লুপ্তষষ্ঠ্যন্ত, লোপঃ—১।১, প্রাতিপদিক—লুপ্তষষ্ঠীকম্, অন্তস্য—৬।১

বরদরাজঃ—প্রাতিপদিকসংজ্ঞকং যৎপদং তদন্তস্য নস্য লোপঃ। সখা।।

অনুবাদ—প্রাতিপদিক সংজ্ঞক যে পদ তদন্ত নকারের লোপ হয়। (যথা-) সখা।।

আলোচনা—'সখি-সু'-এই অবস্থায় অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'সখি-স্'-এই অবস্থায় 'যস্মাৎ প্রত্যয়বিধিস্তদাদি প্রত্যয়েঽঙ্গম্'-এই সূত্রের দ্বারা 'সখি'র অঙ্গ সংজ্ঞা হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'ঙিচ্চ'-এই দুইটি সূত্রের সহায়তায় 'অনঙ্ সৌ'-এই সূত্রের দ্বারা ইকারের স্থানে অনঙ্ আদেশ করিয়া এবং অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'সখন্স্' এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'অলোঽন্ত্যাৎ পূর্ব উপধা'-এই সূত্রের দ্বারা খকারের উত্তরবর্ত্তী অকারের উপধা সংজ্ঞা করিয়া 'সুডনপুংসকস্য' সূত্রের দ্বারা 'স্' এর সর্বনামস্থান সংজ্ঞা হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'সর্বনামস্থানে চাসম্বুদ্ধৌ' এই সূত্রের দ্বারা উপধাসংজ্ঞক অকারের দীর্ঘ করিয়া 'সখান্ স্'-এই অবস্থায় 'অপৃক্ত একাল্ প্রত্যয়ঃ'-এই সূত্রের দ্বারা 'স্' কারের অপৃক্ত সংজ্ঞা হওয়ায় 'হল্ঙ্যাব্ভ্যো দীর্ঘাৎ সুতিস্য-পৃক্তং হল্' এই সূত্রের দ্বারা 'অপৃক্ত'সংজ্ঞক 'স্' কারের লোপ করিয়া 'সখা' পদ সিদ্ধ হয়।

১৮১। সখ্যুরসম্বুদ্ধৌ-৭।১।৯২

সখ্যুঃ-৫।১, অসম্বুদ্ধৌ-৭।১

অনুবৃত্তিঃ—সর্বনামস্থানে, ণিৎ।

[সখ্যুঃ অঙ্গাৎ পরম্) সম্বুদ্ধিবর্জং সর্বনামস্থানং ণিদ্বৎ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—সখ্যুরঙ্গাৎ পরং সম্বুদ্ধিবর্জং সর্বনামস্থানং ণিদ্বৎস্যাৎ।।

অনুবাদ—সখি অঙ্গের পর সম্বুদ্ধি ভিন্ন সর্বনামস্থান এর ণিদ্বৎভাব হয়।

আলোচনা—'অঙ্গস্য' ইহার অধিকার রহিয়াছে। 'পরম্'-ইহার অধ্যাহার হইতেছে। 'ইতোঽৎসর্বনামস্থানে'—এই সূত্র হইতে 'সর্বনামস্থানে' পদ অনুবৃত্ত হইতেছে। 'গোতো ণিৎ'-সূত্র হইতে 'ণিৎ'-পদ অনুবৃত্ত হইতেছে। সখি অঙ্গের পর সম্বুদ্ধি ভিন্ন সর্বনামস্থানের 'ণিদ্বৎ' হয়। অর্থাৎ 'ণিৎ'-এর মতো কার্য্য হয়।

১৮২। অচো ঞ্ণিতি—৭।২।১১৫

অচঃ-৬।১, ঞ্ণিতি-৭।১

অনুবৃত্তিঃ—বৃদ্ধিঃ।

[অচঃ (অঙ্গস্য) বৃদ্ধিঃ (ভবতি) ঞ্ণিতি (পরে)]

বরদরাজঃ—অজন্তাঙ্গস্য বৃদ্ধির্ঞিতি ণিতি চ পরে। সখায়ৌ। সখায়ঃ। হে সখে। সখায়ম্। সখায়ৌ। সখীন্। সখ্যা। সখ্যে।।

অনুবাদ—অজন্ত অঙ্গের বৃদ্ধি হয় ঞিৎ এবং ণিৎ পরে থাকিলে। (যথা-) সখায়ৌ। সখায়ঃ। হে সখে। সখায়ম্। সখায়ৌ। সখীন্। সখ্যা। সখ্যে।

আলোচনা—ঞ্ চ ণ্ চ ঞ্ণৌ, তৌ ইতৌ যস্য তৎ 'ঞ্ণিৎ'। এই 'ঞ্ণিৎ' শব্দের সপ্তমীর একবচনে ঞ্ণিতি পদ হয়। 'মৃজের্বৃদ্ধিঃ'—সূত্র হইতে 'বৃদ্ধিঃ' পদের অনুবৃত্তি হয়। 'অঙ্গস্য' সূত্রের অধিকারে পঠিত। অচঃ পদ অঙ্গস্য পদের বিশেষণ। ফলে 'অজন্ত' এইরূপ অর্থ হয়। 'সখি-ঔ' এই অবস্থায় 'সখ্যুরসম্বুদ্ধৌ' দ্বারা 'ও' এর ণিদ্বদ্ভাব হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' 'স্থানেঽন্তরতমঃ'-এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'অচো ঞ্ণিতি' এই সূত্রের দ্বারা অঙ্গসংজ্ঞক 'সখি'-এর ইকারের বৃদ্ধি 'ঐ'কার আদেশ করিয়া 'সখৈ-ঔ'-এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই দুইটি

সূত্রের সহায়তায় ঐকারের 'আয়্' আদেশ করিয়া 'সখায়ৌ' পদ সিদ্ধ হয়। 'সখি-জস্'-এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'সখি-অস্' এই অবস্থায় 'সখ্যুরসম্বুদ্ধৌ' সূত্র দ্বারা 'অস্'-এর 'ণিদ্বৎ' ভাব হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি—', 'বৃদ্ধিরাদৈচ্', 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'অচো ঞ্ণিতি' সূত্রের দ্বারা 'অঙ্গ' সংজ্ঞক 'সখি'র ইকারের বৃদ্ধি ঐকার করিয়া 'সখৈ-অস্' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্'—এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'এচোঽয়বায়াবঃ'-এই সূত্রের দ্বারা 'ঐ' কারের 'আয়্' আদেশ করিয়া 'সখায়স্'-এই অবস্থায় পদান্ত সকারের 'রু' ও বিসর্গ করিয়া 'সখায়ঃ' পদ সিদ্ধ হয়। 'হে সখি-সু' এই অবস্থায় হরিশব্দের সম্বোধনের একবচানের ন্যায় কার্য্য করিয়া 'হে সখে' পদ সিদ্ধ হয়। 'সখি'-অম্'-এই অবস্থায় অম্-এর ণিদ্বৎ, ভাব, ইকারের বৃদ্ধি ঐকার এবং ঐকারের আয় আদেশ করিয়া 'সখায়ম্' পদ সিদ্ধ হয়। 'সখায়ৌ' পূর্ববৎ হয়। সখীন্-'হরীন' পদবৎ। 'সখি-টা' এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'সখি আ' এই অবস্থায় 'ইকো যণচি' সূত্রের দ্বারা ইকারের যণ্ আদেশ করিয়া 'সখ্যা' পদ সিদ্ধ হয়। 'সখি' শব্দ ঘিসংজ্ঞক নহে বলিয়া 'টা' এর 'না' আদেশ হইল না। 'সখি-ঙে' এই স্থলে ও 'যণ্' আদেশ করিয়া সখ্যে পদ সিদ্ধ হয়।

১৮৩। খ্যত্যাৎপরস্য—৬।১।১১২

খ্যত্যাৎ—৫।১, পরস্য—৬।১

অনুবৃত্তিঃ—উৎ, ঙসিঙসোঃ, অতি।

[খ্যত্যাৎপরস্য ঙসিঙসোঃ অতঃ (স্থানে) উৎ (আদেশো ভবতি)]।

বরদরাজঃ—খিতিশব্দাভ্যাম্ খী-তী শব্দাভ্যাম্ কৃতযণাদেশাভ্যাম্ পরস্য ঙসিঙসোরত উঃ। সখ্যুঃ।।

অনুবাদ—খি ও তি এর এবং খী ও তী-এর যণ্ আদেশ করিবার পর তাহার উত্তর ঙসি ও ঙস্-এর অকারের স্থানে 'উ' (আদেশ হয়)। (যথা-) সখ্যুঃ।

আলোচনা—খি-খী এই দুই এর এবং তি-তী-এই দুই-এর যণাদেশে 'খ্যত্য' হয়। যকারের অকার উচ্চারণ জন্য। 'এঙঃ পদান্তাদতি' সূত্র হইতে 'অতি' পদ অনুবৃত্ত হয়। তাহার 'পরস্য' পদের সামানাধিকরণ্য হেতু ষষ্ঠ্যন্ত বিপরিণাম হইয়াছে। 'ঙসিঙসোশ্চ'-সূত্র হইতে 'ঙসিঙসোঃ' ইহা অনুবৃত্ত হইতেছে। 'ঋত

উৎ' সূত্র হইতে 'উৎ' পদটির অনুবৃত্তি হইতেছে। 'সখি ঙসি'-এই অবস্থায় অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'সখি-অস্' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'স্থানেঽন্তরতমঃ'-এই দুইটি সূত্রের সহায়তায় 'ইকো যণচি'-এই সূত্রের দ্বারা 'ইকারের যকার করিয়া 'সখ্য্-অস্' এই অবস্থায় 'খ্যত্যাৎ পরস্য'—এই সূত্রের দ্বারা 'অকারের' উকার আদেশ করিয়া 'সখ্যুস্'-এই অবস্থায় পদান্ত সকারের 'রু' ও বিসর্গ করিয়া 'সখ্যুঃ' পদ সিদ্ধ হয়।

১৮৪। ঔৎ—৭।৩।১১৮

ঔৎ-১।১

অনুবৃত্তিঃ—ইদুদ্ভ্যাম্, ঙেঃ।

[ইদুদ্ভ্যাম্ (উত্তরস্য) ঙেঃ ঔৎ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—ইতঃ পরস্য ঙেরৌৎ। সখ্যৌ। শেষং হরিবৎ।।

অনুবাদ—ইকারের পরবর্ত্তী ঙি-এর (স্থানে) 'ঔ' (আদেশ হয়)। (যথা-) সখ্যৌ। অবশিষ্টরূপ হরিশব্দের ন্যায় হয়।

আলোচনা—'ইদুদ্ভ্যাম্' সূত্র অনুবৃত্ত হয়। 'ঙেরাম্' সূত্র হইতে 'ঙেঃ' ইহার অনুবৃত্তি হয়। নদী সংজ্ঞক হইলে ইকার ও উকারের উত্তর ঙি এর আম্ আদেশ হয়। ঘি সংজ্ঞা হইলে (ইকার, ও উকারের বেলায়) ঙি-এর ঔ এবং ঘি-এর 'অ'-কার হয়। কিন্তু যাহা 'ঘি' সংজ্ঞা ও 'নদী' সংজ্ঞা নহে তাহার জন্য বর্তমান সূত্র। 'সখি-ঙি'-এই অবস্থায় অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'সখি-ই'-এই অবস্থায় 'ঔৎ'-এই সূত্র দ্বারা ইকারের ঔকার আদেশ করিয়া 'সখি-ঔ'-এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'স্থানেঽন্তরতমঃ'-এইটি দুই সূত্রের সহায়তায় 'ইকো যণচি'-সূত্রের দ্বারা ইকারের যকার আদেশ করিয়া 'সখ্যৌ' পদ সিদ্ধ হয়। অবশিষ্ট রূপ হরিশব্দের ন্যায়।

১৮৫। পতিঃ সমাস এব—১।৪।৮

পতিঃ—১।১, সমাসে-৭।১, এব-অ.

অনুবৃত্তিঃ—ঘি।

[পতিঃ সমাসে এব ঘি (সংজ্ঞা ভবতি)]।

বরদরাজঃ—ঘিসংজ্ঞঃ। পত্যুঃ ২। পত্যৌ। শেষং হরিবৎ। সমাসে তু ভূপতয়ে। কতিশব্দো নিত্যং বহুবচনান্তঃ।।

অনুবাদ—ঘি সংজ্ঞা (হয়)। পত্যুঃ ২। পত্যৌ। অবশিষ্ট রূপ হরি শব্দের ন্যায়। সমাস হইলে কিন্তু ভূপতয়ে। কতিশব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

আলোচনা—'শেষো ঘ্যসখি'-সূত্র হইতে 'ঘি' অনুবৃত্ত হইতেছে। পতি-টা=পতি আ=পত্যা। পতি— ঙে = পতি-এ = পত্যে। 'পতি-ঙস্' এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'পতি অস্'—এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই দুইটি সূত্রের সহায়তায় 'ইকো যণচি' সূত্রের দ্বারা ইকারের যকার করিয়া 'পত্য্ অস্' এই অবস্থায় 'খ্যত্যাৎপরস্য' সূত্র দ্বারা অকারের উকার করিয়া 'পত্যুস্' এই অবস্থায় সকারের 'রু' ও বিসর্গ করিয়া 'পত্যুঃ' পদ সিদ্ধ হয়। এই রূপে পতি 'ঙস্' এই স্থলে ও একই পদ্ধতিতে 'পত্যুঃ' পদ সিদ্ধ হয়। 'পতি - ঙি' এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'পতি-ই' এই অবস্থায় 'ঔৎ' সূত্র দ্বারা ইকারের 'ঔ' কার আদেশ করিয়া 'পতি ঔ' এই অবস্থায় 'ইকো যণচি' সূত্র দ্বারা ইকারের যকার আদেশ করিয়া 'পত্যৌ' পদ সিদ্ধ হয়। অবশিষ্ট পদ হরি শব্দের ন্যায় হইবে। পতি শব্দের সংগে সমাস হইলে অর্থাৎ সমাসের অন্তে পতি শব্দ থাকিলে কিন্তু উহা ঘিসংজ্ঞক ইহবে। 'ভূপতি—ঙে'-এই অবস্থায় অনুবন্ধলোপ করিয়া 'ভূপতি এ' এই অবস্থায় 'পতিঃ সমাস এব' এই সূত্রের দ্বারা 'ভূপতি' এর ঘি সংজ্ঞা হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'অদেঙ্ গুণঃ' 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় ইকারের গুণ একার করিয়া 'ভূপতে এ' এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'তস্মিন্নিতি—' 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই দুইটি সূত্রের সহায়তায় 'এচোঽয়ঽবায়াবঃ' সূত্রের দ্বারা একারের 'অয়্' অদেশ করিয়া 'ভূপতয়ে' পদ সিদ্ধ হয়। কতি শব্দের অর্থ হইল 'কত'। অতএব উহা নিত্য বহুবচনান্ত।

১৮৬। বহুগণবতুডতি সংখ্যা—১।১।২৩

বহু-গণ-বতু-ডতি- ১।১, সংখ্যা - ১।১

আলোচনা—বহুশব্দ, গণশব্দ, বতু এরং ডতি প্রত্যয়ান্ত শব্দের সংখ্যা সংজ্ঞা হয়।

১৮৭। ডতি চ—১।১।২৫

ডতি—অবিভক্তিকঃ নির্দেশঃ, চ.-অ.